পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 321 Sunday, 26 October, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩২১ সংখ্যা ✱ ৮ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

আদালতের পর লড়াই এবার স্টুডিওতে! সিনেমার ডাবিং নিয়ে মিঠুন-কুণাল যুদ্ধ?

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর ঃ গত সেপ্টেম্বর মাসে কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে একশো কোটির মানহানি মামলা দায়ের করেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। বিগত কয়েক দশকে একাধিকবার রাজনীতির রং বদলানো ' পাল্টা দিতে ছাড়েননি তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকও। বিপরীত রাজনৈতিক মেরুর অবস্থানে একদা দুই সতীর্থের সম্পর্ক বর্তমানে তলানিতে ঠেকেছে, বললেও অত্যুক্তি হয় না! এমতাবস্থায় একছাতার তলায় কুণাল-মিঠুনের সিনেমার ডাবিং নিয়ে আশঙ্কায় দুই সিনেমার টিম। কানাঘুষো তেমন খবরই চাউর হয়েছে টলিমহলের অলিন্দে! দুটি বাংলা ছবির ডাবিংকে কেন্দ্র করে রবিবার একই স্টুডিওতে যাওয়ার কথা মিঠুন চক্রবর্তী ও কুণাল ঘোষের। এদিকে আইনি লড়াইয়ের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শিবিরের দুই নেতা মুখোমুখি হলে কাজের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন দুই সিনেমা কর্তৃপক্ষ। শোনা যাচ্ছে, রবিবার দক্ষিণ কলকাতার একটি ডাবিং স্টুডিওর দুই ঘরে দুই নেতার ডাবিং করার কথা। একদিকে কুণাল ঘোষ যখন অরিন্দম শীল পরিচালিত ' ডাবিং সারবেন, ঠিক সেসময়েই আরেক ঘরে মিঠুনের ' ট্র'র ডাবিং করার কথা। তবে মুশকিল হচ্ছে, স্টুডিওর বসার জায়গা ' শুধু তাই নয়, লাঞ্চ ব্রেক হলেও সকলকে একসঙ্গে বসতে হয়। এদিকে মিঠুন-কুণালের একদা সুসম্পর্ক এখন সাপে-নেউলে অবস্থা! সেই প্রেক্ষিতে বিরোধী শিবিরের দুই নেতা একজনের এলে জোর বাকযুদ্ধের আশঙ্কায় তটস্থ সিনেনির্মাতারা। কারণ জুলাই মাসে কুণালের নাম শুনেই সাংবাদিকের বুম ছুড়ে ফেলে দেওয়ার মতো উদাহরণ তৈরি করেছেন মিঠুন। অন্যদিকে পদ্মশিবিরের নেতাকেও বাকবাণে বিদ্ধ করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি কুণাল ঘোষ। রাজনীতির ময়দান ছাড়িয়ে তাঁদের বিবৃতিযুদ্ধের সাক্ষী থেকেছে বিনোদুনিয়াও। বর্তমানে মামলা-মোকদ্দমা অবধি জল গড়িয়েছে দু'তরফেই। মিঠুনের উকিল বিকাশ সিংয়ের চিঠির কড়া উত্তর দিচ্ছেন কুণালের আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী। হাইকোর্টে মামলার শুনানিও সামনেই। এমতাবস্থায় সম্মুখ সমরে যদি দু'জনের তিক্ত বাদানুবাদ হয়, তাতে কাজের পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে, বলে ধারণা দুই সিনেমার টিমের। বিষয়টি কানে যেতেই ' পরিচালক অরিন্দম শীল কথা বলেন কুণাল ঘোষের সঙ্গে। কুণাল সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ' তিনি শিডিউল বদল করবেন না। অরিন্দমকে তিনি জানান, মিঠুনদা অভিনেতা হিসেবে বড়। আমার আপত্তি ওঁর সুবিধাবাদী রাজনীতি নিয়ে। কিন্তু সেটা যাই হোক, এসব কারণে আমার প্রোগ্রাম আমি বদলাব না। ফলে কুণাল ডাবিং করতে যাচ্ছেন। এবার ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, রবিবার যাতে স্টুডিওয় কুণালের মুখোমুখি না হতে হয়, সেইজন্য শনিবারই ডাবিং করতে যাচ্ছেন মিঠুন।

১ নভেম্বর থেকেই বাংলায় এসআইআর চালু হবে!

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর ঃ সদ্যই বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে ' ইনটেনসিভ রিভিশন'। এবার বাংলা-সহ গোটা দেশেই এসআইআর হতে চলেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, আগামী মাসের শুরু থেকেই রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হবে। মূলত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী-সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তারা বলেছে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটদানের অধিকার পান সেটা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী। এই ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য তালিকাভুক্ত ভোটার বা নতুন আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনে যাবেন বুথ স্তরের আধিকারিকরা। ওই পর্যবেক্ষণের সময় বুথ স্তরের অফিসাররা একটি ফর্ম দেবেন। সেই ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে ভোটারদের। এর পাশাপাশি ভারতীয় নাগরিকত্বের সেলফ অ্যাটেস্টেট ঘোষণাপত্রও জমা দিতে হবে। বিহারে ভোটাধিকারের প্রমাণপত্র হিসাবে মোট ১১টি নথির তালিকা দিয়েছে কমিশন। এই নথিগুলির যে কোনও একটি থাকলেই ভোটার তালিকায় নাম উঠবে আবেদনকারীর। বাংলার ক্ষেত্রেও এই ১১টি নথিই চাওয়া হতে পারে। যে যে নথি দেখতে পারে নির্বাচন কমিশনঃ ১। সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পরিচয়পত্র ২। ১ জুলাই ১৯৮৭-র আগে জারি হওয়া কোনও সরকারি নথি ৩। বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া জন্ম সার্টিফিকেট ৪। পাসপোর্ট ৫। যে কোনও বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট (সাল, তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে) ৬। স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট (জেলাশাসক বা সমতুল কারও দেওয়া) ৭। বনপালের সার্টিফিকেট ৮। কাস্ট সার্টিফিকেট ৯। এনআরসি অন্তর্ভুক্তির প্রমাণ (যেখানে প্রযোজ্য) ১০। পারিবারিক রেজিস্টার (রাজ্য সরকার বা প্রশাসন প্রদত্ত) ১১। সরকার প্রদত্ত জমি বা বা।রি নথি (দলিল বা পর্চা) । এই নথিগুলির বাইরে সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল, যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, তাঁদের আবেদনের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র হিসাবে আধার ব্যবহার করা যাবে। তবে সেটি নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ২০০৩ সালে বিহারে শেষবার এসআইআর হয়েছিল। ফলে যাঁদের নাম ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত ভোটার তালিকায় ছিল, তাদের আর নতুন করে কোনও নথি জমা দিতে হবে না। ২০০৩ সালের পর থেকে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় উঠছে শুধু তাঁদের প্রয়োজনীয় নথি দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০২ সালে শেষবার বিশেষ নিবিড় সংশোধন হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বাংলায় যদি এসআইআর হয়, তাহলে ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে প্রামাণ্য ধরা হতে পারে। অর্থা বাংলার ক্ষেত্রে ২০০২ সালের পর যাঁদের নাম উঠছে তাদের নথি দেখাতে হবে। যাদের ভোটার তালিকায় ২০০২ সালের পর নাম উঠেছে তাদের অভিভাবকদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় থাকলে, অভিভাবকদের জন্য আলাদা কোনও নথি জমা দিতে হবে না। শুধু নিজেদের নথি দেখাতে হবে। না থাকলে অভিভাবকের নথিও দিতে হতে পারে।

প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিকের কর্মরত শিক্ষকদের টেট দিতে হবে? বাড়ছে উদ্বেগ

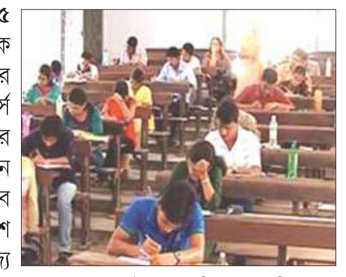

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর ঃ দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি করছেন। টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট চালু হওয়ার আগেই চাকরি পেয়েছেন। এমন শিক্ষকদের টেট পাশ করতে হবে বলে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। এই নিয়ে একাধিক রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দায়ের করেছে। তবে উদ্যোগ নিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও শীর্ষ আদালতে রিভিউ পিটিশন দায়ের করেনি। বাংলার টেট না দিয়ে চাকরি পাওয়া প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষকদের কি টেট দিতে হবে? এই নিয়েই বাড়ছে জল্পনা। ২০১১ সাল থেকে টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট নেওয়া শুরু হয়। কিন্তু, সম্প্রতি এক নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, তার আগে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে টেট না দিয়ে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের টেট দিতে হবে। ২ বছরের মধ্যে টেট পাশ করতে হবে। তবে যেসব শিক্ষকের অবসরের আর ৫ বছরের কম রয়েছে, তাঁরা চাইলে পরীক্ষায় নাও বসতে পারেন বলে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে। তবে টেট ছাড়া তাঁদের আর প্রোমোশন হবে না। কেরল, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছে। যদিও সেই আবেদনের শুনানি এখনও হয়নি। এরই মধ্যে অন্ধ্র প্রদেশ সরকার ঘোষণা করেছে, ১০ ডিসেম্বর কর্মরত শিক্ষকদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। তারপরই বাংলার প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষকদের টেটে বসতে হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বাংলায় টেট না দিয়ে চাকরি পেয়েছেন এমন শিক্ষক রয়েছেন ৯০ হাজারের বেশি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর রিভিউ পিটিশনের জন্য উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। তবে এখনও শীর্ষ আদালতে আবেদন করেনি। এই নিয়ে চিন্তা বাড়ছে শিক্ষকদের। শিক্ষক সংগঠনের নেতা স্বপন মণ্ডল বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিভিউতে যাবে বলে মুখে বলছে। তবে এখনও পর্যন্তি রিভিউতে যায়নি। তার ফলে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের প্রায় এক লক্ষ শিক্ষক, যাঁদের টেট দিতে হবে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁরা চিন্তা ও আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন। আমরা মনে করছি, রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করা দরকার। তারা কবে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করছে, সেটা জানানো উচিত। আমরা মনে করছি, আমরা মনে করছি, আগামী সপ্তাহের মধ্যে রিভিউ পিটিশন করা উচিত। কারণ, শিক্ষকরা চিন্তা ও আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন। সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে মন্তব্য করতে না চাইলেও তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী জানিয়ে দিলেন, তাঁরা শিক্ষকদের পাশে রয়েছেন। বলেন, এই বিষয়ে যতক্ষণ না মন্ত্রিসভা নির্দিষ্ট করে সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে, আমরা কিছু বলছি না। এটা পুরোটাই ক্যাবিনেটের বিষয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের ভিত্তিতে শিক্ষা দফতর পুরোটাই পর্যালোচনা করবে। এটা যেহেতু একেবারে মন্ত্রিসভার বিষয়, ফলে আমাদের বক্তব্য রাখার অবকাশ নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, আমরা পরীক্ষার্থীদের পাশে রয়েছি। শিক্ষকদের পাশে রয়েছি।

চাষীদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজ শুরু করতে চলেছে রাজ্য

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকার নতুন খরিফ মরসুমে আগামী পয়লা নভেম্বর থেকে কুইন্টাল প্রতি ২ হাজার ৩৬৯ টাকা করে সহায়ক মূল্যে চাষীদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজ শুরু করতে চলেছে। সেইসঙ্গে চাষিরা সরাসরি ক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে ধান বিক্রি করলে তাদের কুইন্টাল প্রতি আরো অতিরিক্ত কুড়ি টাকা হারে বোনাস দেওয়া হবে বলে খাদ্য দপ্তর এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে। ধান বিক্রির টাকা চাষীদের ব্যাংক একাউন্টে তিনটি সরকারি কাজের দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ৬২০ টি স্থায়ী ক্রয় কেন্দ্র ছাড়াও এবার ভ্রাম্যমান ১৭৯ টি ক্রয় কেন্দ্র থেকে ধান কেনা হবে বলে খাদ্য দপ্তর জানিয়েছে। একজন কৃষক সর্বাধিক ৯০ কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে পারবেন।

কেরলে ফাটল বাম জোটে! মন্ত্রিসভার বৈঠক বয়কট

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর ঃ কেন্দ্রের দেওয়া পিএমশ্রী অনুদান গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত যেন কেরল সিপিএমের জন্য শাঁখের করাত! কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ওই টাকা গ্রহণ করায় রীতিমতো রেগে লাল এলডিএফের অন্যতম জোটসঙ্গী সিপিআই। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার বৈঠক বয়কট করেছেন সিপিআইয়ের চার মন্ত্রী। এমনকী তাঁরা ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন বলেও খবর।

কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতায় সবচেয়ে বেশি সরব যে রাজ্যগুলি, সেগুলির মধ্যে একেবারে প্রথমের সারিতে কেরল। সে রাজ্যের সিপিএম সরকার স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে, কেরলে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হবে না। কিন্তু সেই বাম সরকারই আবার কেন্দ্রের দেওয়া পিএমশ্রী অনুদান গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা নিয়ে জোর বিতর্ক। কেঃদ্র আগে জানিয়ে দিয়েছে, যে সব রাজ্য ' প্রকল্পের অনুদান গ্রহণ করবে, সেই রাজ্যগুলিকে কেঃদ্রের সঙ্গে ' চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। বামেদের অন্যতম শরিকদল সিপিআই মনে করছে, মৌ স্বাক্ষর করার অর্থ ঘুরপথে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা। কারণ, ওই মৌ চুক্তিতে এমন বহু শর্ত আছে যা জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রস্তাব করা হয়েছিল। ' টাকা গ্রহণ করার অর্থ ঘুরিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির সেই শর্তগুলি মেনে নেওয়া। সূত্রের খবর, পিএমশ্রী নিয়ে সিপিআই এতটাই ক্ষুব্ধ যে ভোটের কয়েক মাস আগে তাঁরা মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথাও ভাবছে। সেক্ষেত্রে কেরলের বাম সরকারের অস্তিত্বও সংকটে পা।ে যেতে পারে। সমস্যাটা হল এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন কেরলে নেই। তিনি বিদেশে। তাঁর অনুপস্থিতিতে শরিকের গোঁসা থামানোটা বেশি চ্যালেঞ্জের হয়ে যাচ্ছে সিপিএমের জন্য। শোনা যাচ্ছে, কেরল মন্ত্রিসভায় সিপিআইয়ের চার মন্ত্রী ইতিমধ্যেই ইস্তফা দিতে চেয়েছেন। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকেও তাঁরা যোগ দেননি। সিপিআই রাজ্য সম্পাদক বিনয় বিশ্বম বলছেন, মন্ত্রিসভাকে না জানিয়েই ওই টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এত তাড়াহুড়োটা কীসের? সিপিএম অবশ্য চড়া সুরেই কথা বলছে। দলের রাজ্য সম্পাদক এম ভি গোবিন্দনের বক্তব্য, এই টাকাটা রাজ্যের প্রাপ্য। তাই কেন্দ্রের থেকে সেটা দ্রুত আদায় করাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু তাতে ক্ষোভ প্রশমন হচ্ছে না সিপিআইয়ের। শেষে কেরলে বামেদের আহ্বায়াক টি পি রামকৃষ্ণণকে বলতে হয়েছে, বিজয়ন ফিরলেই সিপিআইয়ে সঙ্গে আলোচনায় বসবে সিপিএম।

ভেদাভেদের রাজনীতির শেষ কোথায়! শশী পাঁজা

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর ঃ আবারও কেন্দ্রীয় রাজনীতির মঞ্চে উঠে এল ভেদাভেদের প্রশ্ন। তৃণমূল সাংসদ ও রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা শনিবার এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে, ক্রমশ ঘৃণা, বিভাজন এবং জাতিগত বিদ্বেষের রাজনীতি যে বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে, তা নিয়ে. উদ্বেগ। শশী পাঁজা বলেন, গতকাল রাজ্যসভার এক বিজেপি সদস্য লখনৌতে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখেন যে, ঝাড়ুদাররা নাকি 'বাংলাদেশি' এবং 'সন্ত্রাসবাদী' ভাবা যায়? একজন সাংসদ এইরকম ঘৃণাত্মক মন্তব্য করছেন। এতটাই দুঃসাহস বেড়ে গেছে যে, বাংলার এক পুলিশ অফিসারকেও ' বলেছিলেন বিরোধী দলনেতা! তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোথায় গিয়ে শেষ হবে এই বিদ্বেষের রাজনীতি? কাউকে 'সন্ত্রাসবাদী' কাউকে 'খালিস্তানি' আবার কাউকে 'বাংলাদেশি' বলে দাগিয়ে দেওয়া এ কেমন মানসিকতা? মন্ত্রী আরও বলেন, সম্প্রতি সোনালি খাতুন নামে এক গর্ভবতী মহিলা এবং আরও পাঁচজনকে শুধুমাত্র বাংলা ভাষায কথা বলার জন্য বেআইনিভাবে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বাংলা বললেই কেউ বাংলাদেশি হয়ে যায় না। এই দেশ, এই রাজ্য তাদেরও মতোই। ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে। সোনালি খাতুন ও তাঁর সঙ্গীরা বীরভূম জেলার বাসিন্দা। তদন্তে জানা গেছে, তাঁরা ভারতীয় নাগরিক, কিন্তু প্রশাসনিক বিভ্রাটে তাঁদের বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে কলকাতা হাইকোর্ট ও বাংলাদেশের হাইকোর্ট দু'দিক থেকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের চার সপ্তাহের মধ্যে ফেরত আনার।

স্যার ক্রিকে যুদ্ধমহড়া শুরু করতে চলেছে ভারত!

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর ঃ গুজরাট সীমান্তে স্যার ক্রিক অঞ্চলের কাছে থেকে যুদ্ধমহড়া শুরু করতে চলেছে ভারত। সেই অভিযানের নাম রাখা হয়েছে অপারেশন ত্রিশূল'। এর জেরেই এবার ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে পাকিস্তান। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই তারা তাদের বায়ুসীমায় বিধিনিষেধ চাপিয়েছে। পাশাপাশি, একটি ' জারি করা হয়েছে বলে খবর। তবে বিমানকর্মীদের পাঠানো ওই নোটিসে এর কোনও কারণ দর্শানো হয়নি। আগামী ২৮-১৯ অক্টোবর এই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিন শাখার সমন্বয় বাড়াতে স্যার ক্রিক অঞ্চলের কাছে আগামী ৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে 'অপারেশন ত্রিশূল'। চলবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। ভারতীয় স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনা একসঙ্গে এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে বলে খবর। সম্প্রতি স্যার ক্রিক অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, স্যার ক্রিক অঞ্চলে পাকিস্তানের কোনও আগ্রাসন দেখালে, তার কড়া জবাব দেবে ভারত। যার ফলে ইতিহাস-ভূগোল পর্যন্ত বদলে যেতে পারে। সময়ের পাতা উলটে দেখলে জানা যাবে, স্যার ক্রিক (ভারতের গুজরাট ও পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের মধ্যেকার জলরাশি) নিয়ে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের বিবাদ নতুন কিছু নয়।

অজি ক্রিকেটারদের শ্লীলতাহানি মোদী সরকারকে তোপ তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর ঃ ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে এসে শ্লীলতাহানির শিকার দুই মহিলা ক্রিকেটার! বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড় ক্রিকেট মহল। বিজেপিশাসিত মধ্যপ্রদেশের নারী নিরাপত্তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। বিশ্বকাপ খেলতে আসা ক্রিকেটার, যাঁদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা থাকার কথা, তাঁদের কাছে দুষ্কৃতীরা পৌছল কীভাবে? প্রশ্ন উঠছে। মধ্যপ্রদেশের ডবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকারকে শরবিদ্ধ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসকদলের সাফ কথা, গোটা বিশ্বের সামনে ভারতকে কালিমালিপ্ত করল বিজেপি সরকার। এই মুহূর্তে ভারতে মহিলা বিশ্বকাপ চলছে। শনিবার ইন্দোরে খেলতে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া। অভিযোগ বৃহস্পতিবার সন্ধেয় দুই অজি ক্রিকেটারকে শ্লীলতাহানির শিকার হতে হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা খাজরানা রোড অঞ্চলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটাররা। জানা গিয়েছে, হোটেল থেকে একটি ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। হোটেল থেকে বেরনোর পরই একটি বাইক তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে। একটি ক্যাফের দিকে যাওয়ার সময় ওই বাইকটি তাঁদের কাছে এসে অশ্লীলভাবে শরীর স্পর্শ করে পালিয়ে যায়। দ্রুত ওই ক্রিকেটাররা হোটেলে বার্তা পাঠান। তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অফিসার ড্যানি সিমন্স স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ঘটনার কথা জানতে পেরেই এসিপি হিমানি মিশ্র ওই দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা বলেন। দুজনের বয়ান রেকর্ডের পর এমআইজি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৪ নম্বর ও ৭৮ নম্বর ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়। আকিল খান নামের ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বকাপ খেলতে আসা মহিলা ক্রিকেটারদের যেখানে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা থাকার কথা, সেখানে একজন দুষ্কৃতী ক্রিকেটারদের ধাওয়া করল, তাঁদের শ্লীলতাহানি করল, অথচ নিরাপত্তারক্ষীদের টিকিটিও দেখা গেল না! স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি শাসিত রাজ্যের নারী নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলছেন, মধ্যপ্রদেশে যেটা ঘটল, সারা পৃথিবীর বুকে ভারতের মাথা হেঁট করে দিল বিজেপি। কুণালের দাবি, অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেটার, আইসিসি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে এসেছেন। তাঁরা হোটেল থেকে বেরিয়ে ক্যাফেতে যাওয়ার সময় শ্লীলতাহানির চেষ্টা। ভাবা যায়! ভারতীয় জনতা পার্টি আজ ভারতের মুখে চুনকালি লাগিয়ে দিল। আন্তর্জাতিক মহলের সামনে দেশের মাথা হেঁট করে দিল।

ক্রমশ শক্তি বাড়ছে নিম্নচাপের, বাংলায় প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোয় দুপুরের দিকে বৃষ্টি হলেও তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি উসবমুখর বাঙালিকে। তবে ছটপুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজোয় আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা। কারণ, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ শক্তি বাড়ছে নিম্নচাপের। তার ফলে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, একের পর এক নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে! দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ শক্তি হারাচ্ছে। এই নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হওয়ার পরে দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের নিম্নচাপের সঙ্গে মিশে যাবে। আরব সাগরেই এই সিস্টেম শক্তিশালী হবে। এর ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা কম। তবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ শনিবার সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। রবিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে অতি গভীর নিম্নচাপে। সোমবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকবে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক। শনিবার আকাশ পরিষ্কার থাকবে। রবিবার থেকে উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলির আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা। ওইদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু অংশে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলায় বজ্রবিদ্যু-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতা-সহ হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূল ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বুধবার হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। আগামী সোম ও মঙ্গলবার মস্যজীবীদের সমুদ্রে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

বিহারে শাহী সভার জেরে বাতিল তেজস্বীর সমাবেশ!

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর ঃ নির্বাচনের আগেই একেরপর এক চাপ বাড়ছে মহাগটবন্ধনের। আসন রফা থেকে শুরু অরে মুখ্যমন্ত্রী মুখ, সব সিদ্ধান্তেই জেডিইউ-বিজেপি পিছনে ফেলেছে তেজস্বী-রাহুলকে। এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভা থাকায় বাতিল তেজস্বীর সভার অনুমতি। অমিত শাহকে 'একনায়ক' বলে তোপ বিরোধী নেতার। বিহারে বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবকে শনিবার খাগারিয়ায় জনসভা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কারণ হিসেবে অমিত শাহের সভার কথা বলা হয়েছে। জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল ক্রিকেট (জেএনকেটি) গ্রাউন্ডে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভা হওয়ার কথা। এর খুব কাছেই রয়েছে সংসারপুর গ্রাউন্ড। সেখানেই হওয়ার কথা ছিল তেজস্বীর সভা। সেই কারণেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমসয়ার কথা তুলে ধরে তেজস্বীর সভার অনুমতি বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অনুমতি বাতিলের ঘটনাকে ' বলেছেন তেজস্বী। শনিবার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে জনসভা করার কথা ছিল তেজস্বীর। এই বিধানসভা কেঃদ্রগুলি হল পার্বত্তা, আলুলি এবং খাগারিয়ায়। তেজস্বী বলেন, আমাদের নির্বাচনী সভা দেখে ভারতীয় জনতা পার্টি ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এবার জনগণ তাদের কৌশল এবং চাপের সামনে মাথা নোয়াবে না। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণেই তেজস্বীর সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। পার্বত্তা এবং আলুলিতে তেজস্বীর সভা হবে, সেখানে কোনও বদল হয়নি বলেও জানানো হয়েছে। বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার একদিন পরে শুক্রবার থেকেই নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন তেজস্বী। সিমরি বখতিয়ারপুর, দারভাঙ্গা, মুজাফফরপুর, সমস্তিপুর এবং বৈশালীতে পাঁচটি জনসভা করেন তিনি। সেখান থেকেই ইন্ডিয়া ব্লক প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট চান তিনি। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জঙ্গলরাজ মন্তব্যের বিরধিতা করেন তিনি। তেজস্বী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলছেন বিহারে আর কোনও জঙ্গলরাজ থাকবে না, তবুও বিহারে দিনভর খুন হচ্ছে এবং গুলি চলছে। ৫৫টিরও বেশি কেলেঙ্কারি রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তেজস্বীর দাবি, প্রধানমন্ত্রীর উচিত বিহারের আইনশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতি সম্পর্কে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। তেজস্বীর সভার অনুমতি বাতিলের পরেই শাসক জোটের বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিয়েছে বিরোধিরা। তাঁদের দাবি, মানুষ সবকিছু দেখছে। তাঁরাই নির্বাচনে ন্যাযবিচার করবে।

পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে তোপ ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর ঃ অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে পাকিস্তান। ' ভাবে দখলদারি'র পাশাপাশি সেখানে সাধারণ মানুষ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। শাসনযন্ত্রের উপর ক্ষুব্ধ জনতা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। সেই বিক্ষোভ থামাতে জনতার উপরেই খড়গহস্ত প্রশাসন। এর ফলে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের, আহত শতাধিক। রাষ্ট্রসংঘে তথ্য দিয়ে শাহবাজ শরিফ

শুক্রবার রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকে বক্তব্য রাখেন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতানেনি হরিশ। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের প্রশ্নের জবাব তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে নিজেদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। আমরা জানি এই ধারণা পাকিস্তানে ভিনগ্রহী ব্যাপার। কারণ সেখানে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রসঙ্গে হরিশ বলেন, আমরা বলছি যে, অবৈধ ভাবে দখল করা এলাকায়, যেখানে সাধারণ মানুষ পাক সেনার শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা বন্ধ করুক পাকিস্তান। ক'দিন আগেই রাষ্ট্রসংঘের ফোর্থ কমিটির বৈঠকে পাকিস্তানকে তুলোধোনা করেন ভারতের প্রতিনিধি কেরলের বাম সাংসদ প্রেমচন্দ্রন। অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তানের দমন-পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে সরব হন বাম সাংসদ। প্রেমচন্দ্রন বলেন, আমরা পাকিস্তানকে স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি তারা যেন অবৈধভাবে দখল করে রাখা কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করে। ওখানকার মানুষ নিজেদের মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে। পাকসেনা এবং তাদের সহযোগীরা সেই নিরীহ আঃেদালনকারীদের হত্যা করেছে। পাকিস্তানের কুকীর্তির খতিয়ান তুলে সাংসদ আরও বলেন, পাকিস্তান হল এমন একটি দেশ যেখানে সামরিক একনায়কতন্ত্র চলে। ভুয়ো নির্বাচন, জনপ্রিয় নেতাদের কারাদণ্ড, ধর্মীয় উগ্রবাদ, রাষ্ট্র পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের জনক এই দেশ। ফলে ওদের অন্যকে জ্ঞান দেওয়া উচিত নয়। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। গুজরাট সীমান্তে স্যার ক্রিক অঞ্চলের কাছে থেকে যুদ্ধমহড়া শুরু করতে চলেছে ভারত। সেই অভিযানের নাম রাখা হয়েছে ' ত্রিশূল'। এর জেরেই এবার ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে পাকিস্তান। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই তারা তাদের বায়ুসীমায় বিধিনিষেধ চাপিয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের কড়া বার্তাঃজম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ - পাকিস্তানকে তীব্র আক্রমণ পি. হরিশের

নিউইয়র্ক, ২৫ অক্টোবরঃ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মঞ্চে ফের একবার পাকিস্তানকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করল ভারত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পার্বথানেনী হরিশ শুক্রবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন- জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং পাকিস্তানের কোনো অধিকার নেই সেই ভূখণ্ড নিয়ে মন্তব্য করা বা সেখানে অবৈধ কর্মকাণ্ড চালানোর। একইসঙ্গে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান পাকিস্তানের ওপর, জানিয়ে দেন যে, ইসলামাবাদ অবৈধভাবে দখল করে রাখা অঞ্চলগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক ভয়াবহ চিত্র তৈরি করেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চোখ খুলে দেওয়া উচিত।রাষ্ট্রসঙ্ঘ দিবসের ৮০তম বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত উন্মুক্ত বিতর্ক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হরিশ বলেন, আমরা পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন অবিলম্বে অবৈধভাবে দখল করা ভারতীয় অঞ্চলগুলিতে চলমান গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করে। সেখানে নিরীহ মানুষদের প্রতি ভয়ঙ্কর নিপী।ন, নির্যাতন, দমননীতি চালানো হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে আজ স্থানীয় জনগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের মদতপুষ্ট গোষ্ঠীগুলি সেই অঞ্চলে শুধু মানুষকে নয়, প্রাকৃতিক সম্পদকেও লুণ্ঠন করছে। এটি আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, এবং বিশ্বের উচিত এ বিষয়ে নীরব না থাকা।হরিশের এই বক্তব্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে ভারতের অবস্থান ফের একবার পরিষ্কার হলো- জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল, এবং পাকিস্তান সেখানে অবৈধ দখলদার হিসেবে রয়ে গেছে। এই বার্তা শুধু পাকিস্তান নয়, আন্তর্জাতিক মহলের কাছেও ভারতের দৃঢ় অবস্থানকে পুনর্ব্যক্ত করল।পাকিস্তানের প্রতি ভারতের ক্ষোভভারত বহুবার জানিয়েছে যে, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে (প্তগ) মানবাধিকার লঙ্ঘন ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং স্বাধীন সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে রেখেছে পাকিস্তান সরকার। ফলে বাস্তব চিত্র বাইরে আসছে না। তবে যে সব ভিডিও ও প্রতিবেদন ফাঁস হয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায়, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে নিরীহ সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত সামরিক দমননীতি, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং সামাজিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। হরিশ রাষ্ট্রসঙ্ঘে বলেন, এই বর্বরতা চলতে দেওয়া মানে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির প্রতি অপমান। পাকিস্তানকে তার এই দখলদারিত্ব এবং দমননীতি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।তিনি আরও যোগ করেন, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের যে প্রোপাগান্ডা চালায়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী এই অঞ্চল আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারত সেখানে গণতন্ত্র, উন্নয়ন, সমতা এবং শান্তির পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু পাকিস্তান তার নিজস্ব ভূখণ্ডেই সন্ত্রাস ও অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে, এবং বিশ্বের চোখ ঘোরাতে কাশ্মীর ইস্যুকে কাজে লাগাচ্ছে।রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের অবস্থান স্পষ্টভারত সবসময়ই বলেছে, কাশ্মীর একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়, এবং এ নিয়ে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ অগ্রহণযোগ্য। ২০১৯ সালে অনুচ্ছেদ ৩৭০ প্রত্যাহারের পর থেকে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মহলে একাধিকবার এই ইস্যু তুলতে চেয়েছে। কিন্তু ভারত প্রতিবারই রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে, এটি ভারতের সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত এবং কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের প্রশ্নই ওঠে না।হরিশের বক্তব্যেও সেই নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত নিজের সীমান্তের ভিতরে শান্তি, উন্নয়ন ও মানবিক মর্যাদা রক্ষার পথে এগোচ্ছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বাইরের কোনো দেশ মন্তব্য করার অধিকার রাখে না। পাকিস্তান তার নিজের দেশের অবস্থা নিয়ে মনোযোগ দিক- যেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, অর্থনৈতিক ধ্বংস, এবং

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিহারের জনগণ পরিবর্তনের পক্ষে মনস্থির করেছেন ঃনির্বাচনের আগে তেজস্বীর জোরালো বার্তা

পাটনা, ২৫ অক্টোবরঃবিহারের রাজনীতি ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভোটের প্রাক্কালে। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই গরম হচ্ছে প্রচারের মাঠ। এনডিএ ও মহাজোট- দুই শিবিরই প্রচারে মরিয়া, তবে রাজনৈতিক আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন দাঁড়িয়ে রাজ্য রাজনীতির তরুণ মুখ, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। শনিবার পাটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সরাসরি দাবি করলেন, বিহারের জনতা এবার পরিবর্তনের মেজাজে আছে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে- এবার মহাজোটের সরকারই আসছে। তেজস্বীর কণ্ঠে ছিল আস্থা, সঙ্গে তীব্র ক্ষোভও। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, বিহারের মানুষ এখন আর প্রতিশ্রুতির মোহে থাকবে না। এই রাজ্যের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি রাস্তায় মানুষ আজ পরিবর্তন চায়। তারা নিজেদের ভবিষ্য নিয়ে ভাবছে, তারা উন্নয়ন চায়, কাজ চায়, শিক্ষা চায়, স্বাস্থ্য চায়- প্রতারণা নয়।তিনি আরও বলেন, পুরো পরিবেশ এখন মহাজোটের পক্ষে। জনগণ বুঝে গেছে, কারা তাদের সঙ্গে আছে, আর কারা কেবল ভোটের সময় মঞ্চে এসে মিথ্যে কথা বলে চলে যায়। বিহারের মানুষ আর সেই ফাঁদে পা দেবে না। এবার সময় এসেছে সত্যিকারের পরিবর্তনের।একনায়কতন্ত্রের অভিযোগতেজস্বী যাদব এদিন তাঁর খাগারিয়া জনসভা বাতিল হওয়া নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। আরজেডি নেতার অভিযোগ, আজ বিহারে গণতন্ত্রের জায়গায় একনায়কতন্ত্র চলছে। প্রশাসন এমনভাবে কাজ করছে যেন বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা যায়। আমাদের সভা বাতিল করা হয়েছে, বিভিন্ন অজুহাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা ভয় পাই না। আমাদের ল।াই চলছে, চলবেও।ন্ডতিনি আরও বলেন, এই লড়াই কোনও এক দলের বিরুদ্ধে নয়, এই লড়াই গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকারের জন্য। আমরা সেই রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়ছি যা কেবল ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়।তেজস্বীর এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, নির্বাচনের আগে আরজেডি এবং মহাজোট সরকার-বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে জনসমর্থন টানতে চাইছে। এনডিএ-র শাসনে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও, রাজ্যের কর্মসংস্থান, শিল্প এবং শিক্ষার অবস্থা যে তেমন উন্নত হয়নি, তা নিয়েই ভোটে প্রচারে নামছে বিরোধী শিবির।ন্ডমোদীর বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণএদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক বিহার সফর নিয়েও মুখ খুললেন তেজস্বী যাদব। তাঁর অভিযোগ, গতকাল প্রধানমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্ষোভ মেটাতে এসেছেন। একটিও ইতিবাচক কথা বলেননি। কেবল বিরোধীদের আক্রমণ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি গত ১১ বছর ধরে দেশের প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু বিহারের জন্য কী করেছেন?তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী গুজরাটে শিল্প স্থাপন করেছেন, সেখানকার উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা ঢেলেছেন, কিন্তু বিহারের জন্য তিনি কী করেছেন? গুজরাটকে যা দিয়েছেন, তার এক শতাংশও বিহার পায়নি। অথচ আজ তিনি বিহারে এসে ভোট চান! বিহারের মানুষ আর এই প্রতারণা মেনে নেবে না।ন্ডতেজস্বীর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী সবসময় গুজরাটকে এগিয়ে রাখার রাজনীতি করেছেন। বিহার গুজরাটের চেয়ে ছোট নয়। সংস্কৃতি, জনসংখ্যা, সম্ভাবনা- সবদিক থেকেই বিহার অনেক ব। রাজ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিহারকে দ্বিতীয় শ্রেণির রাজ্য হিসেবে দেখছে। আমরা সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, বলেন তিনি।তেজস্বী দাবি করেন, বিহারের মানুষ এবার জবাব দেবে। যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি বারবার ভোট নিয়েছে- বিশেষ মর্যাদা, শিল্প, কর্মসংস্থান, কৃষকদের সহায়তা- সেসব কিছুই বাস্তব হয়নি। বিজেপি কেবল কথার খেলা জানে, কাজের জায়গায় ব্যর্থ। এবার বিহারের মানুষ বলবে- অনেক হয়েছে!ন্ডপিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের প্রতি বিজেপির ‘তেজস্বী যাদবের বক্তব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সামাজিক ন্যায্যতা ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে। সম্প্রতি মহাজোট ঘোষণা করেছে যে, অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের একজন নেতাকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পর থেকেই বিজেপি মহলে কটাক্ষ শুরু হয়েছে, দাবি করেন তেজস্বী।ন্ডতিনি বলেন, আমরা যখন থেকে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের নাম ঘোষণা করেছি, তখন থেকেই এনডিএ-র লোকজন ট্রোল করতে শুরু করেছে। এর মানে স্পষ্ট- বিজেপি এই সম্প্রদায়কে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। তারা চায় না, পিছিয়ে প।া শ্রেণি রাজনীতিতে উঠে আসুক। কিন্তু আমরা সেই রাজনীতি বদলাতে চাই। আমরা চাই, সমাজের প্রতিটি শ্রেণি, প্রতিটি মানুষ নিজের জায়গা পাক, সম্মান পাক।ন্ডতেজস্বীর এই বক্তব্যে উঠে এসেছে বিহারের সামাজিক কাঠামোর বাস্তব চিত্র। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যে জাতপাতের রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

গোটা দেশকে শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ২৫অক্টোবরঃ অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার চিন্নাটাকুরু গ্রামের কাছে ঘটে গেল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল বহু মানুষের প্রাণ। হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল বাসটি, তাতে ছিলেন প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী। তাঁদের অনেকেই ফিরছিলেন কাজের জায়গায়, কেউ কেউ যাচ্ছিলেন আত্মীয়দের বাড়ি বা চিকিৎসার প্রয়োজনে। কিন্তু যাত্রাপথেই নিয়তি যেন লিখে রেখেছিল ভয়ংকর এক পরিণতি। অন্ধ্রপ্রদেশের এই স।ক দুর্ঘটনা এখন গোটা দেশকে শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে।সূত্রের খবর, ভোরবেলা যখন বাসটি কুর্নুল জেলার চিন্নাটাকুরু গ্রামের কাছে পৌঁছয়, তখনই বিপর্যয় নেমে আসে। বাসটির সামনে আচমকা চলে আসে একটি মোটরবাইক। চালক যতই চেষ্টা করুন, সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই বাসের সামনের অংশে আগুন ধরে যায়, এবং মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছায়ে পড়ে গোটা গাড়িতে। ভেতরে থাকা যাত্রীরা তখন প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া। কেউ দরজা ভাঙার চেষ্টা করেছেন, কেউ জানালার কাচ ভেঙে বেরোনোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আগুন এত দ্রুত ছড়ায় যে, অনেকে আর বেরোতে পারেননি। স্থানীয়রা দ্রুত এগিয়ে আসেন, খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলকে। কিন্তু ততক্ষণে আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের, আহতও অনেকেই।দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। উদ্ধার হয় কয়েকটি দগ্ধ দেহ, যেগুলির পরিচয় নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা, পুলিশ শুরু করে উদ্ধার ও তল্লাশির কাজ। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতর কিছু যাত্রী তখনও বুঝে উঠতে পারছেন না কীভাবে এই বিপর্যয় ঘটল। চোখের সামনে আগুনে পুড়ে সহযাত্রীদের মৃত্যুর দৃশ্য তাঁদের মনে স্থায়ী হয়ে গিয়েছে।ঘটনাস্থলে পৌঁছে কুর্নুলের জেলা প্রশাসক বলেন, প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বাস ও বাইকের সংঘর্ষের পর জ্বালানির সংস্পর্শেই আগুন লেগেছে। তবে কীভাবে আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে তিনি জানান, বাসটি একটি বেসরকারি পরিবহন সংস্থার ছিল, এবং দুর্ঘটনার সময় সেটি সম্পূর্ণ যাত্রীবোঝাই ছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত গতিও এই দুর্ঘটনার একটি কারণ হতে পারে।দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে প।তেই অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। নিহতদের বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়। কেউ হারিয়েছেন স্বামী, কেউ সন্তান, কেউ বা একসঙ্গে পরিবারে একাধিক সদস্যকে। হাসপাতালের মর্গে ভি। জমে যায় পরিজনদের, দগ্ধ দেহগুলির মধ্যে প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে মরিয়া তাঁরা। কিন্তু অধিকাংশ দেহ এমনভাবে পুড়ে গিয়েছে যে, পরিচয় নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের তরফে নিহতদের দেহ শনাক্তের জন্য ডিএনএ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরেই শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স (সাবেক টুইটার) মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলায় দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। পাশাপাশি তিনি নিহতদের পরিবারপিছু প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা কিছুটা সান্ত্বনা দিলেও, যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের যন্ত্রণার গভীরতা কোনো অর্থমূল্যে মাপা যায় না।প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমরা মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। একইসঙ্গে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃতদেহগুলিকে তাঁদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আর হাসপাতালের চিকিৎসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আহতদের চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি না হয়।এদিকে স্থানীয়রা অভিযোগ তুলেছেন, ওই রাস্তায় আলো এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে। রাতে প্রায়ই ওই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। তারা বলছেন, রাস্তায় পর্যাপ্ত স্ট্রিটলাইট নেই, ভারী যান চলাচল থাকে, কিন্তু সিগন্যাল বা রিফ্লেক্টর নেই বললেই চলে। সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে প্রশাসন ইতিমধ্যেই স।ক নিরাপত্তা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজে যুক্ত থাকা এক দমকল কর্মী জানান, আমরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছাই, তখন আগুন প্রায় পুরো বাসজুড়ে ছড়িয়ে গিয়েছে। তাপ এতটাই বেশি ছিল যে কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রচুর পানি ও ফোম ব্যবহার করতে হয়েছে। ভিতরে যাত্রীদের চিৎকার শুনছিলাম, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। এটা জীবনের অন্যতম ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।এই দুর্ঘটনা শুধু একাধিক পরিবারকে শোকসাগরে ডুবিয়ে দেয়নি, আবারও সামনে এনেছে দেশের সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা। ভারতে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ স।ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে প্রায় দে। লক্ষ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বেপরোয়া গতি, নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন, এবং যানবাহনের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। কুর্নুলের এই দুর্ঘটনা যেন সেই ভয়ঙ্কর বাস্তবতাকেই আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।এদিকে নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শ্রমিক, যারা বেঙ্গালুরুতে কাজ করতেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এখন দিশেহারা। একজন মৃত যাত্রীর ভাই সংবাদমাধ্যমকে জানালেন, আমার ভাই প্রতিদিন কাজের শেষে ফোন করত। আজ সকালে ফোনটা আসেনি। পরে টিভিতে খবর দেখে বুঝলাম, সে আর নেই। এইসব কথায় ফুটে ওঠে সাধারণ মানুষের অশেষ বেদনা, যাঁরা প্রতিদিন জীবনের প্রয়োজনে লড়াই করেন, অথচ স।কে অসচেতনতা তাঁদের জীবন কেড়ে নেয়।ঘটনার পর এলাকাজুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। দুর্ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে, যাতে তদন্তে কোনো বাধা না পড়ে। উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পর পুলিশের ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। বাসের কোম্পানির মালিক ও চালককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানতে চাচ্ছেন, দুর্ঘটনার আগে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি বা জ্বালানির লিকেজ ছিল কি না।এই ঘটনার পর দেশের নানা প্রান্ত থেকে শোকবার্তা আসছে। সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনরাও শোকপ্রকাশ করছেন এবং দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছেন। অনেকেই লিখেছেন, প্রতিদিনই এমন খবর শুনতে হচ্ছে, অথচ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কেউ কেউ স।ক পরিবহন দপ্তরের সমালোচনা করে লিখেছেন, নিরাপত্তা মানদণ্ড কঠোর না হলে এমন দুর্ঘটনা আরও ঘটবে।অন্ধ্রপ্রদেশের এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা কেবল কিছু মানুষের প্রাণহানির ঘটনা নয়, এটি গোটা দেশের স।ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি এক কঠিন প্রশ্ন। উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে ভারত, কিন্তু রাস্তাঘাটের সুরক্ষায় এখনও সেই সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। এই দুর্ঘটনা যেন আমাদের সবাইকে আবারও ভাবিয়ে তোলে- প্রতিটি জীবন কত মূল্যবান, আর সেই জীবনের সুরক্ষা কতটা আমাদের দায়িত্ব।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর্থিক সহায়তার ঘোষণা নিঃসন্দেহে সরকারের মানবিক উদ্যোগের প্রতিফলন, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ভবিষ্যতে যেন এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রশাসনের কাছে এখন সবচেয়ে ব। চ্যালেঞ্জ, সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করা, জরুরি পরিষেবা আরও দ্রুততর করা, এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপদ যাত্রার বিষয়ে সচেতন করা।ন্ডআজ কুর্নুলের বাতাসে শুধু পোড়া গন্ধ নয়, আছে কান্না, শোক, আর অজস্র প্রশ্ন-যার উত্তর খুঁজছে গোটা দেশ।অন্যদিকে কুর্নুলে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় অন্ধ্রজুড়ে শোক, নিহত ১০, শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতিরকুর্নুল, ২৪ অক্টোবরভোররাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে মুহূর্তের মধ্যে আগুনে গ্রাস করল একটি যাত্রীবোঝাই বাসকে। চিৎকার, আর্তনাদ আর আগুনের দাউদাউ শিখায় মুহূর্তে মৃত্যু হল অন্তত ১০ জন যাত্রীর। আহত আরও অনেকে। অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার চিন্না টেকুর গ্রামের কাছে শুক্রবার ভোরে ঘটে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা, যা দেখে স্তম্ভিত গোটা রাজ্য। হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরুগামী লাক্সারি এসি বাসটি ভোররাতে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে ভয়ানকভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, আর তার পরই আগুন ধরে যায় বাসের সামনের অংশে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো গাড়িতে।বাসটিতে মোট ৪০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বেশ কয়েকজন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, আর সেই কারণেই আগুন লাগার পর অনেকে বেরোতে পারেননি। বিস্ফোরণের মতো শব্দে জেগে ওঠেন আশেপাশের গ্রামবাসীরা। তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান, কিন্তু তখনও আগুন ছড়াচ্ছে চারদিকে। স্থানীয়রা প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজে হাত লাগালেও আগুনের ভয়াবহতার সামনে তাঁদের প্রচেষ্টা প্রায় ব্যর্থ হয়। অনেকেই জানলা ভেঙে বেরিয়ে প্রাণ বাঁচান, কিন্তু যারা মাঝ বরাবর বা পেছনের আসনে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আগুনে পু। মৃত্যু বরণ করেন।দমকল বাহিনী খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, এবং প্রায় দুই ঘণ্টার তৎপরতার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে বাসের গায়ে লেগে থাকা জ্বলন্ত ধাতব অংশে আটকে থাকা যাত্রীদের দেহ উদ্ধার করতে যথেষ্ট কষ্ট হয়। কুর্নুল জেলা পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে এখনও পর্যন্ত দশজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত গতি এই দুর্ঘটনার মূল কারণ। তদন্তে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বাসটি ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে চলছিল। সামনে আচমকা এক মোটরবাইক চলে আসে, যার ওপর ছিলেন দু'জন আরোহী। সংঘর্ষের পর বাইকটি বাসের সামনের অংশে আটকে যায় এবং ঘর্ষণের ফলে আগুন ধরে যায়। বাসটি যেহেতু এসি এবং ডিজেলচালিত ছিল, ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাসজুড়ে।চোখের সামনে আগুনে পুড়ে যাত্রীদের মৃত্যু দেখেছেন উদ্ধারকাজে যুক্ত স্থানীয় এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমরা দেখছিলাম মানুষগুলো জানলা ভেঙে বেরোনোর চেষ্টা করছে। কেউ জানলা দিয়ে হাত বাড়াচ্ছে, কেউ সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। কিন্তু আগুনের তাপ এতটাই বেশি ছিল যে আমরা কাছে যেতে পারছিলাম না। কিছুজনকে টেনে বের করতে

মৃদু ঠান্ডায় শীতের আগমনী সুর হিমাচলে, পারদ আরও নামার পূর্বাভাস

শিমলা, ২৫ অক্টোবর ঃপাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশে এখন এক অন্যরকম মনোরম পরিবেশ। বাতাসে হালকা ঠান্ডার ছোঁয়া, আকাশে হালকা কুয়াশার রেখা- যেন প্রকৃতি নিজেই শীতের আগমনী বার্তা শোনাচ্ছে। ধীরে ধীরে পারদ নামতে শুরু করেছে পাহাড়ি উপত্যকাগুলিতে। তবে আপাতত ঠান্ডা খুব তীব্র নয়। সকাল-সন্ধ্যায় মৃদু শীতের পরশে ঘেরা রাজ্যজুড়ে এখন এক শান্ত, মনোহর আবহাওয়া বিরাজ করছে।শিমলা, মানালি, কুলু, কিন্নর- সর্বত্রই পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে এই মনোরম আবহাওয়ায়। সূর্যের আলো আর ঠান্ডা বাতাসের মিশেলে যেন পাহা।ি দৃশ্য আরও মায়াময় হয়ে উঠেছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে রাতের তাপমাত্রা ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। দিন গ।ালেই ঠান্ডা আরও অনুভব করা যাচ্ছে, বিশেষ করে ভোর ও রাতের দিকে।তুষারপাতের পরও শুকনো থাকবে আবহাওয়াইতিমধ্যেই হিমাচলের উঁচু অঞ্চলগুলিতে মৌসুমি তুষারপাত হয়েছে। ফলে সকালবেলা পাহাড়ের ঢালে রোদ প।তেই দেখা যাচ্ছে ঝলমলে সাদা বরফের স্তর। তবে আবহাওয়া দফতরের মতে, আগামী চার-পাঁচ দিন নতুন করে তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই। রাজ্যজুড়ে থাকবে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া।হিমাচল প্রদেশ আবহাওয়া দফতরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত হিমাচলের আকাশ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কোনও বৃষ্টিপাত বা তুষারপাতের সম্ভাবনা আপাতত নেই। তবে রাতের তাপমাত্রা ক্রমে কমবে।পারদ নামবে ১ থেকে ২ ডিগ্রিদফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় স্বাভাবিক থাকবে। তবে রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। অর্থা, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই পাহাড়ে শীতের পূর্ণ আগমন ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে।ন্ডবিশেষ করে লাহুল-স্পিতি, কিন্নর ও কেলংয়ের মতো উঁচু অঞ্চলে ইতিমধ্যেই রাতের পারদ ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে এসেছে। অনেক জায়গায় সকালে শিশির জমে থাকছে ঘাসে, ছাদের উপর। স্থানীয়রা বলছেন, এই সময়টা হিমাচলের সবচেয়ে সু ঃদর সময়। ঠান্ডা থাকছে, কিন্তু সেটা কষ্টকর নয়। পাহাড়ের রূপ এখন সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।পর্যটকদের উচ্ছ্বাসএই মনোরম ঠান্ডা আবহাওয়া উপভোগ করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন শিমলা ও মানালিতে। হোটেলগুলিতে বুকিং বে।েছে, বাজারে জমে উঠেছে পর্যটন ব্যবসা। স্থানীয় গাইডরা জানাচ্ছেন, দীপাবলি পরবর্তী সময় থেকে ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত এই আবহাওয়া সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন মরশুম হিসেবে পরিচিত।ন্ডশিমলার রিজ, মানালির হিড়িম্বা মন্দির, সোলাং ভ্যালির তুষারঢাকা প্রান্তর- সর্বত্রই ভ্রমণপ্রেমীদের পদচারণা। হোটেল মালিকরা বলছেন, এখন ঠান্ডা আছে, কিন্তু খুব বেশি নয়। তাই পরিবার নিয়ে আসা পর্যটকদের জন্য এটি আদর্শ সময়।কৃষিক্ষেত্রেও প্রভাবন্ডঅন্যদিকে, এই ধীরে ধীরে নামা তাপমাত্রা হিমাচলের কৃষি ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলছে। আপেল বাগান ও সবজি চাষের জন্য এ সময়টাকে উপযুক্ত ধরা হয়। কৃষকরা জানাচ্ছেন, ঠান্ডা বা।ায় ফসলের বৃদ্ধি কিছুটা ধীর হলেও মান ভালো হচ্ছে।তবে দফতরের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে, নভেম্বরের শুরুতে পারদ আরও নিচে নামলে চাষের ক্ষেতগুলিতে ফ্রস্ট জমার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। তাই কৃষকদের আগেভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।স্থানীয়দের জীবনযাত্রাশিমলার স্থানীয়দের মতে, এই সময়টা তাদের কাছে বছরের সবচেয়ে সুন্দর সময়। দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় শহর উজ্জ্বল থাকে, আর সন্ধ্যা নামতেই শুরু হয় ঠান্ডা বাতাসের হালকা সোঁদা গন্ধ। চা-দোকান, পাহা।ি রাস্তায় মোমো ও স্যুপের গন্ধ মিশে যায় ঠান্ডা হাওয়ায়।স্থানীয় এক চা বিক্রেতা হাসতে হাসতে বলেন, এখনকার ঠান্ডা আমাদের কাছে স্বস্তিদায়ক। ডিসেম্বর এলেই ঠিকমতো ঠান্ডা শুরু হবে। তখন হাত-পা জমে যাবে। এখনকার ঠান্ডায় জীবন যেন আরও সুন্দর।পর্যটন দফতরের আশাবাদহিমাচল পর্যটন দফতর জানাচ্ছে, অক্টোবরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই মৌসুমে রাজ্যে পর্যটকদের আগমন প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়। চলতি বছরও সেই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে দিল্লি, চণ্ডীগড় ও উত্তর প্রদেশ থেকে প্রচুর মানুষ সপ্তাহান্তে আসছেন শিমলা ও মানালিতে।রাজ্য পর্যটন বিভাগ জানিয়েছে, এই মৌসুমে পর্যটন রাজস্ব বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। ঠান্ডা এখনো মৃদু, তাই ভ্রমণ নিরাপদ এবং আরামদায়ক।উপসংহারন্ডসব মিলিয়ে, হিমাচল প্রদেশে এখন প্রকৃতির মনোরম রূপ দেখা যাচ্ছে। পাহা।, নদী, বরফ আর হালকা শীতের আবেশে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে পর্যটকরা। আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী কয়েকদিনে শীত আরও নামবে, তবে এখনই তীব্র ঠান্ডার আশঙ্কা নেই।অর্থাৎ, অক্টোবরের এই শেষ সপ্তাহে হিমাচল যেন হয়ে উঠেছে শীতের প্রথম দূত। পাহাড়ি বাতাসে এখনই অনুভূত হচ্ছে সেই পরশ- যা বলছে, শীত আসছে।

তৃণমূল জিহাদি মানসিকতার মানুষদের সরকার, তোপ সুকান্ত মজুমদারের

মালদা, ২৫ অক্টোবর ঃদক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে কালীমূর্তি ভাঙচুর ও প্রিজন ভ্যানে তোলার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, তৃণমূল হল জিহাদি মানসিকতার মানুষদের সরকার।শনিবার মালদায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, গত কয়েক বছরে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র দেবীর প্রতিমার উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এখানে একের পর এক এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই ঘটনাগুলি বেড়েছে। এর সমাধান হওয়া দরকার, এবং তৃণমূল সরকার চলে গেলেই সমাধান সম্ভব। তৃণমূল হল জিহাদি মানসিকতার মানুষদের সরকার।

দাসপুরে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ গ্রেফতার তিন

দাসপুর, ২৫ অক্টোবর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর পুলিশ শুক্রবার গভীর রাতে চাইপাট এলাকায. অভিযান চালিযে. নেশার জন্য ব্যবহৃত নিষিদ্ধ কাশি সিরাপের একটি বড় চালান উদ্ধার করেছে। এই অভিযানে পুলিশ তিন চোরাচালানকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে।পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অবৈধ মাদক পাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দাসপুর থানার ইনচার্জ অঞ্জনি কুমার তিওয়ারি, সেকেন্ড অফিসার তরুণ কুমার হাজরা, এসডিপিও দুর্লভ সরকার এবং বিডিও প্রবীর কুমার শিটের নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল শুক্রবার রাতে চাইপাট এলাকায় অভিযান চালায়।অভিযানের সময় পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা জয়মাল্য পাল, সৌগত মাইতি এবং প্রসেনজি জানা।পুলিশ তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাশির

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জন্য খুবই ইতিবাচক এবং চমকার দিন হতে চলেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি মধুর এবং আনন্দময. হবে। চারপাশের মানুষেরা আকৃষ্ট হবেন, যা তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং নতুন সম্পর্ক তৈরি করার জন্য এটি আদর্শ সময়। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং মুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে যান।
বৃষঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন।
মিথুনঃ মিথুন রাশির নিজেকে দৃঢ় ভাবে পরিচালনা করার সময়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু অস্থিরতা থাকতে পারে, যার জন্য চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে হবে।
কর্কট রাশি ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন।
সিংহঃ রাশির স্ত্রীস্বামীকে কিছু অসুবিধা হতে পারে। মনে হতে পারে যে জীবনে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। নেতিবাচক শক্তির পরিবেশ কিছুটা বিরক্ত করতে পারে।
কন্যা ঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য- সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে- আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে- আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে।
তুলাঃতুলা রাশির জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা বা বাধা থাকতে পারে, যা মনে উদ্বেগ এবং অসন্তোষের কারণ হতে পারে।
বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জন্য খুবই ভাল দিন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, যার কারণে চারপাশের পরিবেশও মনোরম থাকবে। সঙ্কট সত্ত্বেও সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন।
ধনুঃ ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ
মকরঃ মকর রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। এই সময়টি মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন।
কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। চারপাশে ইতিবাচক শক্তি বজায় থাকবে, যা চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। সামাজিক ভাবে ।
মীনঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি, আপনি আপনার ঋণ গুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনার সন্তান সঙ্গে কিছু সময় ব্যয. করুন এবং এবং তাদের ভাল মূল্যবোধের শিক্ষা দিন ও তাদের দায়িত্বগুলো জানতে দিন। অন্য কারোর হস্তক্ষেপে আপনার ভালোবাসার লোকটির সাথে সম্পর্ক আন্তরিকতাহীন হয়ে উঠতে পারে।

আবহাওয়া

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও, আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। তাপমাত্রাতেও বিশেষ হেরফের হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে আগামী ৭ দিন। শনি ও রবিবার উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আগামী ৭ দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী এক সপ্তাহ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। কলকাতায. ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিযাস এবং পশ্চিমের জেলায় দুই-তিন ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৭মিনিটে।

তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতির ছবি ছেঁড়া নিয়ে তরজা

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হাসনাবাদঃ তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ছবি ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে আবারো তৃণমূলের অন্দেরই তরজা। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে দলেরই অন্দরে। পাশাপাশি এক পক্ষের অভিযোগের তীর বিরোধী রাজনৈতিক দলের দিকেও। তবে বিজেপির দাবি তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের প্রভাবেই এই ঘটনা। হাসনাবাদের বরুনহাটের ঘটনা। সম্প্রতি হাসনাবাদের বরুনহাটে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। সেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাস্তার উপরে বড়ো গেট তৈরি করা হয়। অনুষ্ঠানের ঘোষণার সময় বা এই গেট তৈরির সময় হাসনাবাদ ১ ব্লকের সভাপতি ছিলেন আমিরুল ইসলাম। সেই সুবাদে বিজয়া সম্মেলনের গেটে আমিরুল ইসলামের ছবি সহ তৃণমূলের দলীয় নেতৃত্বের ছবিও সেখানে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ব্লক সভাপতি ঘোষণা হওয়ার পর আমিরুল ইসলামের পরিবর্তে ব্লক সভাপতি হন আনন্দ সরকার। বিজয়া সম্মিলনীর দিন অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক মুহুর্তে সাংগাঠনিক রদবদলের জেরে ব্লক সভাপতি বদল হওয়ায় বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষনা করেন সদ্য প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আমিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান না হলেও সেই গেট থেকে যায়। কিন্তু শুক্রবার রাতে সেই গেটের একাংশের ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূলের আভ্যন্তরীণ এবং রাজনৈতিক তরজা। প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আমিরুল ইসলাম বলেন নতুন সভাপতি আনন্দ সরকারের অনুগামীরা ইচ্ছাকৃত ভাবে ছিঁড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে আনন্দ সরকার বলেন এই ঘটনা কখনোই দিদির দলের সৈনিক রা করতে পারেনা এটা বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফে করা হয়ে থাকতে পারে। আর বিজেপির কথায়, সারা রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ প্রকাশ্যে এসেছে যেমন ঠিক তেমনি হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ জুড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে বারবার। এটা তারই বহিঃপ্রকাশ।

শব্দবাজির দাপাদাপি নিয়ে গন্ডগোল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর ঃ এবার বাড়ির সামনে শব্দবাজির বিরাট দাপাদাপি। প্রতিবাদ করায় এক যুবক ও তাঁর স্ত্রীকে মারধরের ঘটনা ঘটলো সোনারপুরে। পাশাপাশি ওই মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয় বলেও অভিযোগ। শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। বাড়িতে ইলেকট্রিক স্কুটি চার্জ দিচ্ছিলেন অভিযোগকারী যুবক।অভিযোগ,বাড়ির সামনে বাজির দাপাদাপি শুরু হয়। সেই সময়ে স্কুটি ঘরে ঢোকাতে যান তিনি। সেখান থেকেই অশান্তির সূত্রপাত।সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও এখনও কাউকে গে এপ্তার করেনি পুলিশ। অভিযোগকারী যুবক জানান, বাইরে ইলেকক্ট্রিক স্কুটি চার্জ হচ্ছিল। এত বাজি ফাটছে দেখে, তিনি তা ভিতরে রাখতে যান। স্কুটির সামনে কিছু একটা নোংরা পড়ে আছে দেখে মুছতে গেলে কয়েকজন যুবক তাঁকে বলেন, ‘কেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস? পায়ে বাজি লাগলে জানি না।’ এর পরেই তাঁর দিকে একটি বাজি ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে কথাকাটি শুরু হয়। বেরিয়ে আসেন যুবকের স্ত্রী। এর পরেই তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ওই মহিলাকে রাস্তায় ফেলে মারা হয়েছে বলে ও অভিযোগ করেন তিনি। শনিবার সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই পরিবার। পালটা অভিযোগ ও জমা পড়েছে নির্যাতিতা ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। উভয় পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

ভোটের আগে বাংলার ডাকঘরে গঙ্গাজল বিক্রির পরিকল্পনা বাড়াতে উদ্যোগ কেন্দ্রের!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কেন্দ্র তিনগুণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলার ডাকঘরে গঙ্গাজল বিক্রির কর্মসূচি শুরু করেছে। যদিও নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা ঠিক করা হয়নি, বিধানসভা ভোটের আগে এই সংখ্যা যতটা সম্ভব বাড়ানোর চেষ্টা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভোটের মুখে হিন্দুত্ববাদের প্রসঙ্গে এই কর্মসূচি ব্যবহার করতে চাইছে বিজেপি সরকার। বিজেপি ও ডাক বিভাগ সূত্রে আপাতত বাংলার ৩৩৭টি ডাকঘরে এই গঙ্গাজল মেলে। সেটি অন্তত এক হাজার পোস্ট অফিসে যাতে ভোটের আগেই সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া যায় তেমনটাই মৌখিক নির্দেশিকা এসেছে। পাশাপাশি বিক্রির ‘টার্গেট’ও দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পোস্ট অফিসে। যদিও গঙ্গার কাছের ডাকঘরগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই বিক্রি কম। ২০১৬ সালের ১৩ জুলাই ডাক বিভাগ থেকে গঙ্গাজল বিক্রির প্রকল্প চালু করে সরকার। উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মের পবিত্র নদীর জল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। মূলত, যে সব স্থানে বা কাছাকাছিও গঙ্গা প্রবাহিত হয়নি, সেখানে এই জলের চাহিদা রয়েছে। গুজরাত বা রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের মতো বা দক্ষিণ ভারতের বহু এলাকায় এই জল বিক্রি ভালোই হয়। উত্তরপ্রদেশেও নজরকাড়া বিক্রি রয়েছে। ডাকঘরে যে জল বিক্রি হয় তার লেবেলেই ‘গঙ্গাজল’ লেখা রয়েছে। ২৫০ মিলিলিটার বোতলের দাম ৩০ টাকা। স্বচ্ছ এই গঙ্গাজল গঙ্গার উৎসস্থল গঙ্গোত্রী বা হৃষীকেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়। তথ্য বলছে, বাংলার মধ্যে পুরুলিয়া ডিভিশনে মোট ২৪টি ডাকঘরে এমন গঙ্গাজল পাওয়া যায়। কলকাতার জিপিও-র বিক্রি বাদ দিলে মধ্য কলকাতার ১১টি, উত্তর কলকাতার ১৪, পূর্ব ও দক্ষিণ কলকাতায় যথাক্রমে ১৭ ও ২০টি পোস্ট অফিসে এই জল মেলে। আসানসোলের যে ১১টি ডাকঘরে গঙ্গাজল মিলছে সেখানেই বিক্রির হার সবথেকে বেশি। মোট ৩৩৭টি কেন্দ্রে আপাতত মিলছে। দ্রুত সে সংখ্যা ১১০০ করার লক্ষ্য মাত্রা বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্রের যোগাযোগ মন্ত্রক। কলকাতার মধ্যে জিপিও, নিউ মার্কেট, বউবাজার, সিআর, মিডলটন, যোগাযোগ ভবনে বেশি বিক্রি। শ্যামবাজারেও মেলে এই গঙ্গাজল। উৎসবের মরশুমে ও চৈত্র মাসে এর চাহিদা বেশি হয়।

হাসনাবাদে বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে বচসা-মারধোর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাসনাবাদ ঃ বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে দুই কালীপুজো কমিটির মধ্যে গন্ডগোলের জেরে মারধর, ব্রিজ এবং রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ এক পুজো কমিটির, ঘটনাস্থলে পুলিশ, থানায় অভিযোগ দায়ের।হাসনাবাদ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। বিক্ষোভ কারীদের অভিযোগ, শুক্রবার রাতে হাসনাবাদের হাসনাবাদ বাজার সেবা কমিটির এর পুজা মণ্ডপের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দ্যেশ্যে যাওয়ার সময় বাজি ফাটাচ্ছিল পার্শ্ববর্তী প্রগতি সংঘ ক্লাবের সদস্যরা। মন্ডপের সুরক্ষার স্বার্থে হাসনাবাদ বাজার সেবা সমিতি র সদস্যরা এবং ডেকোরেটরের কর্মীরা তাদেরকে বাজি ফাটাতে বারণ করে। আর এই নিয়েই দু-পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়।অভিযোগ তারপর প্রগতি সংঘের সদস্যরা এসে বাজার কমিটির কয়েকজন সদস্যকে মারধর করে।বাজার কমিটির সদস্যরা রাতেই হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করে । কিন্তু শনিবার সকাল পর্যন্ত অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ায় বাজার কমিটির সদস্যরা শনিবার হাসনাবাদ বনবিবি সেতুর সামনে সেতুসংলগ্ন রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাস্থলে আসে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ, বরাদ্দ প্রায় ২৮০ কোটি টাকা, নতুন জল প্রকল্পে উপকৃত হবেন বহু মানুষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ, বরাদ্দ প্রায় ২৮০ কোটি টাকা। উত্তর হাওড়ার নতুন জল প্রকল্পে উপকৃত হবেন বহু মানুষ। প্রায় ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর হাওড়ার মানুষের জন্য নতুন জল প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ২০২১ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর উত্তর হাওড়ার জল সঙ্কট মেটাতে মুখ্যমন্ত্রী ওই টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেন। সেইমতম জোরকদমে চলছে প্রকল্পের কাজ। এই বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক গৌতম চৌধুরী জানান, হাওড়া স্টেশন লাগোয়া উত্তর হাওড়া বিধানসভা এলাকায় বহু মানুষের বসবাস। দিনে দিনে বহুতলের সংখ্যা বাড়ছে। জনসংখ্যাও বাড়ছে। এই এলাকায় প্রায় ৫৬ হাজার মানুষের জল সঙ্কটের কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রী ওই জল প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। এর জন্য ২৮০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এর ফলে বড় রাস্তা, এলাকার প্রতিটি বাড়ি, এলাকার প্রতিটি গলি সমস্ত জায়গায় পানীয় জলের বিনামূল্যে সংযোগ হবে। আগামী দিনে উত্তর হাওড়ার জল সঙ্কট দূর হবে। মূলতঃ হাওড়ার পদ্মপুকুর এবং নাজিরগঞ্জের জল প্রকল্পর চাপ কমাতে উত্তর হাওড়ায় নতুন ওই জল প্রকল্প তৈরি হচ্ছে।

পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে পাড়া সম্মান গুণী সম্মান প্রদান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রামপুরহাট পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে পাড়া সম্মান গুণী সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো রামপুরহাটের বড়শাল ও তরুণের আহ্বান ক্লাবে। এছাড়াও নলহাটিতে পজিটিভ বার্তা ও ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের উদ্যোগে সেরা প্রতিমা, সেরা আলোক সজ্জা ও সেরা থিমের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। সমস্ত ক্লাবের কমিটির তরফে সংস্থার কর্ণধার ড. মলয় পীটকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয় তাঁর এই মহতী অনুপ্রেরণা মূলক উদ্যোগের জন্য। পাড়া সম্মান গুণী সম্মান প্রদান করা হয় মোট ছয়টি ক্যাটাগরিতে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সচেতনতা, বৃক্ষ রোপণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণীজনদের সম্মাননা প্রদান করা হয় পজিটিভ বার্তার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি, শান্তি নিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল যেভাবে স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়, সেব্যাপারে জেনে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। পজিটিভ বার্তার সিইও মলয় পীট জানান, সমাজ সেবায় অন্যতম ভূমিকায় অংশগ্রহণকারীদের সারা রাজ্যজুড়ে সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান চলছে। পজিটিভ বার্তা, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম, মহিলা এন্টারপ্রেনিয়র, স্বাস্থ্য বন্ধুর সাথে সংযুক্ত প্রতিনিধিরা স্থানীয় ক্লাব সংগঠন গুলির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে যে নামগুলি পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে উঠে আসছে তাদের অনন্য সম্মান প্রদান করা হচ্ছে। সকলের কাছে আবেদন আমাদের এই মহতী প্রচেষ্টায় আপনারা এগিয়ে আসুন। পৃথিবীটা আরও সুন্দর হোক।

কালীপুজোর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র হামলা, চার যুবক গুরুতর জখম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কালীপুজোর বিসর্জনকে ঘিরে পানিহাটিতে তুমুল উত্তেজনা। স্থানীয় তৃণমূল নেতা বুবাই মল্লিক ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে এলাকার যুবকদের উপর আগ্নেয়াস্ত্রসহ হামলার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে বাঁশ, লাঠি ও আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে চার যুবক গুরুতরভাবে জখম হন। তারা বর্তমানে খড়দহের বলরাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত বুবাই মল্লিক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছে। তাকে খুঁজতে খড়দহ থানার পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে সুখচর রাজা রোডের একটি ক্লাবের কালীঠাকুর বিসর্জন দিয়ে ফিরছিলেন কয়েকজন যুবক। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা বুবাই মল্লিক ও তাঁর দলবদল সেই রাস্তায় বাইকের উপর বসেছিল। ওই যুবকদের সঙ্গে বুবাইয়ের দলবলের কোনও কারণে বচসা হয়। তা নিমেষেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতির আকার নেয়। অভিযোগ, বুবাইয়ের হাতে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তা দিয়েই এলোপাথাড়ি মারতে থাকে তার দলের লোকজন। কারও কপালে আঘাত লাগে, কারও মাথা ফাটে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাতেই আক্রান্তদের নিয়ে যাওয়া হয় খড়দহের বলরাম হাসপাতালে। সেখানে তাঁরা চিকিৎসাধীন। এনিয়ে আক্রান্ত যুবক অভীক সিং, কার্তিক সরকারদের অভিযোগ, ‘বিসর্জন দিয়ে ফেরার পথে বুবাই মল্লিকের দল আমাদের আটকায়। নানা কথা বলতে থাকে, তর্কাতর্কি শুরু হয়। বুবাইয়ের হাতে একটা মেশিন ছিল। সেটা দিয়ে মারধর করে আমাদের সবাইকে। ওর দলবলও আমাদের উপর হামলা চালায়। রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায়।’ অশান্তির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়দহ থানার পুলিশ। আহতদের চিকিৎসার তদারকি করার পাশাপাশি তাদের প্রাথমিক বয়ানও নেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে বুবাই মল্লিক, বান্টি, সাগর ও কার্তিক;এই চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে তারা সবাই পলাতক। তাদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম, মোয়াজ্জেন ও পুরোহিতদের নিয়ে সম্প্রীতি সভা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ দেখতে দেখতে শারদ উৎসব চলে গেল। দূর্গাপুজো, লদীপুজো, কালী পুজো, ভাইফোঁটা। আর সারা বছর মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। আর তারই সহায়তায় জয়নগর বিধানসভার গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শনিবার নতুনহাটে গড়দেওয়ানির তৃনমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে সম্প্রীতি সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সেলিম সেখ,জয়নগর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের ও গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ, প্রধান প্রতিনিধি তৃণমূল নেতা হারুন রশিদ মোল্লা, হাসান আলি লস্কর, ইমাম সংগঠনের জেলা সভাপতি আবু সুফিয়ান সাহেব, হাজি সাজাহান পাইক,পুরোহিত কাশীনাথ বর সহ গড়দেওয়ানি অঞ্চলের সকল ইমাম, মোয়াজ্জেন, পুরোহিত এবং পঞ্চায়েত সদস্যগন। এদিন এই সম্প্রীতি সভা থেকে ১৫০ জন ইমাম, মোয়াজ্জেন ও পুরোহিতদের হাতে উৎসবের উপহার তুলে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে এদিন শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ বলেন, ধর্ম যে যার, উৎসব সবার। আমরা বাঙালি আমাদের কাছে সব ধর্মের মানুষ সমান। আমরা সর্ব ধর্মের মানুষের সাথে নিয়ে চলতে জানি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব ধর্মের মানুষের পাশে আছেন। আমাদের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ও সব ধর্মের মানুষকে সাথে নিয়ে এলাকায় উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। আর বিধায়কের সহায়তায় আমরা এদিন সর্ব ধর্মের মানুষকে উৎসবের উপহার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম সম্প্রীতি সভার মধ্যে দিয়ে।

আগুনে পুড়ে ছাই চানাচুর কারখানা

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া ঃ শনিবার দুপুরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি বড় সড়ো চানাচুর তৈরির কারখানা। আর এই আগুন লাগার ফলে বেশ কিছু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়লো চানাচুর কারখানার। জানা গিয়েছে শনিবার বেলা বারোটা নাগাদ হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার খাদিনানে অবস্থিত একটি চানাচুর কারখানায় হঠাৎই আগুন লেগে যায়। আগুনের খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে পাশে পুকুর থেকে বালতি করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয় , এবং খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের দুটো ইঞ্জিন এক ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি। দমকলের পক্ষথেকে ও সঠিকভাবে বলতে পারা যায় নি ঠিক কি কারণে আগুন লাগতে পারে। তবে অত্যন্ত ঘিঞ্জি ওই এলাকায় সঠিক অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রেখে কারখানা চালানো হচ্ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

কালীপুজোর বিসর্জনে রক্তাক্ত কোন্নগর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কালীপুজোর বিসর্জনে কোন্নগরে রক্তারক্তি কাণ্ড। অভিযোগ, প্রতিমা জলে ভাসানোর পর ফেরার পথে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। এতে পুজো কমিটির সদস্য ও বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি আকাশ রায় এবং তাঁর পরিবার আহত হন। আরও অভিযোগ, আকাশের ভাইয়ের মাথায়ও মারধরে গুরুতর চোট লেগেছে। পাড়ার মহিলারা বাঁচাতে গেলে তাঁদের গায়েও হাত তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে পুজো কমিটির সদস্যরা। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক। না হলে তাঁরা পথে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তৃণমূলের দাবি, ঘটনায় অহেতুক রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে দোষীদের গ্রেপ্তার করুক। শুক্রবার রাতে কোন্নগর সাধুর ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন দিতে যায় স্থানীয় একটি পুজো কমিটির সদস্যরা। অভিযোগ, প্রতিমা ভাসিয়ে উঠে আসার পর তাঁদের উপর হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। অভিযোগ, আকাশ রায় বিজেপি করে এই কথা বলে তাঁদের মারধর করা হয়। ইট, হাতের বালা দিয়ে মারের অভিযোগ উঠেছে। জখম হন আকাশের এক ভাই উজ্জ্বল রায়। তিনি বলেন, ‘সাধুর ঘাট থেকে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে আসার সময় আমাদের উপর হামলা চালায় একদল যুবক। আমার দাদা বিজেপি করে বলে মারধর করা হয়। কিন্তু এটা পাড়ার পুজো। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। আমার মাথা, চোখে আঘাত লেগেছে। পুলিশ কোনও সাহায্য করেনি। ঘাট এলাকা সিসিটিভিতে মোড়া। তা খতিয়ে দেখে দোষীদের গ্রেপ্তার করা হোক।’ এক বিজেপি নেতা বলেন, ‘হামলার কথা শুনেছি। যারা হামলা চালায় তারা কারা জানি না। পুলিশ থাকার পরও এই ঘটনা ঘটল কেন? দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। না হলে আন্দোলনে নামব।’ স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলেন, ‘ঘটনায় অহেতুক রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। ওটা পাড়ার পুজো। পাড়ার কোনও বিষয় নিয়ে আমার অনুমান। আমি প্রশাসনকে বলব বিষয়টি খতিয়ে দেখে দোষীদের গ্রেপ্তার করুক।’

জনসমক্ষে মাস্ক খুলতে অস্বীকৃতি জানালে কৌতূহল জাগছে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জনপ্রিয় অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দান্নাকে সম্প্রতি একটি পাবলিক অনুষ্ঠানে দেখা গেছে যেখানে পাপারাজ্জি এবং ভক্তদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তার মুখোশ খুলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই সপ্তাহের শুরুতে মুম্বাই বিমানবন্দরে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়, যার ফলে তার অস্বাভাবিক সিদ্ধান্তের কারণ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল এবং জল্পনা শুরু হয়। রশ্মিকা, যিনি তার মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব এবং সহজ-সরল স্বভাবের জন্য পরিচিত, তাকে প্রায়শই ভক্তদের অভ্যর্থনা জানাতে এবং তার ট্রেডমার্ক হাসি দিয়ে ছবি তুলতে দেখা যায়। তবে, এবার তার আচরণ লক্ষণীয়ভাবে সংযত দেখাচ্ছিল। অভিনেত্রী আলোকচিত্রীদের উপস্থিতি স্বীকার করে তাদের দিকে ভদ্রভাবে হাত নাড়লেও, তিনি তার মুখ সম্পূর্ণরূপে একটি কালো মুখোশ দিয়ে ঢেকে রেখে ছিলেন, এমনকি কয়েক সেকেন্ডের জন্যও তা সরাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এই অস্বাভাবিক পদক্ষেপের সাথে সাথেই অনলাইনে আলোচনার ঝড় ওঠে, ভক্তরা ভাবতে থাকেন যে অভিনেত্রী কি অসুস্থ, কোনও প্রসাধনী প্রক্রিয়া থেকে সেরে উঠছেন, নাকি কেবল জনসাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রশ্মিকা সাদা টপ এবং ডেনিম জিন্স পরেছেন, মুখোশ এবং বড় সানগ্লাস দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছেন। কয়েকজন আলোকচিত্রী যখন তাকে ছবির জন্য মুখোশটি কিছুক্ষণের জন্য খুলে ফেলতে অনুরোধ করেন, তখন অভিনেত্রী হেসে মাথা নাড়েন, ইঙ্গিত দেন যে তিনি এটি পরেই থাকবেন। যদিও তার ভদ্র আচরণ, জল্পনা-কল্পনার আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রশ্মিকা মান্দানা এবং রশ্মিকা মাস্ক -এর মতো হ্যাশট্যাগগুলি X (পূর্বে টুইটার) এবং ইনস্টাগ্রামে ট্রেন্ডিং শুরু করে। কিছু ভক্ত অনুমান করেছিলেন যে বেশ কয়েকটি শহরে সাম্প্রতিক ভাইরাল সংক্রমণের পুনরুত্থানের কারণে অভিনেত্রী হয়তো কঠোর স্বাস্থ্য সতর্কতা অনুসরণ করছেন। অন্যরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি সম্ভবত ত্বকের যত্ন বা দাঁতের চিকিৎসা করিয়েছেন এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার মুখ প্রকাশ না করা পছন্দ করেছেন। এমনকি কয়েকজন রসিকতাও করেছিলেন যে তিনি হয়তো একটি আশ্চর্যজনক চলচ্চিত্রের ভূমিকার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন যার জন্য তাকে তার চেহারা সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের নানা তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়লেও, রশ্মিকা নিজে এখনও এই ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি। ক্রমবর্ধমান গুঞ্জনের মধ্যেও তার দল বা তার প্রচারক কেউই কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি, নীরবতা বজায় রেখে। তবে, ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে অভিনেত্রী হয়তো সামান্য স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, যদিও এখনও কোনও নিশ্চিতকরণ দেওয়া হয়নি। এই পর্বটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন রশ্মিকা তার ক্যারিয়ারের সাফল্যের তুঙ্গে। পুষ্প দ্য রাইজ এবং গীতা গোবিন্দমের মতো ব্লকবাস্টার সিনেমার মাধ্যমে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জনকারী এই অভিনেত্রী বর্তমানে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা। তার ব্যস্ত সময়সূচীতে বিভিন্ন ভাষার একাধিক প্রকল্প রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লু অর্জুনের সাথে বহুল প্রতীক্ষিত সিক্যুয়েল পুষ্প দ্য রুল। তার উত্থানশীল তারকাত্ব তাকে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছেও প্রিয় করে তুলেছে, বেশ কয়েকটি শীর্ষ ব্র্যান্ড তাকে তাদের মুখ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করেছে। তার অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণে, রশ্মিকার প্রতিটি প্রকাশ্য উপস্থিতি মিডিয়ার উল্লেখযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু সাম্প্রতিক মুখে াশধারী এই উপস্থিতি তার রহস্যের জন্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক ভক্ত তার গোপনীয়তার অধিকারের প্রশংসা করেছেন, সেলিব্রিটিদের ব্যক্তিগত স্থানে ক্যামেরা এবং নেটিজেনদের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সর্বদা কারও মুখের প্রতি ঋণী নন, একজন ব্যবহারকারী X-তে লিখেছেন, অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, ‘তার অবশ্যই তার কারণ থাকতে হবে। দ্রুত সিদ্ধান্তে না গিয়ে তার পছন্দকে সম্মান করা যাক।’ অন্যদিকে, অনলাইন দর্শকদের কিছু অংশ অভিনেত্রীর আচরণকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেছে, তারা উল্লেখ করেছে যে সেলিব্রিটিরা প্রায়শই জনসাধারণের উপস্থিতি এবং ব্যস্ততার উপর নির্ভর করে। ‘রশ্মিকার হঠাৎ করে এভাবে স্পটলাইট এড়ানোটা অদ্ভুত। কিছু একটা নিশ্চয়ই সমস্যা আছে,’ একজন মন্তব্য করেছেন। মজার ব্যাপার হলো, এই প্রথমবার নয় যে কোনও বলিউড সেলিব্রিটি ছবি তোলা বা জনসমক্ষে মুখ লুকানোর জন্য শিরোনাম হয়েছেন। অতীতে, দীপিকা পাডুকোন এবং আলিয়া ভাট সহ বেশ কয়েকজন তারকাকে মুখোশ পরে ছবি এড়িয়ে চলতে দেখা গেছে, বিশেষ করে যখন তারা ক্লান্তি বা স্বাস্থ্যগত সমস্যা থেকে সেরে ওঠেন। তবে, রশ্মিকার বিশাল ভক্ত এবং তার প্রফুল্ল ব্যক্তিত্বকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের কারণে এই ঘটনাটি ব্যাপকভাবে আলোড়ন তুলেছে। অনলাইনে আলোচনা চলতে থাকায়, ভক্তরা অধীর আগ্রহে অভিনেত্রীর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করছেন। স্বাস্থ্য, গোপনীয়তা বা পেশাদার গোপনীয়তার বিষয় যাই হোক না কেন, রশ্মিকা মান্দান্না আবারও জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন - এবার তার চলচ্চিত্র বা অভিনয়ের মাধ্যমে নয়, মুখোশের আড়ালে একটি নীরব অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও হাসপাতাল সুপারদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঘরে বসে নয়, হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। চিকিৎসক, নার্স, চিকিৎসা কর্মী সহ সকলের অভিযোগ, অনুযোগ শুনতে হবে। সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর নিয়মিত কড়া নজরদারী রাখতে হবে। এবিষয়ে কোনও রকম অবহেসা বরদাস্ত করা হবে না বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রাজ্যের সব মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) এবং হাসপাতাল সুপারদের এই নির্দেশ দিলেন তিনি। আজ নবান্নে, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের ডাকা হাসাপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকে মোবাইলে এই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে হাসপাতালগুলিতে যে নিরাপত্তা পরিকাঠামো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, তা ঠিকমতো কাজ করছে কি না রোজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ছাড়াও নিরাপত্তা আধিকারিক তিন পর্যায়ে সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখ বেন। চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতাল কর্মীদের নির্দিষ্ট পোশাক রয়েছে। এই পোশাকের যাতে কোনওভাবে অপব্যবহার না হয় তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই বিষয়ে যেন কোনও গাফিলতি না থাকে, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। যাঁরা অস্থায়ী কর্মী, যাঁদের সংস্থার মারফত বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের পুলিশ ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক। পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য নির্দিষ্ট পোর্টাল আছে। সেখানে নিযুক্ত কর্মীদের এই ভেরিফিকেশনের জন্য আবেদন করতে হবে। স্থানীয় পুলিশ ওই কর্মীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দেবে। চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে যাতে কোনওরকম গাফিলতি না হয়, কোনও গণ্ডগোল না থাকে তার জন্য পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তর, দু’পক্ষকেই দায়িত্ব নিতে হবে। নিরাপত্তাকর্মীদের প্রত্যেকের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। চিকিৎসকদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ ঠেকাতে তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কীভাবে হাসপাতালের অন্যান্য সুরক্ষা অটুট রাখবে, তার জন্য আলাদা করে তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ দু’পক্ষ মিলে এই ব্যবস্থা করবে। ওয়ার্ডে ভিজিটিং আওয়ার্সে এবং অন্যান্য সময়ে, রোগীদের নির্দিষ্ট সংখ্যক আত্মীয়ের প্রবেশাধিকার থাকবে। এই নিয়মের অন্যথা কোনও ভাবেই করা যাবে না। প্রত্যেক দিন কতজন নিরাপত্তারক্ষী, কোথায়, কখন বহাল থাকছেন, সেই সব তথ্য দিয়ে হাজিরা খাতা হাসপাতালের উপাধ্যক্ষের কাছে সরাসরি জমা করতে হবে। কোন ওয়ার্ডে কার ডিউটি দেওয়া হচ্ছে, সেই তালিকা ডিউটি সুপারভাইজারের কাছে রাখতে হবে। হাসপাতালে নিযুক্ত সব কর্মীদের পরিচয়পত্র প্রত্যেক দিন যাচাই করতে হবে। সিসি ক্যামেরাগুলো যাতে ঠিকমতো কাজ করে, সেদিকে প্রতি নিয়ত নজর রাখ তে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। পাশাপাশি সব সিসি ক্যামেরার ফুটেজে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। কোথাও কোনও গোলমাল মনে হলে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরা বসানোর অনুমতিও দেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে। অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কিছু দিন পর পর আগুন নেভানোর মহড়া দিতে হবে। অগ্নি নির্বাপনের সরঞ্জাম ঠিক মত কাজ করছে কি না তা নিয়মিত দেখতে হবে। এই বৈঠকে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে কাজ করতে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে।

একাধিক সমস্যায় চিংড়ি চাষে সমস্যায় চাষি থেকে ব্যবসায়ীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি ঃ বাঙালি মানে মাছে ভাতে অভ্যস্ত। আর এবার চিংড়ি ব্যবসায়ে ব্যাপক ক্ষতির মুখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাষিরা। আর যার জেরে ব্যবসা বন্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় কম শ্রমিক নিয়ে কোনো রকমে কাজ চলছে।একদিকে শুল্ক বাণে আমেরিকায় চিংড়ি রফতানি বন্ধ, অন্যদিকে স্থানীয় মেছো ভেড়িতে লাগাতার চিংড়ির মড়কে একেবারে দিশেহারা চিংড়ি চাষিরা। যারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চিংড়ির চাষ করেছিলেন তাঁদের মাথায় হাত পড়েছে। কুলতলির এক চিংড়ি ব্যবসায়ী বলেন, চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে বাইরে পাঠানো হয়, কিন্তু বিদেশের বাজারে চিংড়ির বাজার না থাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি এরকম চলতে থাকলে অন্য পেশায় চলে যাচছে এখানকার চাষিরা। একদিকে চিংড়ি কারখানায় শ্রমিকের কাজ চলে যাওয়ায় অনেকেই আবার পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে ফিরেছেন বলে মনে করেন রায়দীঘি এলাকার এক শ্রমিক নেতা। অপরদিকে ফিশারিতে বাগদা ওভেনামি চিংড়ি মরে ভেড়ির জলে ভেসে উঠছে। ভেড়ির কর্মীদের দাবি, যত মাছ জলের উপরে ভাসছে তার থেকে বেশি মাছ জলের নীচে মরে পচে ডুবে আছে। আমেরিকা চিংড়ির উপরে পঞ্চাশ শতাংশ শুল্ক চাপানোয় চিংড়ি রফতানি প্রায় বন্ধ। অল্প দামে দেশের লোকের কাছে চিংড়ি বিক্রি করা হবে সে উপায়ও নেই। এখন যা পরিস্থিতি তাতে চাহিদা অনুযায়ী জোগান দেওয়াও সমস্যা। ফলে চিংড়ি চাষি ও চিংড়ি ব্যবসায়ী দু’পক্ষেরই লোকসানের বহর বাড়ছে। সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে এই ব্যবসা পুরো মাঠে মারা যাবে।কর্মহীন হয়ে পড়বে বহু মানুষ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩২১, সংখ্যা, রবিবার ৮ কার্তিক ১৪৩২

অভিনেত্রী সন্ধ্যারাণী

সন্ধ্যারানীর আদি নাম যে আঙুর। অনেকের কাছে সেই তথ্য হয়ত অজানা! নরেশ মিত্র অর্থাৎ বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিত্র পরিচালকের কাছে একদিন সাংবাদিক রবি বসু প্রশ্ন করেছিলেন, 'নরেশদা আপনি কোন,কোন শিল্পীকে প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন যাঁরা পরে খুব নাম করেছেন'? অনেকগুলি নাম বলার পরে নরেশ মিত্র বললেন, আঙুরও প্রথম আমার ছবিতে নাম করে, আজ তো খুব পপুলার হিরোইন। নরেশ মিত্র বললেন ও নাইনটিন থার্টি এইটে 'বেকার নাশন' বলে একটা ছবিতে কাজ করেছিল। তখনই তাকে খুব ভাল লেগেছিলো নরেশ মিত্রের। শ্যামলা শ্যামলা গায়ের রঙ,চোখ দুটো খুব সুন্দর। রোল ছোট ছিল,কিন্তু সাবলীল অভিনয় করেন। ১৯৩৯সালে নরেশ মিত্র নিজে পরিচালনা করলেন 'বাংলার মেয়ে'। আঙুর পেলেন বীথির চরিত্র,বলতে গেলে সেটাই তাঁর প্রথম চরিত্র পাওয়া। আর সেই ছবির সুত্রে নরেশ মিত্ররা আঙুরের নাম বদলে দিলেন সন্ধ্যারানী। কারন তাঁর চেহারা আর চরিত্রের মধ্যে সন্ধ্যাবেলার নম্র ভাব আছে, মনে করতেন নরেশ মিত্র। 'বাংলার মেয়ে' ছবিতে অভিনয়ের আগে জীবনে অনেক স্টাগল করেছেন। প্রায় শিশু বয়স থেকে অর্থোপার্জনের জন্য তাঁকে মঞ্চে মঞ্চে নাচ করতে হয়েছে। শ্রীমতি সন্ধ্যারানী দেবী ঠিক তেমন মানুষ যারা আদর্শের পাঠ নিয়েছেন জীবন থেকে,ঐতিহ্য থেকে,অতীত দিনের শিল্পীদের নিষ্ঠা থেকে। সন্ধ্যারানীর মত মানুষ অভিনয়কে ভালোবেসে যেকোনও ত্যাগে প্রস্তুত থাকতেন। অভিনয়ের মাধ্যমে অর্থোপার্জন তিনি করেছেন কিন্তু যখনই কোনও দুঃস্থ প্রযোজক তাঁর দ্বারস্থ হয়েছেন,তখন তিনি তাঁর দিকে অর্থ সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিতেন। পরিচালকদেরও তিনি দারুন সম্মান করতেন, তাঁদের সব নির্দেশ তাঁর কাছে গুরুর আদেশ। কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের ছবি 'বনহংসী'তে সন্ধ্যারানী অভিনয় করছেন,কিন্তু পরিচালকের আবার সন্ধ্যারানীর অভিনয় পছন্দ হচ্ছে না, সন্ধ্যারানী তখন অভিনেত্রী হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছেন। 'পরিণীতা','অরক্ষণীয়া' ছবিতে দারুন অভিনয় করেছেন। চিত্র বসুর 'বিন্দুর ছেলে'ও 'পূরবী'তে অভিনয় প্রশংসা পেয়েছে সবার কাছে। পরপর চারবার সন্ধ্যারানী দৃশ্যটিতে অভিনয় করেও কার্তিকবাবুকে খুশি করতে পারলেন না। তখন সন্ধ্যারানী বললেন বিনীত কন্ঠে, আমার ঠিক আসছে না,আপনি দয়া করে দেখিয়ে দেবেন? কার্তিকবাবু যেভাবে দেখালেন সন্ধ্যারানী ঠিক সেভাবে অভিনয় করলেন,এক টেকেই ও-কে। বিয়ে আগে পদবি ছিল ঘোষ,পরে চ্যাটার্জি হয়েছেন। জন্মগ্রহন করেছিলেন ১৯২৫সালে কলকাতার চুনাপুকুর লেনে। আর্থিক কারণে ছোটবেলায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাচের দলে নাম লেখাতে হয়েছিল। লেখাপড়ায় বেশিদূর এগোতে পারেন নি। রঙমহলে মঞ্চে তাঁর সাবলীল নৃত্য দেখে ভালো লেগেছিল সত্যেনের। সত্যবাবু তাঁকে তাঁর পরিচালিত ছবি 'সার্বজনীন বিবাহ উৎসব'(১৯৩৭)এ নাচের দৃশ্যে সন্ধ্যারানীকে সুযোগ দিলেন। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'বেকার নাশন'ছবিতে তাঁর একবার নাচের সুযোগ পেলেন। অভিনয়ের প্রথম সুযোগ পেলেন 'বাংলার মেয়ে' ছবির বীথির চরিত্রে। ছবিটি ১৯৪১সালে রূপবাণী সিনেমায় মুক্তি পায়। অনেকে পরিচালক মনে করতেন মমতাময়ী চরিত্র ছাড়া তাঁকে মানায় না।

মহানায়িকার কথা

মহানায়িকা কথা। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু মন থেকে সাড়া না পেলে কোন কাজ করতেন না মহানায়িকা। একবার সুচিত্রা সেনকে মেয়েদের একটি বাংলা ম্যাগাজিনে সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য যতদূর সম্ভব রাজি করানোর চেষ্টা চালানো হয়।ম্যাগাজিনটির নাম ছিল 'সুকন্যা'। এই কাগজের তরফে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস , যিনি চিরঞ্জীব নামেই সমধিক পরিচিত । অবশ্য শ্রীমতি সেনের বাড়িতে চিরঞ্জীবকে সঙ্গে করে নিয়ে যান এক বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সুচিত্রা সেনের বন্ধুস্থানীয় অমিতাভ চৌধুরী। অমিতাভবাবুর তখন নিয়মিত যাতায়াত ছিল সুচিত্রা সেনের বাড়িতে। সেই দিনের কথা উল্লেখ করে চিরঞ্জীববাবু বলেছিলেন, মেয়েদের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে হবে শুনে প্রথমে খুব অবাক হয়ে যান মহানায়িকা । বলেন, 'আমি তো এইসব ব্যাপারে কখনও কিছু করিনি। আর সাংবাদিকতার আমি কিছুই বুঝি না। বুঝতে পারছি আপনারা হয়তো আমার নামটা ব্যবহার করতে চান। দেখুন, আমার কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ অভিনয় জগত থেকে আমি সরে এসেছি। আপনারা নতুন একটা ব্যাপারে আমাকে চাইছেন, আমাকে এই বিষয়ের জন্য ভেবেছেন তার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই । তবে এ ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না । বরং সম্পাদনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কোনো মহিলাকে নিন, যিনি সত্যি সত্যিই ভাল কাজ করতে পারবেন।' সেদিন সুচিত্রা সেনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল চিরঞ্জীববাবুদের। শ্রীমতি সেনকে বলা হয়েছিল, তাকে কিছুই করতে হবে না । শুধুমাত্র তাঁর নামটা থাকবে সম্পাদক হিসেবে। মহানায়িকা সেদিন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানাননি। এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভেবে দেখার জন্য সময় চেয়েছিলেন। পরদিন সকালে শ্রীমতি সেন অমিতাভ চৌধুরীকে ফোন করে বলেন, 'আমি রাজি নই । এ ব্যাপারে মন থেকে সায় পাচ্ছি না । তোমরা অন্য কাউকে বলো।' মহানায়িকাকে 'সুকন্যা' সম্পাদনার ব্যাপারে রাজি না করাতে পেরে অমিতাভবাবু ও চিরঞ্জীববাবু অত্যন্ত হতাশ হন ঠিকই, তবে মহানায়িকার সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় একসঙ্গে কাটানোর সেই মধুর স্মৃতি চিরঞ্জীববাবুর মনে অমলিন । চিরঞ্জীববাবু স্মৃতি রোমন্থন করেন এখনও।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

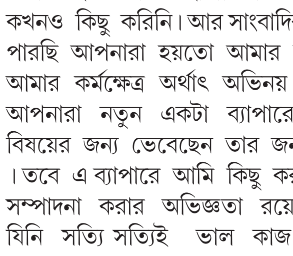

শ্রীশ্রীঅনুকুল ঠাকুর বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসো ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময় অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগরিত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনাতে দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন দেশভক্ত সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। সব ধর্মের কথা হচ্ছে সেবা

উপেন্দ্র কিশোর, সুকুমার রায় ও সত্যজিৎ রায় সকলেই ছিলেন শিশু প্রেমিক

রবীন্দ্রকুমার শীল

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা গড়পার রায়চৌধুরী পরিবারের সব সদস্যরাই পেয়েছেন। কেউই বাদ যাননি। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর যুগ থেকে শুরু হয়েছিল শিশুদের প্রতি ভালোবাসা। এখন পর্যন্ত তিন পুরুষ পার করে সন্দীপ রায়ের ধমনীর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে সেই একই ফল্গুধারা। থামবে না

কোনও দিনও। বইয়ে চলতে থাকবে যতদিন রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা থাকবেন। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী 'সন্দেশ' পত্রিকা বের করেছিলেন শিশুদের হাতে প্রকৃত একটি ছোটদের মাসিক পত্রিকা তুলে দেওয়ার জন্য। তাতে তিনি সার্থক হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এসেছেন কবি সুকুমার রায়। তিনি তো আনাবিল হাসি বিতরণ করে দিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে শিশু জগতে। 'আবোল তাবোল' থেকে শুরু করে 'হযবরল'-এর মতো লেখা প্রকাশ করেছেন। তারপরে এসেছেন চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি এসেই 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্র করলেন। ছবিতে শিশু অপুর চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুললেন। পিতা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছবি করেছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। তিনিও শিশুদের ছবি নির্মাণ করেছেন। ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ পথ সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। রায় পরিবারের মধ্যে দিয়ে এখন শিশুদের প্রতি অনুরাগ এবং প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। ছেলেরা হলেন সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল এবং মেয়েরা হলেন সুখলতা, পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। ছোটদের রামায়ণ দিয়ে রচনা দিয়ে শুরু করলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', 'টুনটুনির বই' এবং 'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ সালে জন্ম গ্রহণ করলেন সুকুমার রায়। তিনি শিশুদের জন্য একেবারে অন্য স্বাদের সাহিত্য রচনা করতে শুরু করে দিলেন। ননসেন্স সাহিত্য দিয়ে শিশুদের মনকে একেবারে জয় করে নিলেন। ছোটদের জন্য তিনি রচনা করে গেলেন- 'আবোল তাবোল', 'পাগলা দাশু', 'হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি', 'খাই-খাই', 'অবাক জলপান', 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'ঝালাপালা' ও অন্যান্য নাটক, 'হযবরল', 'শব্দ কল্প দ্রুম', 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী', 'বহুরূপী', 'ভাষার অত্যাচার' প্রভৃতি। একেবারে ভিন্ন স্টাইলে এবং ভিন্ন স্বাদের শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করলেন সুকুমার রায়। এর আগে ননসেন্স নিয়ে এতো সুন্দর করে শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করতে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। ২ মে ১৯২১ সালে জন্ম গ্রহণ করলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি শুধু কেবল শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি গোয়েন্দা ফেলুদা, বিজ্ঞানী প্রফেশর শঙ্কু সৃষ্টি করলেন না, পাশাপাশি তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন শুধু শিশুদের নির্মল আনন্দ দেওয়ার জন্য। চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে এসেই তিনি 'পথের পাঁচালি' ছবি নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি শিশু অপুকে অপূর্ব রূপে এঁকে উপহার দিলেন দর্শকদের মনে যা আজও পঞ্চাশ বছর ধরে স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে চলচ্চিত্র প্রেমিরা। 'পথের পাঁচালি'র পঞ্চাশ বছর উৎযাপন করা হচ্ছে সারা বাংলা জুড়ে। ১৯৫৫ সালে এই ছবিটি নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ বাবু তাঁর জীবনের প্রথম ছবিটির ডিভিডি কভারেও শিশু অপুর ছবি অঙ্কিত করে প্রচার করতে শুরু করেন। পরে সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসার' (১৯৫৯) সালে নির্মাণ করেন। সেখানেও শিশু অপুকে দেখানো হয়েছিল। তবে নিশ্চিন্তপুরের 'পথের পাঁচালি'র শিশু অপু 'অপুর সংসার' ছবিতে অপু অনেকখানি বড় হয়ে গিয়েছে। শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে গিয়ে পড়েছে সে। পট পরিবর্তন হয়েছে চলচ্চিত্রের। আসলে 'পথের পাঁচালী' করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতার শিশুদের প্রতি যে তীব্র আকর্ষন ছিল সেটা কিন্তু ভুলে যাননি। ফলে এই রকম ধরনের গ্রাম্য সরলতার মধ্যে দিয়ে দুরন্ত চাপা অপুর চরিত্র অঙ্কন করাটা কতখানি কঠিন কাজ সেটা কিন্তু তিনি সফলভাবে ছবিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। আসলে সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সৃষ্টিকারক বেঁচে থাকেন। 'পথের পাঁচালি'র পরিচালক সত্যজিৎ রায় চিরকালই অপরাজেয় হয়ে থাকবেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন মানব দরদী। মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আকর্ষনকে অবলম্বন করেই একের পর এক ছবি নির্মাণ করে গিয়েছেন। তিনি কোনও সময়ে ভুলে যাননি যে তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী শিশু সাহিত্যিক ছিলেন। তার পিতা সুকুমার রায় ছিলেন একেবারে শিশুদের অকৃত্রিম সাহিত্য বন্ধু। সজল সরলভাবে অনাবিল হাসির ফোয়ারা বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সুকুমার রায়। তাকে আরও ছবিতে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে ক্যামেরার লেন্সে ধরে দিলেন সত্যজিৎ রায়। এটা একেবারে ভুলে গেলে চলবে না। 'পরশ পাথর' ছবিতেও শিশু চরিত্রকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে শিশুদের মানসিকতার সঙ্গে ছবির বেশ মিল খুঁজে পাওয়া গেল। শিশু মনের সঙ্গে ছবির ঘটনার মিল করিয়ে দেওয়ার কৃতৃত্ব লাভ করেন সত্যজিৎ রায়। শিশু চরিত্র তাঁর ছবিতে বহু সময়ে খুব অল্প দৃশ্য এর জন্য থেকেছে। কিন্তু শিশু চরিত্রে সেখানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। বহু ছবিতে কোনও একটি ঘটনার অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু চরিত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেখানে সঠিক সংলাপের মাধ্যমে শিশু চরিত্রটির বিকাশ লাভ করতে দেখা যায়। তখনই শিশু চরিত্রটি প্রাধান্য লাভ করে ছবির দৃশ্যটিতে। 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিতেও দেখা গিয়েছে শিশু চরিত্রকে। বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় এই চরিত্রটিকে। এই ছবির শেষ দৃশ্যে শিশু চরিত্রের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। আসলে ছবির প্রয়োজনে বা ছবির ঘটনার স্বার্থে শিশু চরিত্রকে সমানের দিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। মূল ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল শিশু চরিত্র। বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে শিশু চরিত্রের মধ্যে দিয়েই সত্যজিৎ রায় ছবিটার সার সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়ে দিয়েছেন একটি সংলাপের মধ্যে দিয়ে। এমন একটি সংলাপ শিশু চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে দিয়েছেন তাতে পুরো ছবিটির তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছে দর্শকেরা।

জলসা ঘরে জমিদারের পুত্রকে নিহত করেছেন। সেখানে তিনি কিন্তু বড় করে কিশোর চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করতে পারেননি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ছবিটির ঘটনা। ছবির ঘটনা যে দিকে প্রবাহিত হতে চলেছিল সেখানে কিন্তু কোনও কিশোরকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। সংসারকে বাঁচিয়ে রেখে জমিদারতন্ত্রে ধ্বংস দেখানে একেবারে অসম্ভব ছিল জলসা ঘরে। সেই কারেণ তিনি সেখানে স্ত্রীপুত্র জলে ডুবে যাওয়ার দৃশ্যকে দেখাতে বাধ্য হয়েছিল। ছবির প্রয়োজনে তিনি কোনও কোনও সময়ে উজ্জ্বল করেছেন আবার প্রয়োজনে তাকে একেবারে শুইয়ে দিয়েছেন। ছবির মানকে বাঁচে তিনি সব সময়ে শিশু চরিত্রে উপস্থাপন কারছেন এবং ক্ষণিকের জন্য শিশু ছবিতে উপস্থিতি আরও ছবির মানকে উচ্চাঙ্গ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। জীবনের শেষ কয়েকটা বছর সত্যজিৎ রায় একেবারে ফিরে গেলেন ছোটদের জগতে। তিনি তৈরি করলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন।' একেবারে ছোটদের জন্য ছবি। এর পরে তিনি আর বড়দের জন্য ছবি তৈরি করার দিকে মন প্রস্তুত ছিল না। 'সোনার কেল্লা' ছবিতে শিশু চরিত্রটি ঘটনার মূল চরিত্র। তাকে নিয়েই ছবির ঘটনা প্রবাহিত। কতখানি নিষ্ঠা নিয়ে ছবিটি নিখুঁত করে গড়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে ছোটদের নিযন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। কতবার তাঁক 'সোনার কেল্লা' ছবিটিকে নিখুঁত করতে শট নিতে হয়েছিল সেটা বোধহয় সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায় বলতে পারবেন। অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল সঠিক পরিবেশ রচনার জন্য। সঠিক দৃশ্য চিত্রিত করতে হয়েছিল। খুবই কঠিন কাজ হচ্ছে ছবিতে শিশু চরিত্রকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা। শিশু মনকে ঠিক করে রাখার কায়দা রপ্ত করে ফেলেছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি শিশু শিল্পীদের সঙ্গে একেবারে শিশুদের মতো মিশে গিয়েছিলেন। সেখানে গুরুগম্ভীর সত্যজিৎ রায়ের দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। 'সোনার কেল্লা' ছবিতে মুকুল সত্যজিৎ রায়কে গাড়িতে করে যেতে যেতে প্রশ্নবানে অতিষ্ট করে তুলতো সেটা তিনি বলতেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির নির্মাণে হালিশহরের মেয়ে

বোধন হাজরা

দুই বার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগে সংসার ফাঁকা। পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়-আশয়ে মন বসে না রাজচন্দ্রের। থাকেন উদাসী হয়ে। একদিন নৌকায় যাচ্ছিলেন হালি শহর দিয়ে। গঙ্গার ঘাটে তখন স্নানের ভিড়। চোখ আটকে গেল তরুণ রাজচন্দ্রের। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করছে ও খেলছে এক বালিকা। রূপ যেন আলো করে আছে। তাকে দেখে নৌকায় মন উচাটন।

আবার ঘর বাধঁতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু ঘর বংশ কিছুই জানা হয়নি বালিকার। লোক পাঠিয়ে খবর এলো বালিকার বাড়ি হালিশহরের কোণা গ্রামে। বাবা হরেকৃষ্ণ দাস সামান্য চাষি। জাতে মাহিষ্য। সামাজিক পরিচয়ে অবস্থানে বহু পিছিয়ে। কিন্তু তরুণ রাজচন্দ্র অনড়। বিয়ে করলে ওই মেয়েকেই করবেন।

তখন কলকাতায় বইছে ব্রাহ্ম আন্দোলনের উদার বাতাস। স্বাদ পেয়েছেন রাজচন্দ্রও। জাতপাত নিয়ে ভাবতেই চাইলেন না। আদরের ছেলের আব্দার ফেলতে পারলেন না বাবা-মা। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতার বিশাল বাড়িতে বৌ হয়ে এলো মাহিষ্য বালিকা। আলতা পরা পা শুধু দাসবাড়িতেই পড়ল না। পড়ল কলকাতার পুরুষশাসিত সমাজেও। শাড়ি গয়নার পুঁটুলি ওই একরত্তির মধ্যে লুকিয়ে বসেছিলেন ভবিষ্যতের রানি রাসমণি।

১৭৯৩ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর রাসমণির জন্ম। বাবা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। নামসঙ্কীর্তন শুনে বড় হওয়া মেয়ের উদ্যোগে পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী। বাবার কাছে বাংলা লিখতে পড়তেও শিখেছিলেন রাসমণি। মাত্র ১১ বছর বয়সে রাসমণির বিয়ে হয় ২১ বছরের রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে। রাজচন্দ্রের বাবা ব্রিটিশদের সঙ্গে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। জানবাজারের অট্টালিকা সম বসতবাড়ি।

বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হন রাজচন্দ্র দাস। সামাজিক পরিচয়ে তখন তিনি বাবু রাজচন্দ্র দাস। স্ত্রী ব্যস্ত থাকতেন অন্দরমহল নিয়েই। বাবু রাজচন্দ্র দাস অত্যন্ত প্রজাদরদী দয়ালু জমিদার ছিলেন। বহু উন্নয়ন মূলক কাজের অংশীদার।

একে একে চার কন্যার জননী হন রাসমণি। পদ্মামণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা। বিয়ের দু বছর পরেই মারা যান করুণাময়ী। মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে বিয়ে হয় জগদম্বার। এখনও জানবাজারে রানি রাসমণির বাড়ির তিন অংশে থাকেন তাঁর তিন কন্যার উত্তর সূরীরা। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মৃত্যু হয় বাবু রাজচন্দ্রের। তারপরে জমিদারির হাল ধরেন রাসমণি। হয়ে ওঠেন রাণী রাসমণি। তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপের সামনে নতজানু ছিল ব্রিটিশরাও। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড ও রাণী রাসমণি রোডের সংযোগস্থলে আছে বিশাল রাসমণি ভবন। ইম্পেরিয়াল বা ন্যাশনাল লাইব্রেরিং হিন্দু কলেজ বা প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন তিনি।

গঙ্গার জলপথ আটকে রাণী রাসমণি বন্ধ করে দিয়েছিলেন জাহাজ চলাচল। ব্রিটিশদের বাধ্য করেছিলেন গরিব জেলেদের উপর বসানো পানিদারি কর প্রত্যাহার করতে। ব্রিটিশরা রীতিমতো সমীহ করত তাঁকে।

সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন বাবু রাজচন্দ্র ও রাণী রাসমণি। স্ত্রীর কথায় বৃদ্ধাবাস ও অন্নসংস্থান তৈরি করেন রাজচন্দ্র। কলকাতায় প্রথম ব্যাঙ্কও তাঁর কীর্তি। বানিয়েছিলেন বাবু রোড। যা এখন রাণী রাসমণি রোড।

বাল্যবিবাহ রোধে ভূমিকা নিয়েছিলেন দুজনে। রাসমণি বলেছিলেন, বিয়ের সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ফারাক কম থাকুক। সমর্থক ছিলেন বিদ্যাসাগরের নারী কল্যাণকর কাজের। সমর্থন জানিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ আন্দোলনে। ব্রিটিশদের কাছে দরবার করেছিলেন যাতে আইন করে বন্ধ হয় পুরুষদের একাধিক বিয়ে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় (এখনকার সন্তোষপুর) বিশাল জমিদারি ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের। তখন সে জায়গা সুন্দরবনের অংশ। বাস কয়েকঘর ঠগীর। সেই জমিদারি রাণী রাসমণির কাছে বন্ধক রেখে বিলেত গিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। পরে সেই জায়গার প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিলেন রাসমণি। প্রয়াত স্বামীর স্মৃতিতে ১৮৩০ সালে রাণী রাসমণি বানিয়েছিলেন বাবু রাজচন্দ্র দাস ঘাট নিত্য স্নানার্থীদের সুবিধার্থে। ডোরিক গ্রিক স্থাপত্যে তৈরি সেই ঘাট এখন মুখে মুখে হয়ে গেছে বাবুঘাট।

তাঁর বাড়িতে জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো হতো। একবার বিসর্জনের শোভাযাত্রা আটকে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। তিনি পরের দিন আরও বড় শোভাযাত্রা বের করেন। এবার তাঁকে জরিমানা করে আদালতে নিয়ে গেল ব্রিটিশরা। তিনি জরিমানা দিলেন। মামলা লড়লেন। তাতে জিতলেন। ব্রিটিশদের থেকে ফেরত পেলেন জরিমানার টাকা।

একবার কাশীতে তীর্থযাত্রার পথে স্বপ্নাদেশ পেলেন রাসমণি। মা কালী দিব্যাদেশ দিয়ে বললেন, রাসমণির জমিদারিতেই হোক তাঁর মন্দির। বিস্তর সন্ধান করে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে এক ব্রিটিশ সাহেবের কাছ থেকে ২০ একর জায়গা কেনেন রাণী রাসমণি। আট বছর ধরে তৈরি হয় মন্দির।

নৈহাটির 'বড়মা' দর্শনে ভক্তদের ভীড়

মহন্ত দাশগুপ্ত

২০২৫-এ নৈহাটির বড় মায়ের শ্যামা পূজাকে কেন্দ্র করে মণ্ডপ সজ্জার জাঁকজমক ও বিরাট আকার শ্যামা প্রতিমা এবং আলোকসজ্জার বৈচিত্র্য রয়েছে। বর্তমান যুগে এই সময় দাঁড়িয়ে সকলেই জানেন, আমাদের বাংলার মানুষ তথা বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ ছাড়াও বিদেশবাসিরাও জেনে ফেলেছেন নৈহাটির বড় মায়ের কাহিনী কথা

ও বড় মায়ের বিখ্যাত কীর্তি কাহিনী। নৈহাটির বড় মায়ের কাছে এসে পৌঁছতে পারলেই এবং মায়ের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ভরে প্রার্থনা করলে এবং দুঃখ জানালেই, মা যে তাকে বা তার পরিবারকে কৃপা ও দয়া করে থাকেন সেই বিষয়ে বা খবর সর্বজনবিদিত। ১৯৭৭, ৭৮,৭৯, ৮০,৮১,৮২ সালে আমরা দেখেছি এবং নৈহাটির মানুষজনও দেখেছেন এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে তথা অন্যান্য জেলা থেকে সাত দিন ধরে দর্শনার্থীরা শ্যামা মায়ের আরাধনা ও পুজোর জাঁকজমক উপলব্ধি করে গেছেন। এছাড়াও এই সাত দিন ধরে চলতে থাকা পুজো উপলক্ষ্যে নৈহাটি বিডিও অফিসের মাঠে বিরাট আকারে মেলা বসতো। আনন্দবাজার আদর্শ সংঘের মাঠেও এই শ্যামা মাকে কেন্দ্র করে বিরাট আকারে মেলা বসতো। দেবু ঘোষের কালীপুজোয় সেরকম মেলা না বসলেও দর্শনার্থীদের ভিড় হত তাদের মন্ডপ সজ্জা ও আলোক সজ্জা দেখার জন্য। নৈহাটি রেল স্টেশনের পূর্বপাড়ে আমরা কজন ক্লাবের শ্যামা পূজায় মেলা না বসলেও সেখানেও আলোকসজ্জা ও মন্ডপসজ্জা দেখার জন্য দর্শনার্থী দের বিপুল সমাগম ঘটতো। এতো গেল নৈহাটি রেল স্টেশনের পূর্ব পারের শ্যামা পূজার বিষয়। এরপর নৈহাটির অরবিন্দ রোডে বড় কালীকে -(সে সময় বড় কালির নাম বড়মা হয়নি)-কেন্দ্র করে অত বড় মেলা না বসলেও ঝড়ের মতো মানুষের মেলা তৈরি হতো, ঝড়ের মত দর্শনার্থীরা আসতেন মাকে শ্রদ্ধা জানাতেন, প্রার্থনা করতেন এবং মানত করতেন। আবার ঝড়ের মতো তারা চলে যেতেন। পরের দিন আবার ওই ঝড়ের মত দর্শনার্থী দের সমাগম ঘটতো অরবিন্দ রোডে বড় কালীকে কেন্দ্র করে। এইভাবে সাত দিন ধরে চলতো নৈহাটি কালী ক্ষেত্রের গোটা পরিধি। বহু জেলার মানুষ ও নৈহাটি বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রতিটি পরিবার সাত দিন ধরে আনন্দ নিতেন এবং একটা ভালবাসার পরিবেশ তৈরি হতো মানুষের মধ্যে। সাত দিন ধরে এই কলীক্ষেত্র নৈহাটিতে শ্যামা পূজোকে উপলক্ষ্য করে মানুষের মধ্যে একটা সুমিলন তৈরি হতো। কিন্তু কথায় আছে আনন্দ ও আনন্দের উল্লাস, মানুষে মানুষে মিলন উৎসবের যে উচ্ছ্বাস ভালোবাসা,মনের একটা অনাবিল আনন্দ বেশি সময় ধরে চলে না। তাই প্রায় এক যুগের বেশি সাত দিন ধরে শ্যামা মায়ের আরাধনায় মেলা ও মেলার আনন্দের পরিবেশ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগলো। শ্যামাপুজোকে কেন্দ্র করে যখন নৈহাটি বারাসাতকে টেক্কা দিচ্ছে (বড়কালির অনেক পরে বারাসাতের পুজো) মানুষে মানুষে যখন ছয়লাপ্ এই নৈহাটির পূর্ব পার ও পশ্চিম পারের কালীপূজাকে কেন্দ্র করে। সেই সময় রাজ্য প্রশাসন ছাড়াও জেলা ও মহাকুমা পুলিশ প্রশাসনের এবং স্থানীয় নৈহাটি থানা প্রশাসনের লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী দের ম্যানেজ করতেই নাভিশ্বাস উঠতো। ৭০-এর দশকে এবং ৮০-র দশকে সেই নাভিশ্বাস ওঠা পুলিশ প্রশাসন তৎকালীন রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন জানালেন আগামীতে নৈহাটির শ্যামা পূজাগুলিকে ৬-৭ দিন ধরে রাখা যাবে না। শ্যামা পূজাকে কেন্দ্র করে দর্শনার্থীদের যে চাপ তৈরি হয় বালক লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ের যে সৃষ্টি হয় নৈহাটির চারিদিকে,তা পুলিশ প্রশাসনের কাছে সামলানো দায় হয়ে ওঠে। তাই পরবর্তীকালে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে নতুন করে সার্কুলার তৈরি করার ভাবনাও চলে আসে। তাই জেলা ও মহকুমা এবং স্থানীয় নৈহাটি পুলিশ প্রশাসনের কাছে সরকারি সার্কুলেশন চলে আসে এবং নৈহাটি পুজো কমিটি গুলিকে সঙ্গে নিয়ে যে প্রশাসনিক বৈঠক হয় সমন্বয়ে বৈঠক, তাতেই ঠিক হয় যে, নৈহাটিতে শ্যামা মায়ের পুজো ছয় দিন সাত দিন ধরে আর চলতে দেওয়া যাবে না, সুতরাং নৈহাটির শ্যামা মা গুলিকে পাঁচ দিনের মাথায় বিসর্জন দিতে হবে। পাঁচ দিনের পুজো কবে থেকে শুরু হলো-(নৈহাটির পূর্ব পার ও পশ্চিম পারের শ্যামা মায়ের পুজো)-সেটা পুলিশ প্রশাসনের পুরনো ফাইল দেখলেই জানা যাবে। এরপর যে সমস্ত মেলার কোম্পানি বা মালিকরা বাইরে থেকে আসতেন নৈহাটি কালী পুজো কেন্দ্র করে, তারা বলতে লাগলেন যে, সাত দিন ধরে মেলা চলতো তাতে আমাদের ইনকামটা ঠিক ছিল, কিন্তু এখন এপার ও ওপারে প্রতিটি শ্যামা মা পাঁচ দিন থাকবে, তাতে আমাদের দূরদূরান্ত থেকে এসে মেলা করে সেই ভাবে আর লাভ করা যাবে না। তাই কষ্ট করেও করতে হচ্ছে। এরপর থেকে জনগণের কাছে পাঁচ দিনের পূজো হয়ে গেছে। বর্তমানে বিডিও অফিসের মাঠ ছোট হয়ে গেছে, তাই সেখানে মেলাও এখন ছোট হয় কিন্তু আদর্শ সংঘের রেল মাঠে একই রকম মেলা সেই আগের মতই চলতে থাকে। শ্যামা পূজা কে কেন্দ্র করে দিনে দিনে নৈহাটির কালীক্ষেত্র বারাসাতকেও পিছনে ফেলে মানব সমাগমে ও দর্শনার্থী দের হিসেব অনুযায়ী নৈহাটির বড়মাকে এক নম্বরে রেখেছে, তাই সেই খবর বড় মায়ের খবর বিশ্বের সমস্ত দরবারে পৌঁছে গেছে। এটাই নৈহাটির মানুষের কাছে সবথেকে বড় গর্বের বিষয়। নৈহাটির বড়মাকে ২০১২ সালের আগে নৈহাটির বড়কালী বলা হত। ২০১২ সালের পর বড়মা ভক্তদের মননে অবস্থান করছেন। (ক্রমশ)

কথা সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়-৮৮

তারাপদ হালদার

মানুষের যত বয়স বাড়ে, তত অভিজ্ঞতা বাড়ে। আমি ব্রিটিশ শাসনকাল দেখেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি। ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখেছি। ১৯৪২-এর বিরাট ঝড় এবং আন্দোলন দেখেছি। দেশ বিভাগ দেখেছি। স্বাধীনতা দেখেছি। এত অভিজ্ঞতার ঝাঁকা আমি বহন করে নিয়ে আসছি ৮৮ বছরের পথরেখা ধরে। এটা মস্ত বড় সৌভাগ্য। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমাকে এই জীবন দেওয়ার জন্য। এমনিতে পৃথিবী একটা খুব সুখের জায়গা নয়। প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে হয়। নিজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে, আবহাওয়ার সঙ্গে, আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

আমি জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই দেখেছি। এবড়ো খেবড়ো, কাঁকুরে, পলিমাটিতে পূর্ণ পথ ধরে হেঁটেছি। আমার বাড়ির পিছনেই গঙ্গা রয়েছে। এই গঙ্গার পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণেশ্বর চলে গিয়েছি। এসব অভিজ্ঞতা এখন আমার ভিতরে গজগজ করছে। এইসব যদি ঠিক করে লেখা যেত তাহলে অনেক বড় লেখক হতে পারতাম। কিন্তু, সেই দখল তো নেই। সেইজন্য মনে মনে ভাবি। অভিজ্ঞতার ঝাঁকা থেকে এক একটা দৃশ্য টেনে এনে অঙ্ক কষার চেষ্টা করি। এক একটা সিন তৈরি করি। একটাই দুঃখ রয়ে গেল। ভাবি, কোথায় পাব তারে? এবার এই তারে শব্দটিকে আন্ডারলাইন করে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মশাই এই তারের ডেফিনেশন কী বলুন তো? তাহলে বলব, এই তার মানে একটা শান্তির জীবন। প্রাচুর্য নয়। পিস চাই। অবশ্য আজকাল এই পিস বলতে যুদ্ধ না করা বোঝায়। যাকে ওয়ার্ল্ড পিস বলে। আমি কিন্তু তার কথা বলছি না। মানুষের মন আজকাল উনুনে বসানো দুধের ডেকচির মতো। খানিকটা তরল পদার্থ সেখানে ফুটছে, ফুলছে, উপচে পড়ছে। এই তরল পদার্থের মতো জীবন যেন না হয়। একটা অদ্ভুত ধরনের শান্তি দরকার। সাম্য দরকার।

সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। এমন একটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে হবে, যাতে কোনও লোক তাকিয়ে তাচ্ছিল্য না করে। সকলের ভালোবাসার মধ্যে প্রবেশ করার টেকনিক কী সেটা বলা খুবই মুশকিল। ভগবান তুমি আমাকে কোলে তুলে দাও না বলে মনুষ্য সমাজ, আমাকে তোমার কোলে স্থান দাও বলাটা খুব জরুরি।

আমার টাকাপয়সা কিছু চাই না। চাই একটু ভালোবাসা। এই ভালো বাসা একটা ফিলিংস। এই ভালো বাসা কাছে না থাকলে কেমন যেন একটা অভাব বোধ হয়। এইসব নানা ব্যাপার ভাবতে ভাবতে ৮৮ বছর কেটে গেল। এবার কী হবে সেটা তো জানি না। থিয়েটার শেষ হওয়ার সময় পর্দা ধীরে ধীরে নেমে আসে। একেবারে শেষের পর্যায়ে পর্দা এবং স্টেজের মধ্যে বেশ কিছুটা গ্যাপ থাকে। যেখান থেকে পর্দার ওপারের আলো দেখা যায়। এটা আমার ভারী ভালো লাগে। তবে একেবারে শেষে পর্দা এবং স্টেজের অন্তর ঘুচে যায়। আলোটাও নিভে যায়। ৮৮ বছরে দাঁড়িয়ে বসে আছি পথ চেয়ে ফাগুনেরও গান গেয়ে। কথা সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য। অবশ্যই সংগ্রহে রাখুন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটি দিন। বইটি ২০১৮ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত। সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সঞ্জীবের সেরা ১০১ ।

খাবার-দাবার

জগদ্ধাত্রী পুজোয় আমন্ত্রিতদের ভোগে রাখুন পোলাওয়ের সঙ্গে ৩টি নতুন পদ

সামনেই জগদ্ধাত্রী পুজো। এসময়ে অনেকের বাড়িতেই নবমীর দিন অতিথি সমাগম হয়। ঠাকুরের ভোগের মেনুতে সাধারণত খিচুড়ি, পোলাও- এসব থাকে। তবে অনেক সময়েই আমন্ত্রিতদের জন্য আলাদা ভোগ রাঁধা হয়। এবার না হয় ভোগে নতুনত্ব আনতে রাখুন এই তিন পদ। যা সাদা পোলাও কিংবা দুধ পোলাওয়ের সঙ্গে দিব্যি জমে যাবে।

কাঁচকলার মালাই কোপ্তা

উপকরণ-কাঁচাকলা (সেদ্ধ),আলু (সেদ্ধ),কাঁচা লঙ্কার পেস্ট,হলুদগুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো,লবণ,চিনি,গরম মশলাগুঁড়ো,ভাজা মশলা (শুকনো লঙ্কা ও জিরে),মটর ডাল-নারকেলের পেস্ট (ভিজিয়ে রাখা),সর্ষের তেল,ঘি,গোটা গরম মসলা,গোটা শুকনো লঙ্কা,তেজপাতা,টমেটো পেস্ট,আদা পেস্ট,কাজু-পোস্ত পেস্ট,জিরে গুঁড়ো,ধনে গুঁড়ো,লাল লঙ্কার গুঁড়ো,ফ্রেশ ক্রিম,

প্রণালী- প্রথমে কাঁচকলার কোপ্তার সব উপকরণ মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। তুলে নিন। একই প্যানে গোটা গরম মশলা ফোঁড়ন দিন, সুগন্ধ আসতে শুরু করলে এতে টমেটো পেস্ট এবং আদা পেস্ট যোগ করে সামান্য কষিয়ে নিয়ে, এতে পরিমানমতো হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ কষান। কষে তেল ছেড়ে এলে এবার কাজু-পোস্ত পেস্ট, সামান্য লবণ এবং চিনি ও সামান্য জল দিয়ে সমস্ত মশলা ভালো করে কষতে থাকুন। পরিমান মতো জল দিয়ে আরেকটু ফুটে উঠলে কোপ্তাগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ ঢিমে আঁচে ঢেকে রাখুন। নামানোর আগে পরিমান মতো ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে কিছুক্ষন স্ট্যান্ডিং টাইম দিলেই পরিবেশনের জন্য তৈরি হয়ে যাবে কাচকোলার মালাই কোফতা।

নিরামিষ নবরত্ন

উপকরণ-১ টেবিল চামচ চারমগজ,১০-১২ টা কাজু,১০-১২ টা কিশমিশ

১ টেবিল চামচ পোস্ত,১ টা বড় টমেটো,১ ইঞ্চি আদা,৫৬ টা কাঁচালঙ্কা,৩ টি বড় আলু,১৩ ভাগ ফুলকপি,২ টি গাজর,১৫০ গ্রাম বিনস,১৫০ গ্রাম সিম,১২ কাপ মটরশুটি,১ টা ছোট ক্যাপসিকাম,২০০ গ্রাম পনির টুকরো করা

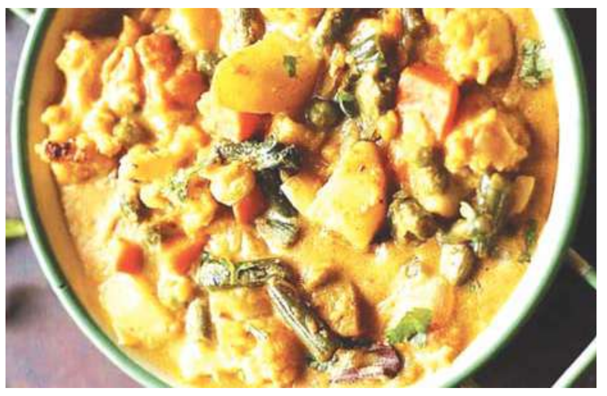

৭৮ টেবিল চামচ সাদা তেল,২ চা চামচ ঘি১ টি তেজপাতা,১ টি শুকনো লঙ্কা,১২ টেবিল চামচ গোটা জিরে,৩ টে ছোট এলাচ,৩ টে লবঙ্গ,১ টুকরো দারচিনি,৫৬ টা গোটা গোলমরিচ,১৪ টেবিল চামচ হিং,১ টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো,১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো,১ টেবিল চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো,১৪ টেবিল চামচ হলুদ,১ টেবিল চামচ চিনি,১২ টেবিল চামচ লবণ,১ কাপ জ্বাল দেওয়া ঠান্ডা দুধ,১ টেবিল চামচ গরম মশলা গুঁড়ো,১ টেবিল চামচ কৌসুরি মেথি (রোস্টেড)।

প্রণালী- প্রথমে সব সবজি টুকরো করে কেটে ধুয়ে নিন। পরে টমেটো, আদার পেস্ট তৈরি করুন। আলাদা করে পোস্ত, ৫৬ কাজু-কিসমিস ও চার মগজের একটা পেস্টও তৈরি করুন। গুড়ো গরম মশলা বাদে একটি বাটিতে ধনে, জিরে, লঙ্কা, হলুদ ও চিনি দিয়ে অল্প জলে ভিজিয়ে রাখুন। এবার ওভেনে কড়াই বসিয়ে এক চামচ তেল ও এক চামচ ঘি দিন। গরম হলে হালকা করে পনির টুকরো ভেজে তুলুন। পরে ওই তেলেই ৫৬ টি কাজু ও ৫৬ টি কিসমিস ভেজে নিন। এবার তাতে আরেকটি সাদা তেল দিয়ে তেজপাতা, লঙ্কা, জিরে, গোলমরিচ, গোটা গরম মসলা ও হিং ফোড়ন দিয়ে সুগন্ধ বেরলে সমস্ত সবজি দিয়ে মিনিট দুযেক ভেজে নিন। ভাজা হলে এলে এবার টমেটো, আদার পেস্ট দিয়ে কষতে থাকুন। কষে এলে তাতে একটু জল দিয়ে পোস্ত, কাজু-কিসমিস ও চার মগজের পেস্ট দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে ঢেকে দিন। ঢিমে আঁচে কিছুক্ষণ রাখুন। সবজি সেদ্ধ হয়ে এলে উপর থেকে ঘি, গরম মশলা গুঁড়ো, কৌসুরি মেথি ছড়িয়ে আবার ভালো করে নেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে গ্যাস বন্ধ করে দিন। মিনিট তিনেক এভাবে রাখুন। তাহলেই তৈরি নবরত্ন।

ছানার কালিয়া

উপকরণ--ছানা,ধনে গুঁড়ো,জিরা গুঁড়ো,কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো,হলুদ গুঁড়ো,গরম মশলা গুঁড়ো,গোটা জিরে,কাঁচা লঙ্কা পেস্ট,আদা পেস্ট,নুন,চিনি,কাজু,কিশমিশ ঘি,সাদা তে।

প্রণালী-প্রথমে ছানার সঙ্গে অল্প বেসন, ময়দা, নুন দিয়ে মেখে বড়া ভেজে নিন। এতে জল দেবেন না। এবার একটি প্যানে তেল গরম করে কাজু-কিসমিস হালকা ভেজে তুলে নিন। ওই প্যানেই তেল ও ঘি গরম করে গোটা জিরে ফো।ন দিন, সুগন্ধ আসতে শুরু করলে আদা এবং কাঁচা লঙ্কার পেস্ট যোগ করে কিছুক্ষণ নাড়ুন। এবার এতে হলুদ গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মেশান এবং প্রয়োজনমতো জল দিয়ে কিছুক্ষণ কষতে দিন। এবার আগে থেকে তৈরি করে রাখা ছানার ভাজা পিসগুলো দিন। গরম মশলা গুঁড়ো এবং ভাজা কাজু-কিশমিশ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলেই পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত ছানার কালিয়া।

বাঙালির রসনা তৃপ্তিতে কলকাতার কাঠি রোলের জুড়ি মেলা ভার

কলকাতার কাঠি রোল বিশ্বের দরবারে জিতে নিয়েছে সেরার শিরোপা। উৎসবের মরশুমে উদরপূর্তিতে কলকাতার কাঠি রোলের বিকল্প বাঙালির কাছে আর কী-ই বা হতে পারে? তাই এই কলকাতার এই বিশেষ খাবারের এই প্রাপ্তিতে সমস্ত চিন্তা ভুলে খেয়ে ফেলুন আপনার পছন্দের কাঠি রোল।টেস্টঅ্যাটলাসে সারা দুনিয়ার র‍্যাপজাতীয় খাবারগুলির মধ্যে ষষ্ঠ স্থান জিতে নিয়েছে কলকাতার কাঠি রোল। তখন ব্রিটিশ শাসনকাল। কলকাতার এই কাঠি রোলের জন্ম ১৯৩০ সাল নাগাদ। কলকাতার নিউ মার্কেট চত্বরের রেস্তোরাঁর বিফ কাবাব ছিল ইংরেজদের পছন্দের খাবার। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিউমার্কেটের দোকানে সেই কাবাব খেতেন ইংরেজরা। শোনা যায় ব্রিটিশ এক উর্ধ্বতনকে খুশি করার জন্যও এক অধস্তন কর্মচারী ভাবেন তাঁকে সেই কাবাব খাওয়াবেন। কিন্তু কাবাব খেতে গিয়ে হাতে তেল লাগলে যে চলবে না। তাই এক অন্য ফন্দি আঁটলেন রেস্তোরাঁর কাবাব বিক্রেতা থুরি তাঁর স্ত্রী। তিনিই ময়দা মেখে, পরোটা বানিয়ে, অল্প তেলে তা

ভেজে তাতে ভরে দেন বিফ কাবাব। রোলের গায়ে জড়িয়ে দেন ভালো ব্লটিং পেপার, তেল শুষে নেওয়ার জন্য। ব্যস, সেই থেকেই শুরু হল কলকাতার কাঠি রোলের ' লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে এর নাম। সঙ্গে পালটাতে থাকে স্বাদ পূরণের জন্য তাতে নানা স্বাদের মাংসের পুর। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বাদের কথা মাথায় রেখে বিফ কাবাবের বদলে চিকেন, মাটন, এগ, পনির, ফিশ নানা স্বাদের রোল এসেছে রসনা তৃপ্তি করতে। কলকাতার কাঠি রোল ষষ্ঠস্থানে থাকলেও বাকি আর কোন কোন র‍্যাপজাতীয় খাবার এই তালিকার সেরা পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে দেখে নিন। প্রথমস্থানে রয়েছে গ্রিসের র‍্যাপজাতীয় খাবার ' দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার খাবার 'সাংচু সাসাম', তৃতীয়স্থানে রয়েছে তুর্কির খাবার 'তানতুনি' চতুর্থস্থানে রয়েছে মেক্সিকোর খাবার 'এনচিলাডাস সুইজাস', পঞ্চমস্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাবার 'কার্নে আসাদা বুরিটো' এবং ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ভারতের 'কাটি রোল'। যে খাবারের জন্ম কলকাতায়।

পিঁয়াজ থেকে সর্ষেপোস্ত পাতুড়ির সম্পর্ক হোক নিবিড়

এত সংযম, নিয়মানুবর্তিতা সব যেন ছুটির দিনের কথা ভেবে। আর তাই ডায়েট ভুলে জমিয়ে ভূরিভোজ থেকে বাঙালিকে আটকানো যায় কি। শুধু অপরিসীম খাওয়াদাওয়াই তো নয়, তেল-ঝাল-মশলাদার খাবারও পড়ে পাতে। তাই পাত এবং প্রাণ জুড়নো বেশ কিছু পাতুড়ির রেসিপি রইল ভোজনপ্রেমীদের জন্য।

১. পিঁয়াজ পাতুড়ি

উপকরণ-

বড় পিঁয়াজ - ৪ থেকে ৫টি (কুচি করা)

সর্ষেবাটা - ২ টেবিল চামচ

নারকেল কোরা - ৩ টেবিল চামচ

কাঁচালঙ্কা - ৪ থেকে ৫টি (কুচি করা)

কলাপাতা - ৪ থেকে ৫ টুকরো

হলুদগুঁড়ো - ১২ চা-চামচ

সরষের তেল - ৩ টেবিল চামচ

নুন স্বাদমতো।

প্রণালী- প্রথমে পিঁয়াজ কুচি, সর্ষেবাটা, নারকেল কোরা, কাঁচালঙ্কা, নুন-হলুদ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। তা মেখে নিন সরষের তেল দিয়ে। কলাপাতায় একটু তেল মাখিয়ে হালকা আগুনে সেঁকে নিন, যাতে মোড়াতে সুবিধা হয়। প্রতিটি পাতায় এই মিশ্রণটি দিয়ে ভালোভাবে মুড়ে নিন। তাওয়া বা

ফ্রাইং প্যানে অল্প তেল দিয়ে ঢেকে দিয়ে কম আঁচে দু'পাশ দিয়ে সেঁকে নিন। ১০ থেকে ১২ মিনিট সেঁকলেই তৈরি পিঁয়াজ পাতুড়ি। এরপর নামিয়ে গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। একথালা ভাত না খেয়ে উঠতেই পারবেন না।

২. ছানার পাতুড়ি

উপকরণ-

টাটকা ছানা - ২৫০ গ্রাম

সর্ষেবাটা - ২ টেবিল চামচ

নারকেল কোরা - ২ টেবিল চামচ

কাঁচালঙ্কা - ৩ থেকে ৪টি

সরষের তেল - ২ টেবিল চামচ

হলুদ - সামান্য

লবণ- পরিমাণমতো

কলাপাতা - ৪ থেকে ৬ টুকরো

সুতো বা টুথপিক (কলাপাতা বাঁধার জন্য)

ছানার পাতুড়ি।

প্রণালী- ছানা ভালো করে মেখে নরম করে নিন। এর সঙ্গে মেশান সর্ষেবাটা, নারকেল কোরা, কাঁচালঙ্কা কুচি, লবণ, হলুদ ও সর্ষের তেল। একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর কলাপাতাকে উনুন বা প্যানে হালকা গরম করে নিন। এতে পাতা কিছুটা নরম হলে ভাঁজ করতে সুবিধা হবে। প্রতিটি পাতায় সামান্য তেল মেখে নিন। কলাপাতার মাঝখানে ছানার মিশ্রণ রেখে দিন। চারপাশ থেকে মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে নিন। টুথপিক দিয়েও তা আটকে নিতে পারেন। এবার একটি তাওয়া বা ননস্টিক প্যানে অল্প তেল গরম করে পাতুরিগুলো রেখে দিন। কম আঁচে দু'পাশে ৭ থেকে ৮ মিনিট করে ভাজুন বা ভাপিয়ে নিতে হবে। সুগন্ধ ছা।লে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

৩. সয়া পাতুড়ি

উপকরণ-

সয়াবিন চাঙ্কস বা গ্র্যানিউলস - ৫০০ গ্রাম

সর্ষেবাটা - ৪ টেবিল চামচ

পোস্তবাটা - ৪ টেবিল চামচ

নারকেল কোরা - ২ টেবিল চামচ

কাঁচালঙ্কা - ৩ থেকে ৪টি

রসুন, ছোট এলাচ - কয়েক কুচি

সরষের তেল - ৩ টেবিল চামচ

হলুদ - সামান্য

লবণ- পরিমাণমতো

কলাপাতা - ৪ থেকে ৬ টুকরো

সুতো বা টুথপিক (কলাপাতা বাঁধার জন্য)

সয়াবিন পাতুড়ি।

প্রণালী- প্রথমে সয়াবিন মিক্সিতে ভালো করে পেস্ট করে নিন। আলাদা করে পেস্ট করুন রসুন, ছোট এলাচ, কাঁচালঙ্কা। দুটি মিশ্রণ সর্ষে ও পোস্তবাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর প্যানে হালকা সরষের তেল মাখিয়ে (গ্রিজ করে) কলাপাতা একটু নাড়াচাড়া করে নিন। এর মধ্যে ওই মিশ্রণটি ঢেলে কলাপাতা মুড়ে সুতো বেঁধে দিন। একটি পাত্রে ঢেলে মুখবন্ধ করে ফ্রাইং প্যানে ফুটন্ত জলে বসান পাত্রটি। ভালো করে ভাপিয়ে নিন। তৈরি সুস্বাদু সয়া পাতুড়ি। ভাতের পাশাপাশি রুটি বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন। খেয়ে সকলে আঙুল চাটবেন।

মুশারফকে আমরা কিনে নিয়েছিলাম, বিস্ফোরক প্রাক্তন সিআইএ আধিকারিক

২৫ অক্টোবর ঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফকে কোটি কোটি ডলারে কিনে নিয়েছিল আমেরিকা! এমনই বিস্ফোরক দাবি জন কিরিয়াকউ নামের প্রাক্তন সিআইএ আধিকারিকের। ১৫ বছর তিনি ওই দায়িত্বে ছিলেন। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় নানা বিষয়েই কথা বলেন তিনি। যার মধ্যে অন্যতম নিঃসন্দেহে মুশারফ ও পাকিস্তান নিয়ে এই দাবি। এদিন তাঁকে বলতে শোনা যায়, আমেরিকা একনায়কদের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করে। কেননা জনমত বা মিডিয়ার কোনও চাপ নেই। আমরা মুশারফকে কিনে নিয়েছিলাম। আমরা লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়েছিলাম সামরিক ও আর্থিক সাহায্য হিসেবে। আর মুশারফ আমাদের পাকিস্তানে যা খুশি করতে দিয়েছিলেন। এর মধ্যেই যে পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণও ছিল, সেকথাও বলেছেন জন। তিনি দাবি করছেন, মুশারফ 'ডবল গেম' খেলছিলেন সেই সময়। প্রকাশ্যে আমেরিকার জঙ্গিদমন অভিযানের সঙ্গে থাকছিলেন। অন্যদিকে পাক সেনা ও জঙ্গিদের

ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাতে দিচ্ছিলেন। জনের কথায়, পাক সেনা আল কায়দা নিয়ে মাথা ঘামাত না। ওরা ভারতের কথা ভাবত। মোশারফ ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ চালানোর সময়.সন্ত্রাসবাদ দমনে আমেরিকার পক্ষে থাকার ভান করেছিলেন।

নিজের দেশ সম্পর্কেও খোলামেলা ভাবে বিস্ফোরক কথা বলেছেন ওই প্রাক্তন সিআইএ আধিকারিক। তাঁর কথায়, আমরা গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের বাতিঘর হিসেবে নিজেদের দেখাতেই পছ ঃদ করতাম। কিন্তু তা ঠিক নয়। যেটায় আমাদের লাভ, আমরা সেটাই করতাম সেই দিনগুলোয়। সেই সঙ্গেই জনের দাবি, পাক পরমাণু বিজ্ঞানী আবদুল কাদির খানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে গিয়েছিল আমেরিকা। কিন্তু শেষপর্যন্ত সৌদি আরবের জেদেই তাদের পিছু হটতে হয়েছিল। এছাড়াও তিনি দাবি করেন, আফগানিস্তানের তোরা বোরা পার্বত্য গুহা অঞ্চলে লাদেনকে কোণঠাসা করেও ধরতে পারা সম্ভব হয়নি! লাদেন মার্কিন সেনার চোখে ধুলো দিয়েছিল মহিলার ছদ্মবেশে।

ফের ধূসর তালিকায় ঢুকতে পারে পাকিস্তান! হুঁশিয়ারির মুখে ইসলামাবাদ

২৫ অক্টোবর ঃ চার বছরেরও বেশি সময় ধরে সন্ত্রাসবাদের উপর নজরদারি সংস্থা ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের ধূসর তালিকায় ছিল পাকিস্তান। ২০২২ সালের অক্টোবরে সেই তালিকা থেকে বেরিয়ে আসে ইসলামাবাদ। কিন্তু ফের কি ওই তালিকায় ঢুকে পড়বে প্রতিবেশী দেশটি? তেমনই হুঁশিয়ারি দিল এফএটিএফ। পাকিস্তানকে সতর্ক করে জানাল, তালিকা থেকে বেরিয়ে আসাটা অপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে ঢাল হতে পারে না! এফএটিএফের সভাপতি এলিসা ডি আন্ডা মাদ্রাজো জানিয়েছেন, যে কোনও দেশ যারা ধূসর তালিকায় ছিল, কিন্তু পরে বেরিয়ে এসেছে, সেটা জঙ্গি কিংবা সন্ত্রাসে মদতদাতা অপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বুলেটপ্রুফ ঢাল হতে পারে না।

কিন্তু কেন হঠাৎ এই হুঁশিয়ারি? মাসুদ আজহারের নেতৃত্বে জইশ নাকি ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহার করছে সন্ত্রাসের অর্থ জোগাড় করতে। পাশাপাশি হাফিজ সইদের মতো রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত জঙ্গি নেতারা পাকিস্তানে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই খবরও মিলছে। এহেন পরিস্থিতিতে এফএটিএফের এই সতর্কবার্তা। তারা জানিয়েছে, যে দেশ একবার এই তালিকায় প্রবেশ করেছিল, পরে সেই দেশ তালিকায় না থাকলেও তাদের কড়া পর্যবেক্ষণেই রাখা হয়।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স বা এফএটিএফ গোটা বিশ্বে অর্থপাচার তথা সন্ত্রাসবাদে আর্থিক মদত সংক্রান্ত বিষয়টি নজর রাখে। লস্কর ও জইশের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক মদত দেওয়া জন্য ২০১৮ সালেই পাকিস্তানকে 'ধুসর তালিকা'ভুক্ত করে তারা। এই বিষয়ে সংস্থার তরফে পাক সরকারকে একাধিকবার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। কিন্তু ২০২২ সালে সেই তালিকা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় ইসলামাবাদ। কিন্তু এরপরও বারবার সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগই উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রসংঘে সরব হয়েছে ভারত। এমনকী, পাকিস্তান আলোচনায় বসতে চাইলেও নয়াদিল্লি পরিষ্কার করে দেয়, আলোচনা ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না। সবার আগে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এবার এফএটিএফের হুঁশিয়ারির নেপথ্যেও রইল ' পাকিস্তানের সেই দিকটিই। ফলে অচিরেই ফের তারা ধূসর তালিকাভুক্ত হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

যাত্রা নিশ্চিত উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত

গোরখপুর, ২৫ অক্টোবরঃ ছট পূজার মহা উৎসবে বাড়ি ফেরা যাত্রীদের জন্য একটি মসৃণ, সহজ, নিরাপদ এবং আরামদায়ক ফিরতি যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে.স্টেশনগুলি থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে দেশের প্রধান শহরগুলিতে ২,৯১৩ টি ট্রিপে ১৯৯ টি পূজা বিশেষ ট্রেন পরিচালিত হচ্ছে দিল্লি, অমৃতসর, আম্বালা, মুম্বাই, পুনে, কলকাতা, আসানসোল, পাটনা, মুজাফফরপুর, দারভাঙ্গা, সহরসা, ধানবাদ, রাঁচি, ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, যোধপুর, শ্রী গঙ্গানগর, ভদোদরা, সুরাট, রাজকোট, আহমেদাবাদ, হাযদ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, ঝাঁসি ইত্যাদি। এই বছর, ভারতীয় রেল উৎসবের মরশুমে ১২,০০০ এরও বেশি পূজা বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রধান স্টেশনগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, পাশাপাশি ব্যাপক ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। গোরক্ষপুর, বানারস, বালিয়া, ছাপরা এবং সিওয়ানের মতো স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের বিশ্রাম নিতে এবং ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যাত্রী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা, পাশাপাশি পর্যাপ্ত আলো, পাখা, কুলার, ট্রেন ডিসপ্লে বোর্ড, বিশুদ্ধ পানীয় জল, সহায়তা বুথ, মোবাইল ইউটিএস এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রীরা ছট গানের সাথে আনন্দময় যাত্রা উপভোগ করুন

ভারতীয় রেলওয়ের আধা-উচ্চ-গতির এবং আধুনিক বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পরিষেবা আবারও জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছট পূজার শুভ উপলক্ষে, নয়াদিল্লি এবং পাটনার মধ্যে বেশ কয়েকটি বিশেষ ট্রেন চলাচল করছে, যার মধ্যে একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসও রয়েছে যা তার যাত্রীদের ছটের উৎসবের চেতনায় নিমজ্জিত করেছে।শনিবার, এই বিশেষ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে ভ্রমণকারী যাত্রীদের জন্য যাত্রা আরও স্মরণীয় হযে.ওঠে যখন ট্রেনটি ঐতিহ্যবাহী ছট গানের সুরেলা সুরে প্রতিধ্বনিত হয়। ভারতীয় রেলওয়ের এই উদ্যোগটি উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের তাদের বাড়ি, পরিবার এবং সাংস্কৃতিক শিকড়ের সাথে সুন্দরভাবে সংযুক্ত করে। ছটের জন্য বাড়ি ফেরা যাত্রীদের উত্তেজনা এবং আনন্দ বহুগুণ বেড়ে যায়। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস কেবল তার গতির জন্যই নয়, তার অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধার জন্যও পরিচিত। এর কোচগুলি একটি বিমান সংস্থার মতো ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় স্লাইডিং দরজা, আরামদায়ক আসন, ভাঁজযোগ্য স্ন্যাক টেবিল, প্রতিটি আসনে চার্জিং পয়েন্ট, আধুনিক জৈব-টয়লেট, ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম এবং জিপিএস-ভিত্তিক রিয়েল-টাইম তথ্য। নিরাপত্তার জন্য, ট্রেনটি দেশীয় 'কবচ' সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত, যা নিরাপদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। বর্তমানে, সারা দেশে ১৫৬টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পরিষেবা চালু রয়েছে। পাটনা এবং নয়াদিল্লির মধ্যে চলমান বিশেষ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস একটি অতিরিক্ত পরিষেবা, যা বিশেষভাবে উৎসবের মরশুমে ছট-এর সময় যাত্রীদের ভিড় সামলাতে চালু করা হয়েছে।

ধলাই জেলার গণ্ডাছড়া মহকুমার একমাত্র সাব-জেল কর্মী সঙ্কটে ভুগছে

গণ্ডাছা। (ত্রিপুরা), ২৫ অক্টোবর (হি.স.) ঃ ধলাই জেলার গণ্ডাছড়া মহকুমার একমাত্র সাব-জেল কর্মী সঙ্কটে ভুগছে। মাত্র কয়েকজন রক্ষীর ওপর নির্ভর করেই চলছে পুরো জেল ব্যবস্থাপনা। ফলে যেকোন সময় ধর্মনগর জেলের ঘটনার মতই গুরুতর পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মহল ও জেলকর্মীরা। সূত্রের খবর, গণ্ডাছড়া সাব-জেলে বর্তমানে কয়েদির সংখ্যা ৩৫ জন। অথচ জেল রক্ষী রয়েছেন মাত্র ১০ জন। এর মধ্যে প্রতিমাসে গড় হিসেবে ২ জন রক্ষী ছুটিতে থাকেন। ফলে কর্মরত রক্ষীর সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ৮-এ। তার মধ্যে ৩ জন যুক্ত থাকেন শুধুমাত্র অফিসের কাজে। অর্থা মাত্র ৫ জন রক্ষী দিন-রাত একটানা ৩৫ জন কয়েদির নিরাপত্তা ও তদারকির দায়িত্ব পালন করছেন। জেল কর্তৃপক্ষের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই কর্মী সংকট নিয়ে তাঁরা লিখিতভাবে উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করছেন, কিন্তু কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সাব-জেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়েছে। জানা যায়, ধর্মনগর জেল থেকে আসামি পলায়নের সাম্প্রতিক ঘটনার জের ধরে গণ্ডাছড়া সাব-জেলের বন্দিরাও একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বুদ্ধিজীবী মহলের মতে, হাতে গোনা রক্ষীদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে যে কোনও সময় ঘটতে পারে পালানোর ঘটনা। জেল চৌমুহনি এলাকায় অবস্থিত এই সাব-জেলকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। কর্মী স্বল্পতার সুযোগে জেল থেকে বঃিদ পলায়ন কিংবা অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হলে দায় কারা দপ্তরকেই নিতে হবে বলে অভিযোগ তুলেছেন অনেকেই।

ভবিষ্যতের নির্বাচন এক দফায় অনুষ্ঠিত হবে ঃ অমিত শাহ

নালঃদা, ২৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আরজেডি ও লালুপ্রসাদ যাদব পরিবারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর অভিযোগ, লালু-রাবড়ির সময়কালে বিহারে আইনশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি হয়েছিল। শনিবার বিহারের নালন্দায় নির্বাচনী জনসভা থেকে অমিত শাহ বলেন, নালন্দার এই ভূমি আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাসের সাক্ষী। এখানেই কুমার গুপ্ত বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা দ্বাদশ শতাব্দীতে, প্রায় ৮০০ বছর পরে, বখতিয়ার খিলজি ধ্বংস করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

সাতদিনেও নিখোঁজ নন্দিতার সন্ধান নেই

সাব্রুম (ত্রিপুরা), ২৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম শহরের কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন থেকে গত ১৯ অক্টোবর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে বৈষ্ণবপুর দ্বাদশ শ্রেণি স্কুলের ছাত্রী নন্দিতা ত্রিপুরা। চনিবার সাতদিন অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান মেলেনি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সেদিন সকালে নন্দিদতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে সাব্রুম থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হলে, পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করে। রেলস্টেশন থেকে শুরু করে বাজার, আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানো হলেও কোনও তথ্য মেলেনি। নন্দিতার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি নিখোঁজের পর থেকেই সুইচড অফ থাকায় লোকেশন ট্র্যাক করা সম্ভব হচ্ছে না। তদন্তে নেমে পুলিশ নন্দিতার খাতায় একটি মোবাইল নম্বর পায়, যা হিমাচল প্রদেশের কোটা- হামিরপুর তহশিলের কৃষ্ণ ঠাকুর নামের এক যুবকের নামে রেজিস্টার করা। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ওই যুবকের সঙ্গে নন্দিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং নিখোঁজ হওয়ার আগের দিনও এই নম্বরে সে বহুবার কথা বলে বলে জানা যায়।সূত্রের দাবি, সেই নম্বর ট্র্যাক করতে গিয়ে.পুলিশ জানতে পেরেছে, মোবাইলটির সর্বশেষ অবস্থান উত্তর প্রদেশে ধরা পড়েছিল। পুলিশের সন্দেহ, যুবকটি মেয়েটিকে নিয়ে ভুটান সীমান্তের দিকে পালিয়ে যেতে পারে। ভিন রাজ্য সংক্রান্ত জটিলতার কারণে অনুসন্ধানে কিছুটা বিলম্ব হলেও, সাব্রুম থানার পুলিশ এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক -এর তত্ত্বাবধানে জোর ততপরতা অব্যাহত রয়েছে।এদিকে, নিখোঁজের সাতদিন পার হলেও কোনও খবর না মেলায. দুপুরে বৈষ্ণবপুর এলাকার গ্রামবাসীরা সাব্রুম থানায় জমায়েত হয়। এর মধ্যেই নন্দিতার মা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে তড়িঘড়ি সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবার জানিয়েছে, মেয়েটির কোনও খবর না পাওয়ায় আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, কেন্দ্রীয় চাইল্ড রাইস্ট প্রোটেকশন ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তাদের সহযোগিতায় নন্দিতাকে উদ্ধারের বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, আন্ত ঃ রাজ্য সহযোগিতার মাধ্যমে দ্রুত মেয়েটিকে খুঁজে আনার চেষ্টা চলছে।

কটাক্ষ রাহুল সিনহার

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, (হি.স.)ঃ কাকদ্বীপ থানার ওসি কালী মাতাকে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রিজন ভ্যানে লাথি মারেন। যা ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের সামিল। কাকদ্বীপে মা কালীর মূর্তি ভাঙচুর এবং পরবর্তীতে বিজেপির উপর দায় চাপানোর প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন শনিবার এ কথা বলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং দলের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।

Name Change

I, Sanjay Kumar Daga (old name) son of Manak Chand Daga, residing at 106, Kiran Chandra Singha Road, 2nd Floor, Block – B 10, Flat – E, Howrah -711102, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Daga (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 24/10/2025. Sanjay Kumar Daga and Sanjay Daga both are same and one identical person.

Name Change

I, NUR SELIM SEKH (Old Name) S/o- NURAI SEKH Residing at, Vill- Halsanapara, Post- Chowrigachha, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742405, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NUR SELIM SEKH To NURSELIM SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NURSELIM SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Oct 2025, NURSELIM SK and NUR SELIM SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, UMA GARG (OLD NAME) W/O DEVENDRA KUMAR AGARWAL , RESIDING AT, GD 71 , SECTOR III, SALT LAKE CITY , KOLKATA - 700106,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UMA AGARWAL (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 24/10/2025 , UMA AGARWAL (NEW NAME) AND UMA GARG (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, SONIRUL SK (OLD NAME) S/O-GAFFAR SEKH residing at VILL-HIKAMPUR PO-MUKTINAGAR , P.S BERHAMPORE, DIST-MURSHIDABAD PIN-742102, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name from (old name) SONIRUL SK to (new name) SANIRUL SEKH and henceforth I shall be known as (new name) SANIRUL SEKH in all purpose , vide an affidavit before the SDEM court at Berhampore Dist-Murshidabad dated on 16/09/2025.(new name) SANIRUL SEKH & SONIRUL SK (old name) both name are same and one identical person.

দুর্যোগ কাটিয়ে রোদ ঝলমলে পাহাড়ের আকাশ! শুরু হয়েছে রিভার র‍্যাফটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর ঃ বর্ষা বিদায়ের সঙ্গেই শীতের অপেক্ষায় দিন গুনছে মানুষ। এখন থেকেই বহু জায়গায় অল্প ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। তবে শিলিগুড়িতে গরম কমছে না। আকাশ পরিস্কার। সকাল থেকে চড়া রোদ। তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রি। দার্জিলিংয়ে মনোরম আবহাওয়া। হালকা মেঘ। নীল আকাশ। তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি। কালিম্পংয়েও দেখা গেছে প্রায় একই ছবি। পরিস্কার আকাশ, হালকা মেঘ। তার আড়ালে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। তাপমাত্রা ১৯-২০ ডিগ্রি। জলপাইগুড়িতেও রোদ ঝলমলে পরিস্কার আকাশ রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১.০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ডুয়ার্সেও আকাশ পরিস্কার। তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রি। আলিপুরদুয়ারেও আকাশেও ঝলমল করছে রোদ। তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রি। কোচবিহারেও রৌদ্রজ্বল পরিস্কার আকাশ রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর দিনাজপুরেও দেখা গেছে একই ছবি। সেখানেও পরিস্কার আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইসলামপুরেও ক্ষেত্রেও আবহাওয়া ব্যতিক্রম নয়। পরিস্কার রোদ ঝলমলে আকাশ রয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গঙ্গারামপুরের আকাশও পরিস্কার। গঙ্গারামপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে দক্ষিণ দিনাজপুরেও রোদ ঝলমলে পরিস্কার আকাশ। বালুরঘাটে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে জেলায় ২১.০৯ ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে, সেই সঙ্গে আবার শুরু হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত রিভার র‍্যাফটিং। দুর্গাপুজোর সময় অতিবৃষ্টির জেরে তিস্তায় র‍্যাফটিং বন্ধ ছিল। তবে আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়ায় পুনরায় চালু হয়েছে এই জনপ্রিয় অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্ট। জিটিএ পর্যটন দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, নিরাপত্তা বিধি কঠোরভাবে মেনে রবিবার থেকে র‍্যাফটিং চালু করা হয়েছে। লাইফ জ্যাকেট, হেলমেট, এবং নদীতে নামার আগে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গাইডদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর আবার র‍্যাফটিং শুরু হওয়ায় পর্যটকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকেরা তিস্তায় র‍্যাফটিংয়ের অভিজ্ঞতা নিতে মুখিয়ে আছেন। তিনি আরও জানান, এবারের মরশুমে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ দলও মোতায়েন করা হয়েছে। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার অন্যতম আকর্ষণ হল তিস্তায় রিভার র‍্যাফটিং। প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক এই রোমাঞ্চকর খেলায় অংশ নেন। দুর্গাপুজোর পর থেকেই পাহাড়ি এলাকায় পর্যটনের জোয়ার দেখা গেছে, আর সেই উচ্ছ্বাস আরও বাড়িয়ে তুলছে র‍্যাফটিং পুনরায় শুরু হওয়া। পর্যটন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, র‍্যাফটিং শুরু হওয়ায় স্থানীয়দের আয়ও বাড়বে। গাইড, বোট চালক থেকে শুরু করে লজ ও রেস্তরাঁ মালিক-সবাই আশাবাদী, এবার শীতের মরশুমে তিস্তায় র‍্যাফটিং ঘিরে আবার জমজমাট হয়ে উঠবে পাহাড়ের পর্যটন।

২০০ বছরের প্রাচীন কান্দির পাল বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কান্দি, ২৫ অক্টোবর ঃ বাংলার বুকে পালিত নানা উৎসবের জুড়ি মেলা ভার। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা কাটিয়ে বাঙালি এবার দেবী জগদ্ধাত্রীর অপেক্ষায়। মা কালীর বিসর্জনের পরই হৈমন্তিকার আরাধনায় মেতে ওঠে বঙ্গবাসী। চন্দননগর বা কৃষ্ণনগরের শুধু জগদ্ধাত্রী পুজো নয়। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরের পাল বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো ২০০ বছরের প্রাচীন। অন্নদাশঙ্কর পাল এই পুজো প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে এক দিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পুজো হলেও পরের দিন হয় দশমী পুজো। পুজো উপলক্ষ্যে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয় সব রীতিনীতি। দশমীর দিনে সন্ধ্যায় হয় প্রতিমা নিরঞ্জন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য। নবমী তিথিতে দিনভর চলে পুজো। এই পাল বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা সমান আকর্ষণীয়। এক একটি প্রতিমার শোভাযাত্রা হয় দেখার মত। সঙ্গে থাকে আলোকসজ্জা এবং নানা ধরনের বাজনা। যেমন ব্যান্ড, তাসা ইত্যাদি। বিসর্জন উপলক্ষ্যে মেলে প্রশাসনের বিশেষ সহযোগিতা। শাস্ত্র জানাচ্ছে, দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপ উজ্জ্বল। তাঁর তিনটি চোখ, চারটি হাত। চার হাতে শঙ্খ, ধনুক, তীর এবং চক্র। শঙ্খ শব্দের প্রতীক, শব্দই নাদ, নাদই ব্রহ্ম। দেবী বাক্ রূপেও নিজেকে প্রকাশ করেন। দেবীর হাতের ধনুকটি হল অসীম চৈতন্যশক্তির প্রতীক। সেই চেতনা যখন ক্রিয়াশীল হয়, তখন মানুষের লক্ষ্য হয় প্রাপ্তি। যশ-অর্থ-মোক্ষ! প্রাপ্তির শেষ নেই। সেই প্রাপ্তির দিকে তাকিয়েই থাকে তীর বা বাণ। ধনুকের ছিলাটিও প্রতীকী। এটি জগজ্জননী বেঁধে দেন সাধুজনের অন্তরে।

পদ্মের ভেতরে দ্বন্দ্ব- কেশিয়াড়িতে বিজয়া অনুষ্ঠান দ্বৈরথ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৫ অক্টোবর ঃ নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য রাজ্যের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেছে। কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ধরা পড়ে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যেখানে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করেছে, তার মাত্র ৫০০ মিটার দূরে একই অনুষ্ঠান করছেন দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। উল্লেখযোগ্য, এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি বেশি। ঘটনা বিজেপির জন্য চাপের হলেও তাঁরা তা প্রকাশ করতে চাননি। অন্যদিকে, এই ঘটনায় তৃণমূলে খুশির সুর দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি দলের অফিশিয়াল গোষ্ঠী তথা কেশিয়াড়ি চার নম্বর মণ্ডল কমিটি বিজয়া সম্মিলনী পালন করে কেশিয়াড়ি হাইস্কুলে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সে দিনই তার ৫০০ মিটার দূরে কেশিয়াড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী, বিজেপির মৌমিতা সিংহ বিজয়া সম্মিলনীর ডাক দেন। যেখানে হাজির ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা গৌরীশঙ্কর অধিকারী এবং গত বিধানসভায় নারায়ণগড়ের বিজেপি প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরি। শুধু তাই নয়, নারায়ণগ।, দাঁতন, মোহনপুর-সহ সর্বত্রই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বিজয়ী সম্মিলনী করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। বিজেপি সূত্রে খবর, দলের বিজয়া সম্মিলনী এখনও চলবে। কেন দলের অফিশিয়াল গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে আলাদা ভাবে বিজয়া সম্মিলনী করছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গৌরীশঙ্কর বলেন, 'বর্তমানে দলের যে কমিটি রয়েছে, সেখানে দলের পুরোনো কর্মী বা প্রকৃত সংগঠক নেই। বর্তমান কমিটি একটি নিজস্ব গোষ্ঠী তৈরি করে তাঁদের আমন্ত্রণ করছেন। প্রকৃত কর্মীরা কী করবেন? তাই আমরা সব কর্মীদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী করছি।' রমাপ্রসাদের কথায়, 'সংগঠনের নামে সংগঠনের অর্থ তছরুপ করাই প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান কমিটির। তাই প্রকৃত বিজেপি কর্মীরা ওঁদের সঙ্গে নেই। আমরা যেখানে অনুষ্ঠান করছি, সেখানে কর্মী বেশি থাকছে। তাই সর্বত্রই আমরা বিজয়া সম্মিলনী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিজেপিতে পুরোনো ও নব্য নেতা-কর্মীর লড়াইটা অনেক দিনের। তবে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলায় লড়াইটা একটু অন্যরকম। একসময়ে জেলা সংগঠনের মূল রাশ ছিল দিলীপ ঘোষের হাতে। তিনি রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন তা তৈরি করেন। কিন্তু তিনি এখন আর খ।গপুরের বিধায়কও নন। মেদিনীপুরের সাংসদও নন। রাজ্য সভাপতিও নন। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দিলীপ। প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকেও তিনি ডাক পাননি।

দাসপুরে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ গ্রেফতার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৫ অক্টোবর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর পুলিশ শুক্রবার গভীর রাতে চাইপাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে নেশার জন্য ব্যবহৃত নিষিদ্ধ কাশি সিরাপের একটি বড় চালান উদ্ধার করেছে। এই অভিযানে পুলিশ তিন চোরাচালানকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অবৈধ মাদক পাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দাসপুর থানার ইনচার্জ অঞ্জনি কুমার তিওয়ারি, সেকেন্ড অফিসার তরুণ কুমার হাজরা, এসডিপিও দুর্লভ সরকার এবং বিডিও প্রবীর কুমার শিটের নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল শুক্রবার রাতে চাইপাট এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা জয়মাল্য পাল, সৌগত মাইতি এবং প্রসেনজিত জানা। পুলিশ তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অবৈধ মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল। এসডিপিও দুর্লভ সরকার জানিয়েছেন যে অভিযুক্তদের শনিবার আদালতে হাজির করা হবে। তিনি আরও বলেন যে পুলিশ এই ধরনের মাদকের অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান অব্যাহত রাখবে।

কেরালা থেকে বাড়ি ফেরার পথে খুন যুবক, ওড়িশায় মিলল দেহ

তরুণ রায়, আলিপুরদুয়ার, ২৫ অক্টোবর ঃ ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিল আলিপুরদুয়ারের এক যুবক। বাড়ি ফেরার পথে তিনি ট্রেন থেকে নিখোঁজ হন। পরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। অভিযোগ, মুখে পাথর গুঁজে এবং গলায় দড়ি পেঁচিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় ওই দেহ পাওয়া যায়।

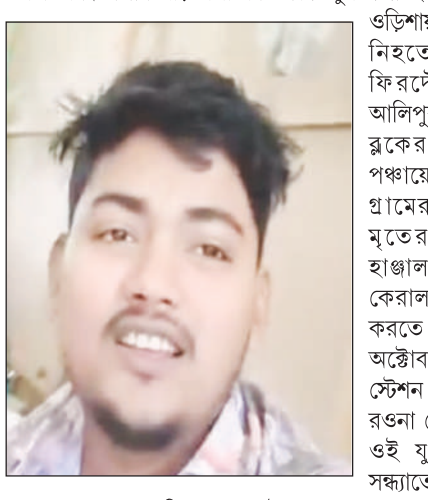

নিহতের নাম হাঞ্জালা ফিরদৌস। তিনি আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের লছমনডাবরি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। মৃতের পরিবারের দাবি, হাঞ্জালা দেড় মাস আগে কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিল। গত ১২ অক্টোবর কেরালার কল্লোল স্টেশন থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন বছর ২১ বয়সের ওই যুবক। ১৩ তারিখ সন্ধ্যাতেও তাঁর সঙ্গে বাড়ির লোকেরা কথা বলেছিলেন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। সেসময় তিনি ট্রেনে ছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে আর তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি! মোবাইল ফোনেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি! ১৫ তারিখেও বাড়িতে না পৌঁছানোয় জিআরপির স্থানীয় থানায় ওই পরিবার অভিযোগ জানায়। গতকাল, শুক্রবার ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে গঞ্জম জেলায় দেহ পাওয়া গেছে। ওড়িশা পুলিশ বাড়িতে ওই দু ঃসংবাদ জানিয়েছে। হাঞ্জালাকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। তাঁর মুখে পাথর ভরা ছিল! গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো ছিল বলে খবর। কিন্তু কী কারনে খুন? ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নাকি জিনিসপত্র লুটের জন্য খুন? সেই প্রশ্ন উঠেছে। মৃত শ্রমিকের মাসি নুরজাহান বেগম বলেন, আমরা ওড়িশা থানা থেকে জানতে পেরেছি যে হাঞ্জালাকে খুন করা হয়েছে। সিআইডি তদন্ত দাবি করছি। ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা এভাবে অত্যাচারের শিকার হলে সাধারণ মানুষ বাঁচবে কীভাবে? ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। বাড়িতে মৃত শ্রমিকের আট মাসের অন্ত ঃস্বত্তা স্ত্রী রয়েছেন। শোকে পাথর পরিবারের সদস্যরা। মৃতদেহ আনতে ফালাকাটা থেকে ওই শ্রমিকের বাবা ও পরিবারের অন্যান্যরা ভুবনেশ্বর রওনা হয়েছেন।

জাল জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি হচ্ছিল হাসপাতালেই! গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর ঃ জাল জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি হচ্ছিল হাসপাতালেই! অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এবার পুলিশের জালে হাসপাতালের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। ধৃতের নাম পার্থ সাহা। এর আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নবজিত গুহ নিয়োগী অন্য একজনকে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে। ঘটনায় আর কারা জড়িয়ে? চক্রের জল কত দূর ছড়িয়ে? সেই বিষয়ে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে জাল জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি হচ্ছে। সেই অভিযোগ উঠেছিল। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে একাধিক তথ্য সংগ্রহ করে। হাসপাতালের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ সাহা নামে এক যুবক ওই কাজের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ ওঠে। নবজিত গুহ নিয়োগী নামে এক যুবকের নামও উঠে আসে। তিনি নকশালবাড়ি বিডিও অফিসে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে কর্মরত। তাঁকে গ্রেপ্তার করে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। জানা যায়, ৪৫০টি জাল জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি হয়েছিল। ওই জাল নথি পরবর্তীতে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড-সহ অন্যান্য সরকারি নথি তৈরিতে ব্যবহার হত বলে অভিযোগ। এই জাল শংসাপত্র তৈরিতে মোটা টাকা নেওয়া হত বলেও অভিযোগ। জেরায় নবজিত জানিয়েছে, প্রতিটি শংসাপত্র তৈরির জন্য পার্থ তাঁকে কয়েক হাজার টাকা করতে দিত। ঘটনা জানাজানির পরই গা ঢাকা দিয়েছিলেন পার্থ। এবার তাঁকেও গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতকে জেরা করে আরও তথ্য জানার চেষ্টায় তদন্তকারীরা। ওই যুবককে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চায় পুলিশ।

স্কুলে প্রধান শিক্ষক ঢুকতেই তালা লাগলেন গ্রামবাসীরা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৫ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর ছুটি শেষে শনিবার স্কুল খুলতেই বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের মুস্কিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওবাইদুর রহমান। জেলা শিক্ষা দপ্তর থেকে তাঁর বদলির নির্দেশিকা জারি হয়ে যাওয়ার পরও প্রধান শিক্ষক কেন স্কুলে ঢুকছেন এই প্রশ্ন তুলে শনিবার বিক্ষোভ দেখান মুস্কিনগরের কয়েকশো বাসিন্দা। প্রধান শিক্ষককে স্কুল চত্বর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেও তিনি রাজি না হওয়ায় বিক্ষোভরত গ্রামবাসীরা স্কুলের দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। যদিও পরবর্তীকালে অন্যান্য গ্রামবাসীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ফরাক্কা ব্লকের মুস্কিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমানে প্রধান শিক্ষক ছাড়াও তিনজন সহকারী শিক্ষক এবং দু'জন প্যারা টিচার রয়েছেন। ফরাক্কা ব্লকের শাসক দলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা মুস্কিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওবাইদুর রহমানের বিরুদ্ধে স্কুলের মিড ডে মিলের টাকা তছরূপ সহ আরও একাধিক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় মাস সাতেক আগে জেলা শিক্ষা দপ্তর তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। শিক্ষা দপ্তরের আভ্যন্তরীণ তদন্তে প্রধান শিক্ষক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ফরাক্কা ব্লকের গাজীনগর - মহাদেবনগর এলাকার বাসিন্দা ওবাইদুর রহমানকে সাগরদিঘি ব্লকের একটি প্রাথমিক স্কুলে বদলি করে দেওয়া হয়। শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, ওই বদলির নির্দেশিকা পাওয়ার পর ওবাইদুর রহমান সাগরদিঘির স্কুলে যোগদান করেননি। নিজের বদলির নির্দেশিকা বার হওয়ার পর ওই শিক্ষক অসুস্থতার কারণে ছুটিতে চলে যান। তারপর থেকে শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে শরিফুল হক নামে মুস্কিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বভার সামলাচ্ছিলেন। দীর্ঘদিন ওবাইদুর রহমান স্কুলে না আসায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমা হয়েছিল। শনিবার স্কুল খুলতে

হঠাৎই ওবাইদুর রহমান সেখানে এসে হাজির হন। তাঁকে স্কুলে ঢুকতে দেখে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। গ্রামবাসীদের দাবি জানাতে থাকেন, ওবাইদুর রহমান একজন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান শিক্ষক। তিনি থাকলে স্কুলে ছাত্রদের পঠন- পাঠন হচ্ছিল না। তাই তারা ওবাইদুর রহমানকে স্কুলে কোনওরকম কাজ করতে দেবেন না। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের পর ওবাইদুর রহমান বলেন, 'শিক্ষা দপ্তরে তরফ থেকে আমার বদলির নির্দেশিকা বার হলেও আমার রিলিজ অর্ডার এখনও বার হয়নি। আমি এই স্কুলের দায়িত্বভার এখনও কোনও শিক্ষকের হাতে তুলেও দিইনি।' তিনি জানান, 'এতদিন আমি চিকিৎসার জন্য ছুটিতে ছিলাম। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যে কোনও ছুটি থেকে আসার পর আগে নিজের পুরনো কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে হয়। তারপরে নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়া যায়।'

মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বিখ্যাত তুলাইপাঞ্জি ও চিনি আতপ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বাজারে হু হু করে বেড়ে চলেছে চালের দাম। বিখ্যাত তুলাইপাঞ্জি চাল ও চিনি আতপ চালের বাজারদর প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে গত বছরের তুলনায়। এর পাশাপাশি বাসমতি ও কাটারি ভোগের দামও যথেষ্টই ঊর্ধ্বমুখী। ভাল মানের চাল কিনতে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নাভিশ্বাস উঠেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ অঞ্চল মূলতঃ তুলাইপাঞ্জি ধানের উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। তবে হেমতাবাদ, ইটাহার, কালিয়াগঞ্জের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশুমন্ডিতেও এই চালের কিছুটা উৎপাদন হয়। কিন্তু বর্তমানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তেও এর চাষ হচ্ছে। সুগন্ধি ও স্বাদের জন্য তুলাইপাঞ্জি ও চিনি আতপ চালের চাহিদা রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশজুড়ে ছড়িয়েছে। এইবিষয়ে ক্রেতাদের পক্ষ থেকে জানা গেছে, পূর্বে তুলাইপাঞ্জি ১২০ টাকায় মিলত, এখন ১৭০ টাকায় বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা। তাই বাধ্য হয়ে ৮০ টাকায় বাসমতি নিতে হয়েছে। কাটারি চালের দামও এক বছরে ৬৫ থেকে ৯৫ টাকায় পৌঁছেছে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এ বছরের মূল্যবৃদ্ধির পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। আবহাওয়ার খামখেয়ালির জেরে উৎপাদন কমে যাওয়া, সরকারি মজুদ হ্রাস, দালাল ও ফড়েদের দৌরাত্ম্য এবং পরিবহন খরচ বৃদ্ধি প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। পাশাপাশি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিশ্ববাজারে চালের চাহিদা বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। বিগত বছর ভাল মানের যে তুলাইপাঞ্জি চালের দাম ছিল প্রতি কেজি ১১০ থেকে ১৩০ টাকা, তা এখন বাজারে ২০০ টাকায় বিকোচ্ছে। চিনি আতপ চালও ব্যতিক্রম নয়। গতবছর ৮০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে বিক্রি হওয়া চাল এখন ১৬০ থেকে ১৭০ টাকায় মিলছে। ফলস্বরূপ, সাধারণ ক্রেতারা সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছেন। তাদের দাবি, কালোবাজারি হচ্ছে কিনা প্রশাসন খোঁজ নিক। যদি দ্রুত প্রশাসনিক উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তবে উৎসবের মরসুমে নিত্যপ্রয়োজনীয় চালের দাম আরও বাড়তে পারে, যা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের খরচে বড় ধাক্কা দেবে। তবে, শস্য বিশেষজ্ঞদের মতে, দামের ওঠানামা মূলতঃ নির্ভর করে জোগান ও চাহিদার ভারসাম্যের উপর। এবার উৎপাদন কম হওয়ায় সরবরাহে ঘাটতি তৈরি হয়েছে। আমন ধান উঠলে আশা করা যায় দাম কিছুটা স্থিতিশীল হবে।

উৎসবের আনন্দে অন্ধকার! কার্বাইড গানে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পথে ৯ শিশু-কিশোর

সুদীপ্ত লাহিড়ী, মালদা, ২৫ অক্টোবর ঃ মধ্যপ্রদেশের পর এবার বাংলাতেও আতঙ্কের নাম কার্বাইড গান! উৎসবের আনন্দ করতে গিয়ে চোখের মারাত্মক ক্ষতির মুখে মালদার শিশু ও কিশোরসহ ৯ জন। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জেলার বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসকেরা। মালদার চক্ষুবিশেষজ্ঞ দেবদাস মুখার্জির কাছে পাঁচজন, মলয় সরকারের কাছে একজন এবং সৌরভ পোদ্দারের কাছে দুইজনের চিকিৎসা চলছে। এক চিকিৎসকের দাবি, মানিকচকের মহানন্দটোলা এলাকার এক শিশুকে চিকিৎসার জন্য পরিবারের সদস্যরা নেপালে নিয়ে গেছেন। মালদার খ্যাতনামা চক্ষু বিশেষজ্ঞ দেবদাস মুখোপাধ্যায়ের কাছে চোখ দেখাতে আসে বছর তেরোর কিশোর আকাশ বিশ্বাস। তার বাড়ি গাজোলের প্রত্যন্ত গ্রামে। ওই কিশোর বলে, আমি ইউটিউব দেখে বাড়িতে থাকা খালি জলের বোতল আর কার্বাইড দিয়ে ওই বন্দুক বানিয়ে ছিলাম। গ্যাসের ওভেন ধরানোর লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালাতেই বিস্ফোরণ। আমার চোখে আঘাত লাগে। বাড়িতে এসে জল দিয়ে বারবার চোখ ধুয়েছি। কিন্তু এখনও সব ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছি না। হবিবপুরের বছর কুড়ির তরুণ কিশোর বিশ্বাসের চিকিৎসা চলছে চক্ষু চিকিৎসক সৌগত পোদ্দারের কাছে। কিশোর বিশ্বাস জানান, তাঁদের গ্রামেরই একজন কার্বাইড গান তৈরি করেছিলেন। তাতে আগুন ধরে যায়। নেভানোর সময় হাত লেগে যায় কার্বাইডে। ভুলবশত সেই হাত চোখে লাগে। তারপর থেকেই সমস্যা বেড়ে যায়। এখন চোখে ঝাপসা দেখছেন বলেই জানান তিনি। চিকিৎসক সৌগত পোদ্দার বলেন, গাজোলের ভৈরব রায় নামে এক শিশু এসেছিল চিকিৎসা করাতে। তার রেটিনার ৮০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত। কার্বাইড গান কীভাবে বানাতে হয়, সে সম্পর্কে তথ্য এখন খুব সহজেই ফেসবুক ও ইউটিউবের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে- আর সেটাই বাড়িয়ে তুলছে বিপদ। স্রেফ একটি প্লাস্টিকের পাইপে কার্বাইড দিয়ে তার উপর সামান্য জল ফেলেই, পাইপ ঝাঁকালেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। চিকিৎসকদের মতে, কার্বাইড গান কোনও খেলনা নয়, এটি আসলে একটি বিপজ্জনক বিস্ফোরক। তাই অভিভাবকদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি সন্তানদের বোঝানো উচিত-এই 'খেলা' আসলে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ।

আমদানি বাড়তেই কমেছে কলার কাঁদির দাম, খুশি ক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৫ অক্টোবর ঃ আগামী সোমবার, ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় ছট পুজো উপলক্ষ্যে নদী ও পুকুর ঘাট জুড়ে উপচে পড়বে ভক্তদের ভিড়। সূর্যদেবতার আরাধনায় বিশেষ ভূমিকা রয়েছে আস্ত কাঁদি চাঁপা কলার। পুজোর অন্যতম প্রধান উপকরণ হিসেবে প্রতিটি ভক্ত পরিবারেই লাগে এই কলা। আর সেই কারণেই প্রতিবছর এই সময়ে কলার চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এবারও সেই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে নদীয়ার মাজদিয়া বাজারে। গত দুই দিন ধরে মাজদিয়া সবজি আড়তে প্রচুর পরিমাণে আসছে চাঁপা কলার কাঁদি। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, এই বছর বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং নদীয়ার স্থানীয় চাষিদের কাছ থেকেও প্রচুর পরিমাণে কলা আমদানি হয়েছে। ফলে বাজারে সরবরাহ অনেকটাই বেড়েছে। গত বছর যেখানে এক কাঁদি চাঁপা কলার দাম উঠেছিল ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত, সেখানে এ বছর সেই দাম নেমে এসেছে ১০০ থেকে ২০০ টাকায়। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হওয়ায় দাম এতটা কমে গেছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। মাজদিয়া আড়তের এক পাইকারি ব্যবসায়ী বলেন, এইবার আমদানি অনেক বেশি হয়েছে, তাই দাম পড়ে গেছে। আমরা লোকসানেই বিক্রি করছি। অন্যদিকে ক্রেতাদের মুখে কিন্তু হাসি। স্থানীয় এক ক্রেতা জানান, প্রতিবছর ছট পুজোর আগে কলার দাম অনেক বেড়ে যায়, এবার সস্তায় কিনতে পেরে খুশি। চাহিদা কম নয়, কিন্তু অতিরিক্ত সরবরাহে বাজারের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে-এমনটাই মত আড়তদারদের। তবে ব্যবসায়ীদের আশা, পুজোর আগের দিন ভিড় বাড়লে বিক্রির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। তবুও সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে, এ বছরের ছট পুজোয় ক্রেতারা যেমন সস্তায় উপকরণ পাচ্ছেন, তেমনি ব্যবসায়ীদের মুখে চিন্তার ভাঁজ গভীর হচ্ছে।

হাওড়া-পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ফের চলবে সময় মতো! সমস্যার সমাধানের আশ্বাস ডিআরএমের

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ২৫ অক্টোবর ঃ পুরুলিয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনটি দীর্ঘদিন ধরেই নির্ধারিত সময়সূচি মেনে চলছে না। প্রায় প্রতিদিনই নির্ধারিত সময়ের তুলনায় দেরিতে ছাড়ছে ও দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছচ্ছে ট্রেনটি। এর ফলে সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী, সবাই এই অনিয়মিত পরিষেবার কারণে নানা সমস্যায় পড়ছেন। যাত্রীদের অভিযোগ, দৈনন্দিন কাজে আমাদের প্রায় প্রতিদিনই কলকাতায় যাতায়াত করতে হয়। যার জন্য বিশেষ করে এই ট্রেনই আমাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই ট্রেনটি নিয়মিত বিলম্বের কারণে আমাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। ট্রেন যাত্রীরা, রেলের প্রতি দাবি জানিয়েছেন, দ্রুত ট্রেনটির সময়সূচির অনিয়ম দূর করতে এবং পুনরায় নির্ধারিত সময়ে ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করতে, যাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের স্বস্তি ফিরে আসে। যদিও এই বিষয়ে আদ্রা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) মুকেশ গুপ্তা বলেন, পুরুলিয়া-হাওড়া এক্সপ্রেসের কোচগুলো বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয়। সেই কারণেই বেশিরভাগ সময় ট্রেনটি বিলম্বিত হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন কোচ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি, যাতে দ্রুত এই সমস্যা মিটে যায়। তবে এখন দেখার বিষয়, রেল প্রশাসনের এই আশ্বাস বাস্তবে কখন কার্যকর হবে এবং যাত্রীরা কতদিনের মধ্যে দীর্ঘদিনের এই ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাবে। সেই আশায় এখন দিন গুনছেন ট্রেন যাত্রীরা।

বাবাকে কুপিয়ে খুন করল ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ২৫ অক্টোবর ঃ বাবাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। শনিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার বাঁশপোখর এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম জামিল আকতার বয়স আনুমানিক (৬০)। অভিযুক্ত ছেলে মুজাহিদ আলমকে আটক করেছে পুলিশ। ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন দাবি পরিবারের। পরিবার সূত্রে জানা গেছে শনিবার ভোররাতে আচমকায় জামিল আকতারের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ছেলে। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের বাবাকে কোপাতে শুরু করে। চিৎকার চেঁচামেচিতে পরিবারের লোকজন ছুটে আসলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে গলার উপরের অংশে গভীর আঘাত থাকায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জামিল আকতারের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মর্গে পাঠিয়েছে। শনিবার সকালে অভিযুক্ত ছেলে মুজাহিদ আলমকে আটক করে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সনাতন মণ্ডল বিগত ইংরাজি ০৬.০৪.২০০৭ তারিখে ৪৯৪২ দলিল মূলে নলিনী উপসামীর পক্ষে আমোক্তার শ্রী পঙ্কজ উপাসামী পাওয়ার নং ১৮৫০ / ২০০৭ এর নিকট হইতে সাঁতরাগাছি মৌজায় জে. এল. নং- ৪ ভুক্ত এল আর ৪৬৫৬ নং খতিয়ানভুক্ত আর এস ও এল আর ১৭২৯৭ নং দাগে ৪০০ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি জগাছা বি. এল. এন্ড আর ও বেলুড় হাওড়া অফিসে মিউটেশান এর জন্য আবেদন করিয়াছেন। যদি উক্ত আমোক্তারদাতা বা অন্য ব্যক্তির কোনরকম অভিয়োগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে ১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Office of the
PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT
UTTAR JHAPORDAH, DOMJUR, HOWRAH
Email ID: - parbatipurgp11@gmail.com & parbatipurgrampanchayat@gmail.com
ph. No. (033) 2670-4004

PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT UNDER DOMJUR PANCHAYAT SAMITY INVITES E TENDER VIDE E NIT – **PGP /APAS/ 154-155-156 / 2025 DATED 24/10/2025 (19 NOS OF WORKS)** { BOOTH NO – 69 / 70 / 71 } BID STARTING DATE **25/10/2025** & SUBMISSION OF LAST DATE **14/11/2025 UPTO 09.00 AM** , BID OPENING DATE **17/11/2025** , FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT **https://wbtenders.gov.in .**

Pradhan
Parbatipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/ NIT(e)-41/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O- Para, District- Purulia, **28(Twenty-eight)** nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **25.10.2025 up to 13.11.2025 15.55 PM**. Bid submission starting from **25.10.2025 up to 13.11.2025 at 15:55 PM**. And Opening on **15.11.2025 at 16:00 A.M**. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

ক্লাস’ বোঝালেন রোহিত-কোহলি

ভারত ৯ উইকেটে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ঃ ২৩৬ (রেনেশ ৫৬, মার্শ ৪১, হর্ষিত ৪-৩৯)
ভারত ঃ ২৩৭-১ (রোহিত ১২১, বিরাট ৭৪)

২৫ অক্টোবর ঃ ‘ফর্ম টেম্পোরারি। ক্লাস পার্মানেন্ট।’ ক্রিকেটের বহু ক্লিশে হয়ে যাওয়া প্রবাদ। কিন্তু কখনও কখনও এই ‘ শব্দগুলিও বড্ড টাটকা লাগে। আসলে পুরনো হয়ে যাওয়া মানেই তো সবকিছুকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া যায় না। যেমনটা ফেলে দেওয়া যায় না রোহিত শর্মা বা বিরাট কোহলিদের মতো ‘ ব্যাটারদের। অন্তত ওয়ানডে ফরম্যাটে যে তাঁরা এখনও অপ্রতিরোধ্য এবং অতুলনীয়, সেটা অজিদের বিরুদ্ধে সিডনিতে আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন দুই মহারথী। তাঁদের চওড়া ব্যাটেই ভারত অনায়াসে তৃতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিল।এমনিতে অজিদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচের গুরুত্ব ছিল একটা জায়গাতেই। সেটা হল হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় যেন টিম ইন্ডিয়াকে মুখ ঢাকতে না হয় সেটা নিশ্চিত করা। তবে বিরাট এবং রোহিতদের জন্য এই ম্যাচের গুরুত্ব আরও ঢের ঢের বেশি ছিল। যারা তাঁদের ফর্ম নিয়ে, ফিটনেশ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছিল। যারা প্রশ্ন তুলছিল, দলে জায়গা হওয়া নিয়ে তাঁদের সব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ছিল। হ্যাঁ, রোহিত শর্মা আগের দিন ৭৩ রান করেছিলেন বটে। কিন্তু তাঁকে স্বাভাবিক ছন্দের ধারেকাছে মনে হয়নি। আর বিরাট গোটা সিরিজই ছিলেন রানহীন। সেই দুই তারকাই ‘ লজ্জা থেকে বাঁচালেন টিম ইন্ডিয়াকে। সিডনিতে প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া অল আউট হয় ২৩৬ রানে। কোচ গৌতম গম্ভীরের ‘ মর্যাদা রেখে ৪ উইকেট তুললেন হর্ষিত রানা। ট্র্যাভিস হেড ও মিচেল মার্শ শুরুটা খারাপ করেননি। ১০ ওভারের মধ্যে ৬০-র উপরে রান উঠে যায়। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ধাক্কা দেন মহম্মদ সিরাজ। তিনি হেডকে ফেরান। মিচেল মার্শকে (৪১) ফেরান অক্ষর প্যাটেল। মাঝে ম্যাট রেনশ ৫৬ রানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটন সুন্দর রেনশ ও ম্যাট শর্টকে আউট করার পর অস্ট্রেলিয়ার বড় রানের আশা শেষ হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় হর্ষিতের ম্যাজিক। অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, মিচেল আওয়েন ও শেষে জস হ্যাজেলউডকে ফেরান হর্ষিত। মিচেল স্টার্ককে আউট করেন কুলদীপ। অন্যদিকে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বলে আউট হন নাথান ইলিস। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস থামে ২৩৬ রানে।

টার্গেট ছিল ২৩৭। বিরাট কিছু নয় ঠিকই। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচে ভারতের ব্যাটিংয়ের যা হাল ছিল, তাতে টেনশনের চোরাস্রোত তো একটা ছিলই। তবে রোহিত এবং কোহলির অনবদ্য ইনিংস সেই টেনশনকে ধারেকাছে আসতে দেননি। শুরুতে অধিনায়ক গিলের সঙ্গে ৬৯ রানের জুটি করেন রোহিত। গিলের উইকেটের পর বিরাট এসেও স্বচ্ছন্দে ব্যাটিং শুরু করেন। দুই মহারথীর জুটিই অনায়াসে ভারতকে পৌঁছে দিল জয়ের লক্ষ্যে। রোহিত নিজের কেরিয়ারের ৩৩তম শতরানটি করলেন। আর বিরাট অপরাজিত থাকলেন ৭৪ রানে। দুই তারকার এই জুটি দেখে মনে হল, ব্যাটিংটাই বুঝি পৃথিবীর সহজতম কাজ। দুই মহারথী এদিন নিজেদের মধ্যে ১৯তম সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ করলেন। যা ক্রিকেট ইতিহাসে তৃতীয় সর্বাধিক। দুই তারকাই বুঝিয়ে দিলেন, আরও অনেক ক্রিকেট বাকি আছে।

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে বাংলার প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ ৪ / ১৩৫

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি. স.)ঃ ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা ও গুজরাট মুখোমুখি হয়েছে। ঘরের মাঠে বাংলা দলের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ ১৩৫ রান। সিএবি-র সূত্রে জানানো হয়, মধ্যাহ্নভোজের আগে পর্যন্ত ৩৯ ওভারে গুজরাটের বিরুদ্ধেই দ্বিতীয় খেলায় প্রথম দিনে বাংলার দলগত স্কোর। একনজরে, সুদীপ ঘরামি ৫৬ রানে আউট হয়েছে। ক্রিজে সুমন্ত গুপ্ত ১৮ রানে ও অভিষেক পোড়েল ৩০ রানে অপরাজিত রয়েছে। উল্লেখ্য, রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটের দ্বিতীয় খেলায় শনিবার টসে হেরেছে বাংলা সিনিয়র পুরুষ দল। এদিন গুজরাট টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছে এবং ব্যাটিং করার জন্যে বিপক্ষ দলকে ডেকে পাঠিয়ে ওই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এই মুহূর্তে ইডেনে বাংলা দল ব্যাটিংয়ে। প্রসঙ্গত, ইডেন গার্ডেন্সে এর তিন নম্বর গেট ২৫-২৮ অক্টোবর পর্যন্ত খোলা রাখা হয়েছে। সাধারণের জন্য ফের প্রবেশ অবাধ। ক্রিকেটপ্রেমী সুবিধার্থে সিএবি-র ওই সিদ্ধান্ত।

নভেম্বর মাসে কোচিতে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচ স্থগিত

নয়াদিল্লি , ২৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃ লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা আগামী মাসে ভারতে খেলবে না। ১৭ নভেম্বর জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য এই ম্যাচটি এখন ফিফার পরবর্তী আন্তর্জাতিক ম্যাচের সময়সূচীতে অনুষ্ঠিত হবে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রীতি ম্যাচের পৃষ্ঠপোষক রিপোর্টার ব্রডকাস্টিং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আন্তো অগাস্টিন। আন্তো সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন যে ম্যাচের জন্য ফিফার অনুমতি পেতে বিলম্ব হয়েছে। তিনি বলেন, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী যখন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচের ঘোষণা করেন , তখন থেকেই এটি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এমনকি মন্ত্রী নিজেও এক পর্যায়ে ম্যাচটি বাতিল করার কথা বলেছিলেন, কিন্তু আগস্টে এএফএ নিশ্চিত করে যে তাদের দল কোচিতে খেলবে। তবে সম্প্রতি আর্জেন্টিনার গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে নভেম্বরে ভারতের ম্যাচটি হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং এটি কেবল ২০২৬ সালের মার্চ মাসেই সম্ভব হতে পারে।

বাহরিনে বাজিমাত

পুরুষ এবং মহিলা দুই বিভাগেই যুব এশিয়ান গেমসে কবাডিতে জোড়া সোনা ভারতের

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৫ অক্টোবর ঃ যুব এশিয়ান গেমসের কবাডিতে সোনালি সাফল্য ভারতের। বাহরিনে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে জোড়া সোনার পদক পুরুষ এবং মহিলা দল। এশিয়ান গেমসে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৮ দল অংশ নিয়েছিল। দুই দলই অপরাজিত থেকে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে।মেয়েদের দল ফাইনালে ইরানকে ৭৫-২১ ব্যবধানে পরাজিত করে। যা একটা নজিরও। ২০১৩ সালের পর যুব গেমসের কবাডি ফাইনালে এটিই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। রেইডার (আক্রমণভাগের খেলোয়াড়) নেহা প্যাটেল এবং ডিফেন্ডার রিয়া সিং অসামান্য পারফরম্যান্স করেছেন। ফাইনালের আগে একে একে বাংলাদেশ (৪৬-১৮), থাইল্যান্ড (৭০-২৩), শ্রীলঙ্কা (৭৩-১০)-কে হারিয়েছিল ভারতীয় মেয়েরা। কোনও প্রতিপক্ষই পাত্তা পায়নি ভারতীয় প্রমীলা বাহিনীর কাছে। ফাইনালের ঠিক আগেই ইরানকে ৫৯-২৬ ব্যবধানে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। চূড়ান্ত লড়াইয়ে দলগত সংহতির পরিচয় দিয়ে ফের একবার

ইরানকে পরাস্ত করে ভারত। গোটা টুর্নামেন্ট থেকে ভারতীয় মহিলা দলের সংগ্রহ ৩১২ রেইড পয়েন্ট। মেয়েদের ফাইনাল একপেশে হলেও পুরুষ দলের ফাইনাল ছিল রুদ্ধশ্বাস। তবে স্নায়ুর চাপ ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত জয় পায় ভারত। খেলার ফলাফল ৩৫-৩২। ভারত অভিযান শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের বিপক্ষে (৮৩-১৯) জয় দিয়ে। এরপর শ্রীলঙ্কা (৮৯-১৬), পাকিস্তান (৮১-২৬) এবং ইরান (৪৬-২৯), বাহরাইন (৮৪-৪০)-এর বিরুদ্ধে জিতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল ভারতীয় দল। সব মিলিয়ে ৩৮০-রও বেশি রেইড পয়েন্ট অর্জন করে ভারত।

উড়ন্ত মেসির দুরন্ত গোল! মায়ামিকে জিতিয়ে ৯০০ থেকে আর মাত্র ৯ গোল দূরে মহাতারকা

২৫ অক্টোবর ঃ একদিন আগেই ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তিনবছরের দীর্ঘচুক্তি করেছেন। পরদিনই বুঝিয়ে দিলেন এখনও কতটা আগুন রয়েছে তাঁর মধ্যে। জোড়া গোল করে দলকে জেতালেন। কিছুটা স্বভাববিরুদ্ধে ভাবে শূন্যে শরীর ছুঁড়ে হেডে গোল করলেন লিওনেল মেসি। সেই সঙ্গে মেজর লিগ সকারের সর্বকালের রেকর্ডও নিজের নামে করে ফেললেন আর্জেন্তিনীয় কিংবদন্তি। কেরিয়ারে ৯০০ গোল থেকে আর মাত্র ৯ গোল দূরে মেসি। আমেরিকার মেজর লিগ সকারের লিগ পর্বের ম্যাচে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছিল মায়ামি। প্লে অফে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল ন্যাশভিলে। উভয় দলের তিনটি ম্যাচের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে কনফারেন্সের সেমিফাইনালে কে খেলবে? গতবার এই রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছিল মায়ামি। এবার ন্যাশভিলেকে ৩-১ গোলে হারিয়ে এগিয়ে রইল জাভিয়ের মাসচেরানোর দল। যার নেপথ্যে মেসির ম্যাজিক। ঘরের মাঠে ১৯ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন ৩৮ বছর বয়সি মহাতারকা। সাধারণত তাঁকে হেডে গোল দিতে দেখা যায় না। তবে লুইস সুয়ারেজের ভাসানো বল যখন বক্সের এসে পৌঁছে, তখন মেসির চারদিকে কোনও ডিফেন্ডার ছিলেন না। সেই সুযোগ শূন্যে শরীর ছুঁড়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে মায়ামিকে এগিয়ে দেন তাদেও

আয়েন্দে। ৯৬ মিনিটে ন্যাশভিলের ডিফেন্ডার ও গোলকিপারের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগে ফাঁকা গোলে বল ঠেলে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন মেসি। এই নিয়ে মেসির গোল সংখ্যা দাঁড়াল ৮৯১। যেখানে হেডে গোল মাত্র ২৯টি। ম্যাচ শেষ হওয়ার ঠিক আগে ন্যাশভিলের হানি মুখতার একটি গোল শোধ করেন। এই ক্যালেন্ডার বর্ষে মেজর সকার লিগে মেসির গোল সংখ্যা দাঁড়াল ৩৯। এর আগে ৩৮ গোল করে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন ডেনিস বোয়াঙ্গা ও কার্লোস ভেলা। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন মেসি। অন্যদিকে এই মরশুমে গোল ৩১টি। যার মধ্যে লিগে ২৮ ম্যাচে ২৯টি গোল করে গোল্ডেন বুটও পেয়েছেন।

বেনজির পদক্ষেপ পিসিবি’র! অধিনায়ককেই বোর্ডের কর্তা বানিয়ে দিল পাকিস্তান

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৫ অক্টোবর ঃ পাকিস্তানের ক্রিকেটে বোধহয় সবই সম্ভব! দেশের হয়ে খেলতে খেলতেই বোর্ডের কর্তা বানিয়ে দেওয়া হল এক ক্রিকেটারকে। আজ্ঞে হ্যাঁ, এটাই ঘটেছে। পাকিস্তানের টেস্ট দলের অধিনায়ক শান মাসুদ এখন সেই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের গণ্যমান্য কর্তাও। এমন নয় যে কোনও হেলাফেলার পোস্ট। বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। জানা যাচ্ছে, এই পদ পাওয়ার পর টেস্ট নেতৃত্ব ছাড়তে পারেন মাসুদ।

তা ঠিক কোন কাজটা করবেন তিনি? পোশাকী ভাষায় মাসুদের পদের নাম ‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও প্লেয়ারদের বিষয়ে পরামর্শদাতা।’ সহজ কথায়, পাকিস্তান ক্রিকেটের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হবেন তিনি। অর্থাৎ পাকিস্তান কোনও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করলে বা বিদেশে খেলতে গেলে, তার আয়োজন, তদারকি ও সামগ্রিক পরিকল্পনা মাসুদের কাঁধেই। এই মুহূর্তে মাসুদ পাকিস্তানের টেস্ট দলের অধিনায়ক। এমন নয় যে, লাল বলের ক্রিকেটে পাকিস্তান দারুণ পারফর্ম করছে। এই অবস্থায় তাঁর উপর বোর্ডের কাজও চাপিয়ে

দেওয়া হল।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ভবিষ্যতে পিসিবিতে আরও বড় দায়িত্ব পেতে পারেন ৩৬ বছর বয়সি ক্রিকেটার। এশিয়া কাপে করমর্দন কাণ্ডে পাকিস্তানের মুখ পোড়ার পর ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট উসমান ওহালাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শুক্রবার অবশ্য তাঁকেও ফেরানো হয়েছে। যদিও জানা যাচ্ছে, মাসুদ পরামর্শদাতার ভূমিকা নেওয়ার পর ওহালাকে পিএসএলের কোনও একটা দায়িত্ব দেওয়া হবে। অর্থাৎ ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটও হয়ে যেতে পারেন মাসুদ। আশ্চর্যের বিষয়, ২ নভেম্বর ছিল এই পদের জন্য আবেদন করার শেষদিন। তার অনেক আগেই অধিনায়ককে কর্তা বানিয়ে দিল পিসিবি। অনেকের মতে, এই ঘটনা পিসিবি’র দুর্নীতির প্রমাণ।

শুক্রবার একটি বিশেষ পার্টি আয়োজন করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সেখানে পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি তো ছিলেনই, পাশাপাশি ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সেখান থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের হয়ে ৪২টি টেস্টে ২৩৮০ রান করেছেন মাসুদ। ১৪টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

কোনও ম্যাচ না জিতেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় পাকিস্তানের

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৫ অক্টোবর ঃ কোনও ম্যাচ না জিতেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় হয়ে গেল পাকিস্তানের। শুক্রবার শ্রীলঙ্কার প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য বাতিল হয়ে যায়। তারপরই পাকিস্তান মহিলা দলের অধিনায়ক ফতিমা সানা একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন আইসিসি’র উপর। বিশ্বকাপ ভারতের মাটিতে হলেও হাইব্রিড মডেলে পাকিস্তান খেলছে শ্রীলঙ্কায়। ভারতের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলো সুষ্ঠুভাবে হলেও শ্রীলঙ্কায় ভুগিয়েছে বৃষ্টি। এই নিয়ে পাকিস্তানের তিনটি ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ভেস্তে গেল। ফতিমারা অবশ্য বিশ্বকাপ থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন। শেষ ম্যাচ মাত্র ৪ ওভার হয়ে বাতিলের পর তিনি বলেন, একটা জিনিসই আমাদের পক্ষে যায়নি। তা হল আবহাওয়া। আমার মতে, আইসিসির উচিত ছিল অন্তত তিনটি ভালো ভেন্যু বেছে রাখা। কারণ আমরা বিশ্বকাপ খেলার জন্য চারবছর অপেক্ষা করেছিলাম। যদিও ফতিমার পক্ষে ‘একটা নয়, অনেক কিছুই যায়নি। ভারত, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে। ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে। তার মধ্যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জেতার সুযোগ ছিল তাদের কাছে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভরাডুবি হত। তবু অঙ্কের খাতিরে ৩ ম্যাচ জিতলে পয়েন্ট হত ৬। যা নিয়ে বিশ্বকাপের সেমিতে যোগ্যতা অর্জন করতে পারত না। ফতিমা অবশ্য মেনে নিচ্ছেন ব্যাটিংয়ে দুর্বলতা ছিল। তবে ২৩ বছর বয়সি অলরাউন্ডার আবার দলের ব্যর্থতায় নিজেকে কেন উইলিয়ামসনের মতো করে দেখছেন। ২০১৯-এ বিশ্বকাপ ফাইনাল হারার পর কেনের হাসিমুখের ছবি ভাইরাল হয়। পাকিস্তান গ্রুপ পর্বে কোনও ম্যাচ না জিতে সেটা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে। ফতিমা বলেন, চাপ থাকবেই। কিন্তু আমি কেন উইলিয়ামসনের মতো হতে চাই। মাথা ঠান্ডা রেখে আত্মবিশ্বাসী থাকতে চাই। বিশ্বকাপের আগে আমাদের আরও ম্যাচ খেলা উচিত ছিল। আশা করি ভবিষ্যতে এই ভুলগুলো হবে না।

সুপার কাপের শুরুতেই হোঁচট, বিদেশিহীন ডেম্পোর কাছে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল

গোয়া, ২৫ অক্টোবর ঃ ঠিক সাড়ে দশ বছর পর ফের মুখোমুখি হল ইস্টবেঙ্গল এবং ডেম্পো। মরশুমের প্রথম ট্রফি জেতার লক্ষ্যে সুপার কাপে নেমেছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজোর ছেলেরা। সেই লক্ষ্যে তাঁরা হোঁচট খেল। বিদেশিহীন ডেম্পোর বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করল ইস্টবেঙ্গল। ন’বছর আগে ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোত থেকে সরে গিয়েছিল ডেম্পো। পাঁচবারের ভারতসেরা ক্লাব কয়েক বছর আগে শুরু করে প্রত্যাবর্তনের লড়াই। একটা-একটা ধাপ হয়ে আপাতত আই লিগে উঠে এসেছে তারা। সেখানে ইস্টবেঙ্গল খেলছে আইএসএল। সুপার কাপে বিদেশিহীন দল নামায় তারা। কিন্তু ক্লাবের অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা গোয়ানিজ ক্লাবের ফুটবলারদের লড়াইকে তারিফ করতেই হয়। ২ মিনিটের প্রথম সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল। জাপানি তারকা হিরোশির শট ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হয়। ৬ মিনিটে ডেম্পোর গোলরক্ষক আশিস সিবি বিপদ এড়ান। এরপর সিংহভাগ আক্রমণ শানাচ্ছিল লাল-হলুদ। ২৭ মিনিটে খেলার গতির বিরুদ্ধে গিয়ে মহম্মদ আলির গোলে এগিয়ে যায় ডেম্পো। এক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক দেবজি মজুমদারের আউটিংয়ের ধরন নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। গোলের পর ডেম্পোর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যায়। বেশ চনমনে লাগে কোচ সমীর নায়েকের ছাত্রদের। ৪২ মিনিটে ফের সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন হিরোশি। জাপানি তারকার শট রুখে দেন ডেম্পো গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর ৩৩ সেকেন্ডের মধ্যেই সমতায় ফেরে ইস্টবেঙ্গল। দূরপাল্লার শট নেন আহাদ। ডেম্পোর গোলরক্ষকের হাতে লেগে বল সরাসরি চলে আসে নাওরেম মহেশ সিংয়ের কাছে। গোল করতে কোনও ভুল করেননি তিনি। ৫৭ মিনিটে ফের গোল। লালচুনুঙ্গার দেওয়া বল থেকে প্রায় শূন্য ডিগ্রি কোণ থেকে বাঁ-পায়ে জাল কাঁপান মিগুয়েল। লাল-হলুদ জার্সিতে বিলম্বিত হলেও প্রথম গোল করলেন ব্রাজিলীয় তারকা। এরপর প্রাধান্য নিয়ে খেলে লাল-হলুদ। কিন্তু নাটক তখনও বাকি ছিল। ৮৯ মিনিটে লক্ষীমণরাও রেনের গোলে সমতায় ফিরল ডেম্পো। এরপর ৫ মিনিট সংযুক্তি সময়ে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ২-২ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয় খেলা।

ফুটবলারদের স্যালারি ক্যাপ কমাতে চায় ক্লাবগুলো

২৫ অক্টোবর ঃ ভারতীয় ফুটবল সমর্থকরা এই মুহূর্তে তাকিয়ে রয়েছেন ইন্ডিয়ান সুপার লিগের টেন্ডারের দিকে। শেষ পর্যন্ত কারা টেন্ডার জমা দেবেন? কোন সংস্থার কাছে যাবে আইএসএলের বরাত?আইএসএলের টেন্ডারে যে যে শর্ত রাখা হয়েছে, তাতে এফএসডিএল হচ্ছে একমাত্র ঠিকঠাক সংস্থা, যাঁদের বরাত পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, শুধুই আর্থিক সক্ষমতা নয়। ব্রডকাস্টিং নিয়ে যে শর্তগুলি আরোপ করা হয়েছে, তাতেই আটকে যাবে আর্থিক সক্ষমতা থাকা অনেক সংস্থা। তবে ফেডারেশন আইএসএলের টেন্ডারে একটি শর্ত দিয়েছে, যাতে এই সমস্যা মেটানো সম্ভব হতে পারে। কোনও একটি সংস্থা নিজেদের একা না পারলে, কনসোর্টিয়াম করেও তারা আইএসএলের টেন্ডারে আবেদন করতে পারে। তবে যারা আইএসএলের টেন্ডারে আবেদন জমা দিতে চান, তারা ২৫ অক্টোবর, শনিবার ফেডারেশনের টেন্ডার কমিটির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। টেন্ডারের আবেদন করার আগে শর্তগুলি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন সংস্থাগুলি করতে পারবেন। তার পরেই টেন্ডারের আবেদন। যার শেষ দিন ৫ নভেম্বর। তবে আইএসএলের টেন্ডারে ব্যাপারে বড় আপেডট হল, আজকে টেন্ডার কমিটির সঙ্গে আলোচনার জন্য ৬টি সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং উল্লেখযোগ্য নাম অবশ্যই এফএসডিএল। তারপর যথাক্রমে রয়েছে শ্রাচী স্পোর্টস, ইন্ডিয়ান অয়েল, একটি বিদেশি সংস্থার পাশাপাশি আরও দুটি ভারতীয় সংস্থা।

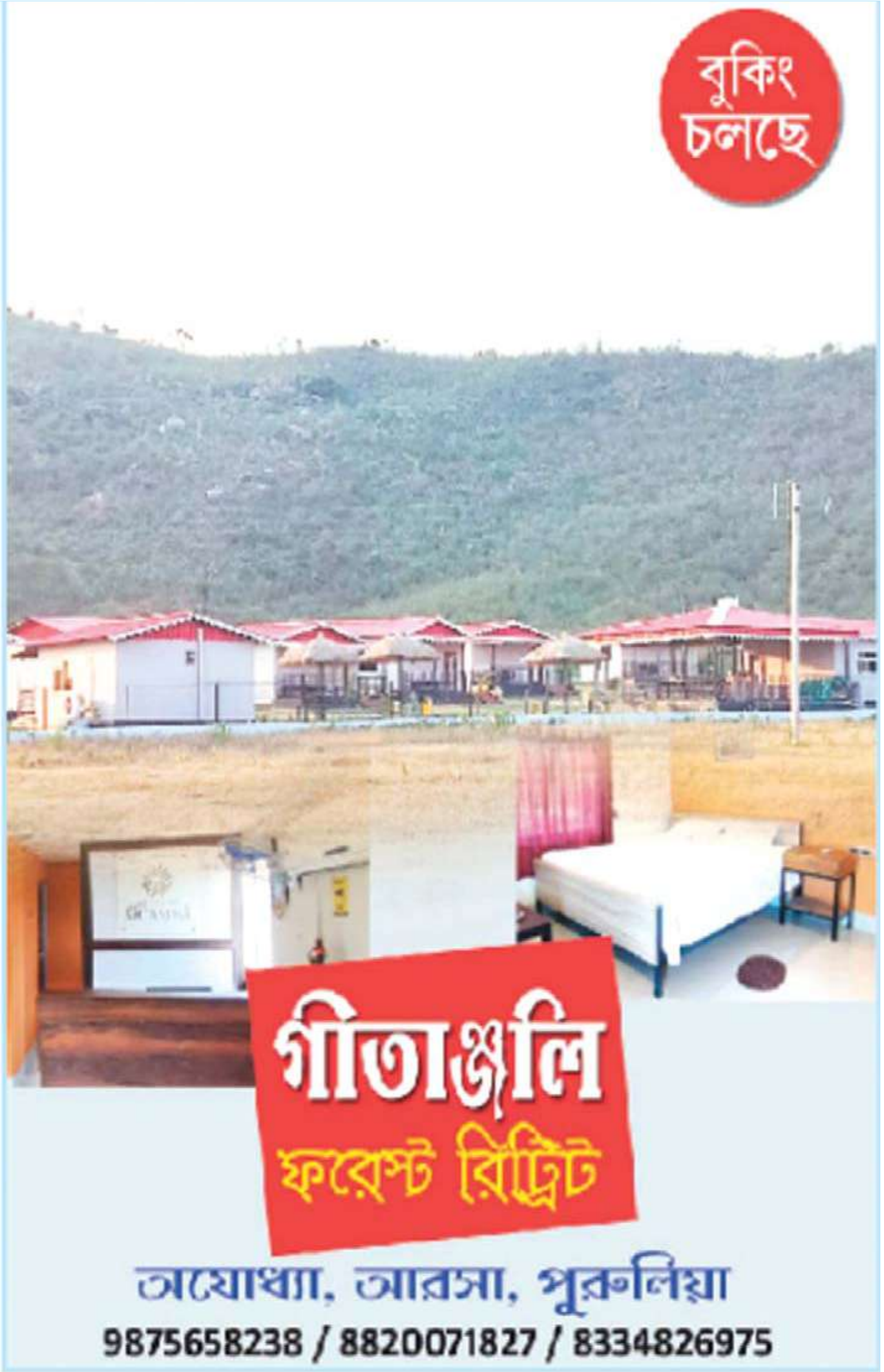

মেয়ের কাছে আরও সেঞ্চুরি আশা করেন প্রতিকার বাবা

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৫ অক্টোবর ঃ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে নেমেছিল ভারতীয় মহিলা দল। সেই ম্যাচে স্মৃতি মন্ধানার পর সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন প্রতিকা রাওয়ালও। যা ২৫ বছরের ভারতীয় ওপেনারের বিশ্বকাপে প্রথম সেঞ্চুরিও। স্মৃতি-প্রতিকার জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর করে নিউজিল্যান্ডকে হারাতে বেগ পেতে হয়নি ভারতকে। বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম সেঞ্চুরি পেয়ে কেমন লাগছে, সে কথা জানাতে গিয়ে প্রতিকা তাঁর ‘ বাবার কথা বলেন। অন্যদিকে, মেয়ের কাছে আরও সেঞ্চুরি আশা করেন প্রতিকার বাবা। স্মৃতি মান্ধনার সঙ্গে প্রতিকার ২১২ রানের জুটি নবি মুম্বইয়ে ভারতের জয়ের সুর রচনা করেছিল। এরপর জেমাইমা রদ্রিগেজের সঙ্গে ৭৬ রানের পার্টনারশিপও গড়েন তিনি। সেই প্রতিকা বিসিসিআইয়ের এক ভিডিওয় বলেন, নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। যা নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলেছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে যাতে ম্যাচ জিততে পারি, এই বিশ্বাসটা ছিল। আমাদের দলে ম্যাচ জেতানোর মতো খেলোয়াড়রা আছে। নিউজিল্যান্ড ম্যাচে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা কাজে লেগেছে। আশা করি, এভাবেই খেলা চালিয়ে যেতে পারব। তার ১২২ রানের ইনিংসটি ভারতকে শেষ চারে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে প্রতিকা বলেন, এর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি। অনুশীলনে প্রচুর ঘাম ঝরিয়েছি। খুশি যে, ঠিকমতো শট নির্বাচন করেছি। এমনভাবে ব্যাট করছি, যা দলকে ম্যাচ জেতাতে সাহায্য করে। বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি করা স্পেশাল। আইসিসি’র কোনও ট্রফি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা আমার বাবা, মা, কোচরা বারবার বলতেন। তাই বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি করে ভালো লাগছে। মাত্র তিন বছর বয়সে প্রতিকার হাতে ব্যাট তুলে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তখন থেকেই হাতেখড়ি। মাঝে বাস্কেটবল-সহ আরও কিছু খেলায় মনোনিবেশ করলেও শেষ পর্যন্ত থিতু হন ক্রিকেটে। প্রতিকা বলছেন, সেঞ্চুরি করে আমি যতটা খুশি, তার চেয়েও বেশি খুশি আমার বাবা। যখন ছোট ছিলাম, বাবা চাইতেন আমি যেন তাঁর চেয়েও বড় হই। আমাকে দেশের হয়ে খেলতে দেখে বাবা গর্বিত। সেমিফাইনালে ভালো খেলতে মরিয়া আমরা। উল্লেখ্য, প্রতিকার বাবা প্রদীপও ক্রিকেট খেলতেন। ছোটবেলায় বোলার ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে আম্পায়ারিং কোর্সও পাশ করেন। মেয়ের শতরান দেখার জন্য এতটাই উদগ্রীব হয়ে ছিলেন তিনি যে, ব্যানার তৈরি মাঠে যেতেন। বৃহস্পতিবার প্রতিকা যখন সেঞ্চুরি হাঁকান, সেই ব্যানার দেখানোও হয় টেলিভিশনের পর্দায়। প্রতিকার বাবা বলেন, বহুদিন ধরে ওর সেঞ্চুরি দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ওর যখন তিন বছর বয়স, ওর হাতে ব্যাট তুলে দিয়েছিলাম। আমার প্রথম সন্তানকে ক্রিকেটার বানাতে চেয়েছিলাম। আমি পরিবার থেকে সমর্থন পাইনি। কিন্তু কখনই চাইতাম না আমার মেয়ে সমস্যার সামনে পড়ুক। চাইব ও আরও সেঞ্চুরি করুক। জানি যে পরের ম্যাচগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com